বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১৪ ॥ ২৯ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ৩০ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

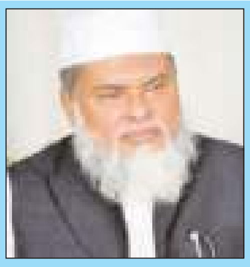

‘ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ’ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার: ধর্ম উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্ম উপদেষ্টা আ. ফ. ম খালিদ হোসেন বলেছেন, ‘ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ’ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এটি মোট ২৭ খণ্ডে অনূদিত হবে। গতকাল সোমবার আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে আয়োজিত ‘ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সংক্রান্ত নীতিমালা নির্ধারণী’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ‘অনুবাদ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল।

নিরীহ কাউকে মামলা দিয়ে হয়রানি করা যাবে না : আইজিপি

স্টাফ রিপোর্টার : নিরীহ কাউকে মামলা দিয়ে হয়রানি করা যাবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ৫ আগস্টের পর একটি মহল হয়রানির উদ্দেশে মূল আসামির সঙ্গে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে মামলায় আসামি করছেন।

কাঙ্ক্ষিত বাণিজ্য লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসতে হবে : বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও দু’দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য তা প্রত্যাশিত নয়। কাঙ্ক্ষিত বাণিজ্য লক্ষ্য অর্জনে দু’দেশের ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসতে হবে।

দেশে ফিরলেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : কাতার সফর এবং পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ শেষে ঢাকায় ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশ সময় রোববার দুপুর দেড়টায় তিনি ইতালির রাজধানী রোম ত্যাগ করেন। এরপর সোমবার (২৮ এপ্রিল) রাত ৩টায় তাকে বহনকারী ফ্লাইট ঢাকায় অবতরণ করে। গত শনিবার পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে ড. ইউনূসও ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এর আগে তিনি শুক্রবার কাতারের দোহা থেকে রোমে পৌঁছান। পোপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর শনিবার ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ক্যাথলিক চার্চের দুই শীর্ষ নেতা- কার্ডিনাল সিলভানো মারিয়া তোমাসি ও কার্ডিনাল জ্যাকব কুভাকাড। তারা পোপ ফ্রান্সিসের দারিদ্র্য বিমোচন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের স্বপ্নের স্মৃতিচারণ করেন। পাশাপাশি, ড. ইউনূসের কাজের জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং তাকে পোপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে দারিদ্র্যবিরোধী আন্দোলনে তার অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। ড. মুহাম্মদ ইউনূস পোপ

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগদান শেষে সোমবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। -পিআইডি

মে’র শুরুতেই শেখ হাসিনার বিচার: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্ট গণহত্যা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচার মে মাসের শুরুতেই শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার (২৮ এপ্রিল) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। মে মাসের শুরুতে বিচার শুরু হবে জানিয়ে আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেন, ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়া হয়েছে। যদিও এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক জবাব দেয়নি ভারত। এর আগে রোববার (২৭ এপ্রিল) আল জাজিরার বৈশ্বিক নেতাদের সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান ‘টক টু আলজাজিরা’য় ‘মুহাম্মদ ইউনূস: রিয়েল রিফর্ম অর জাস্ট আ নিউ রুলিং ক্লাস ইন বাংলাদেশ?’ শিরোনামের সাক্ষাৎকারে জুলাই বিপ্লব, সাবেক স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী

২-এর পাতায় দেখুন

উত্তেজনার মধ্যেই ৯০ হাজার কোটি টাকার যুদ্ধবিমান কিনছে ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলার পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। এমনকি সীমান্তে দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এরই মধ্যে ভারত দেশটির নৌবাহিনীকে আধুনিকায়ন করার জন্য ফ্রান্সের কাছ থেকে ৭৪১ কোটি ডলার মূল্যের (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮৯ হাজার ৯৬০ কোটি ২১ লাখ টাকা) যুদ্ধবিমান কিনছে। দুই দেশের সরকারি পর্যায়ে ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার (২৮ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানিয়েছে, গত মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটিতে ফ্রান্সের কাছ থেকে রাফায়েল যুদ্ধবিমান ক্রয় সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা পেশ করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাতে অনুমোদন দেন। মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা

২-এর পাতায় দেখুন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণ, নিহতদের পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসন এবং গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠন করেছে সরকার। সোমবার (২৮ এপ্রিল) অধিদপ্তর গঠন করে গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। এর আগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। সেখানে বলা হয়, গত ১২ ডিসেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হলো। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজমের সভাপতিত্বে গত ২৮ ডিসেম্বর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়। ওই সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় এই অধিদপ্তর গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এরপর উপদেষ্টা পরিষদ এ বিষয়ে অনুমোদন দেয়।

দেশকে যে ভালোবাসে, সে দেশ ছেড়ে পালায় না: ড. শফিকুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : দেশকে যে ভালোবাসে, সে দেশ ছেড়ে পালাতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, “দেশকে যে ভালোবাসে, সে দেশ ছেড়ে পালাতে পারে না। মীর কাসেম আলী আমেরিকায় ছিলেন। তার কিছু বন্ধু তাকে বাংলাদেশে আসতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে গেলে কি হবে। তার বন্ধুরা বলেছিলেন, আপনারও একই অবস্থা হতে পারে। তখন তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে বলব আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে, সেসব মিথ্যা।”সোমবার (২৮ এপ্রিল) জাতীয় প্রেসক্লাবে মাওলানা আব্দুস সালাম হলে কিংবদন্তী রাজনীতিবীদ ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুস সুবহান রহ. এর স্মরণে ‘মাওলানা আব্দুস সুবহান রহ. তৃণমূল থেকে শীর্ষে’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, “মীর কাসেম আলী দেশকে ভালোবাসতেন। দেশের মানুষকে ভালবাসতেন। আর দেশকে ভালোবাসতেন বলেই দেশে ফিরে এসেছিলেন। মাওলানা সুবহানরা কখনো হারিয়ে যান না। আমার যারা সহকর্মী রাজনৈতিক মাঠে আছেন, তাদের বলব- তাদের (সুবহানদের) কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করতে।”নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে জামায়াত নেতা বলেন, “মাওলানা আব্দুস সুবহান এর মত উদারতা সাহসিকতা আমাদের অর্জন করতে হবে। জাতির স্বার্থে দল মত নির্বিশেষে আমরা ঐক্যবদ্ধ। ব্যক্তিগতভাবে কেউ পরাজিত হতে পারে। কিন্তু সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে এ জাতি বিজয়ী হবে।”এ সময় ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনসহ মাওলানা আব্দুস সুবহান রহ. ফাউন্ডেশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নোয়াখালীতে শহীদ রিজভীর ছোট ভাইকে কুপিয়ে আহত, বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নোয়াখালীর শহীদ মাহমুদুল হাসান রিজভীর একমাত্র ছোট ভাই রিমনকে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে আহত করার প্রতিবাদে ও এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবিতে নোয়াখালীতে সড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় নোয়াখালীর হরিনারায়নপুর স্কুলের সামনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকশ শিক্ষার্থী অংশ নেন। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নোয়াখালী জেলা শাখার নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নোয়াখালীতে কিশোর অপরাধী হঠাৎ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অপরাধীরা বিভিন্ন সময় স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা

২-এর পাতায় দেখুন

ভারতকে এবার পারমাণবিক হামলার হুমকি দিলেন পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলাকে ঘিরে চরম অবনতি ঘটেছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের। ঘটনার পর থেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে দুদেশ। তার ওপর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর হুমকি-ধামকিতে ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা, যা থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এখনও। এর মধ্যেই ভারতকে এবার পারমাণবিক হামলার হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী মোহাম্মদ হানিফ আব্বাসি। সোমবার (২৮ এপ্রিল) ভারতীয় গণমাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান। মোহাম্মদ হানিফ আব্বাসি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ১৩০টির বেশি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র এমনি এমনি সাজিয়ে রাখেনি পাকিস্তান। শুধু ভারতের জন্যই রাখা হয়েছে

২-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে ভারতের ভয়াবহ পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা থামছেই না। সীমান্তে দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন দেশ উত্তেজনা নিরসনসহ সংকট সমাধানের আহ্বান জানালেও ভিতরে ভিতরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে ভয়াবহ এ তথ্য উঠে আসে। সংবাদমাধ্যটি জানায়, সংঘাত এড়াতে নয় বরং পাকিস্তানে সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্যমতে, পেহেলগামে হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতোমধ্যে বিশ্বের এক ডজনেরও বেশি দেশের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ

২-এর পাতায় দেখুন

কারিগরি শিক্ষায় কাঠামোগত সংস্কার দরকার: শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : কারিগরি শিক্ষা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত, এখানে কাঠামোগত সংস্কারের দরকার বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি. আর. আবরার। সোমবার (২৮ এপ্রিল) রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়ামে এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা সম্পৃক্ত করা দরকার। কারণ, কারিগরির শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন করা হয়, এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে মিস্ত্রি বানানোর কারখানা। এই ধরনের নেতিবাচক ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত, এখানে কাঠামোগত সংস্কারের দরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ট্রেডভিত্তিক শিক্ষকের বড় ধরনের

২-এর পাতায় দেখুন

সোমবার নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিন সংগঠনের এক যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ সপ্তাহ শুরু আজ

নির্বাচনী নির্দেশনা পাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ সপ্তাহ-২০২৫ শুরু হচ্ছে আজ মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল)। পুলিশ সপ্তাহ শুরুর আগে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত ও একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্দেশনা চূড়ান্ত করেছেন পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা যায়, অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচনে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সপ্তাহের প্রস্তুতি সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এবারের পুলিশ সপ্তাহ হবে তিন দিনের। এবার দাবি-দাওয়ার পসরাও থাকছে না। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট ৬টি দাবি পেশ করবে পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করে জনসাধারণের জন্য কমপ্লেইন

২-এর পাতায় দেখুন

মতপার্থক্যে আটকা ড্যাপ

স্টাফ রিপোর্টার : এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব বিন্যাস, নগরজীবন রেখা, ট্রানজিটভিত্তিক উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার মানদণ্ড প্রণয়ন, ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময়ড় সবমিলিয়ে রাজধানী ঢাকার সমস্যাগুলো কমিয়ে পরিকল্পিত শহর গড়ার লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ২০২২ সালে। বর্তমানে এটির সংশোধন নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। ফলে আটকে আছে ড্যাপের সংশোধন এবং এর বাস্তবায়ন। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্ত শিথিল করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্রণীত ডিটেল এরিয়া প্ল্যানের (ড্যাপ) সংশোধনীর দাবি ওঠে আবাসন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে। সংশোধিত ড্যাপে সরকারি-বেসরকারি আবাসন, ব্লকভিত্তিক আবাসন, একীভূত প্লটের মালিকদের কিছুটা ফ্লোর এরিয়া রেশিও (ফার) বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। ফলে আগের চেয়ে ভবনের প্রশস্ততা ও উচ্চতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, নগরপরিকল্পনাবিদেরা বলছেন, আবাসন ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ড্যাপ এভাবে সংশোধন করা যাবে না। এতে নগরীর বাসযোগ্যতা হারাবে। এছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত শহর গড়ে তুলতে বর্তমান ড্যাপের বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি বলেও উল্লেখ করছেন নগরপরিকল্পনাবিদেরা। তারা বলছেন, নানামুখী চাপে রাজউক আবাসন ব্যবসায়ীদের দাবির পক্ষে অবস্থান নিয়ে ড্যাপ সংশোধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। যেখানে তাদের মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে। তাদের যৌক্তিক পরামর্শ উপেক্ষা করে বা তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আবাসন ব্যবসায়ীদের ব্যবসাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ড্যাপের সংশোধন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় ঢাকার মহাপরিকল্পনা ড্যাপ সংশোধন নিয়ে নগর পরিকল্পনাবিদ ও আবাসন ব্যবসায়ীদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। উভয় পক্ষই নানা যুক্তি দিচ্ছেন। রাজউক যেহেতু কাউকে বাদ দিয়ে কাজ করতে পারবে না। তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও দুই পক্ষের

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় বড় শ্রমিক সমাবেশ করবে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ঢাকায় বড় শ্রমিক সমাবেশ করবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। সোমবার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ ঘোষণা দেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আ ন ম শামসুল ইসলাম। তিনি বলেন, দেশের শ্রমজীবী মানুষকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যারা উন্নয়নের কারিগরি সেই শ্রমিক বা মেহনতি মানুষদের দাবি বাস্তবায়নে কেউ

২-এর পাতায় দেখুন

প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় বাজারেই বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার: প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় বাজারেই বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। পুরোনো বাজারগুলো পোশাক রপ্তানি বাড়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। আর দিন দিন বাড়ছে অপ্রচলিত বাজারেও পোশাক রপ্তানি। ফলে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শ্রমিক আন্দোলন, কারখানা বন্ধ, অর্ডার বাতিল হওয়া, কারখানার মালিক পলাতক, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপসহ নানা সংকটেও বাড়ছে পোশাক রপ্তানি। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে ৯ মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেড়ে ৩০ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ও বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বাংলাদেশের প্রচলিত বাজারের মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা। পোশাক রপ্তানি বাড়ার ক্ষেত্রে ওই বাজারগুলো বড় ভূমিকা রাখছে। ইইউতে এ সময়কালে মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ৪৯.৮২ শতাংশ হয়েছে। ইইউ থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ১৫ দশমিক ০৭ বিলিয়ন ডলার। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১ দশমিক ৩১ শতাংশ বেশি। জুলাই-মার্চ মাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক বাজার

২-এর পাতায় দেখুন

বিসিএসের নতুন সিলেবাস যেভাবে সাজাতে চায় পিএসসি

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) নতুন সিলেবাস তৈরির কাজ শুরু করেছে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত সিলেবাসে পরিবর্তন আনার কারণ এবং নতুন সিলেবাসে কী থাকবে-এগুলো নিয়ে জানতে চেষ্টা করছে বিভিন্ন গণমাধ্যম। পিএসসির চেয়ারম্যান মোবাশ্বের মোনেম জানান, ৪৯তম বিসিএস থেকে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস চালু করা হবে। নতুন সিলেবাস এমনভাবে তৈরি করা হবে, যাতে প্রার্থীরা বিশ্বের যেকোনো দেশে নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করতে পারেন। পিএসসি আরও শিক্ষার্থীবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। পিএসসির

২-এর পাতায় দেখুন

সারাদেশে বজ্রপাতে প্রাণ গেল ১০ জনের

স্টাফ রিপোর্টার : পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৮ এপ্রিল) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। কুমিল্লার দুই উপজেলায় চারজন, কিশোরগঞ্জের দুই উপজেলায় তিনজন এবং নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ ও চাঁদপুরে একজন করে মারা যান। জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর... কুমিল্লা : বজ্রপাতে কুমিল্লার দুই উপজেলায় দুই স্কুলছাত্রসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও

২-এর পাতায় দেখুন

ভিয়েতনাম থেকে এলো ২০ হাজার টন চাল

স্টাফ রিপোর্টার : ভিয়েতনামের হাইফং বন্দর থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে এমভি থাই বিন ০৯ নামে একটি জাহাজ। সোমবার (২৮ এপ্রিল) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে স্বাক্ষরিত জি-টু-জি (সরকার থেকে সরকার) চুক্তির আওতায় মোট ১ লাখ মেট্রিক টন আতপ চাল আমদানির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ চাল

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২৯ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

ইয়েমেনে মার্কিন বিমান হামলায় নিহত ৭৮

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইয়েমেনের রাজধানী সানায় আবারও কয়েক দফা বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব হামলায় সানা জুড়ে নারী ও শিশুসহ অন্তত ৭৮ জনের প্রাণহানি ঘটেছে বলে দাবি হুতি নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের। সোমবার (২৮ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোববার (২৭ এপ্রিল) রাত থেকে এ হামলাগুলো চালানো হয়। এর মধ্যে ভোরে সানার উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা বনি আল-হারিথ জেলায় মার্কিন হামলায় নারী ও শিশুসহ অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আল-মাসিরাহ টিভি। এর আগে রাতে আমরান ও সাআদা প্রশাসনিক অঞ্চলে মার্কিন হামলায় অন্তত দুজন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন হুতি কর্মকর্তারা। আল-মাসিরাহ টিভি থেকে পরবর্তী সময়ে প্রচারিত আরেক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, সাআদার একটি অভিবাসী আটক কেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনারা, যেখানে অন্তত ৬৮ জন নিহত হয়েছেন। ওই কেন্দ্রে প্রায় শ'খানেক মানুষকে আটকে রাখা হয়েছিল। ইথিওপিয়া ও পার্শ্ববর্তী আফ্রিকান দেশ থেকে কাজের খোঁজে ইয়েমেন হয়ে সৌদি আরবে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তারা। অভিযোগ রয়েছে, অভিবাসীদের সীমান্ত পার করিয়ে আনার মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ উপার্জন করে থাকে হুতি বিদ্রোহীরা। তবে, এই পথ পাড়ি দিতে গিয়ে অভিবাসীদের দীর্ঘদিনের সংঘাত, আটক এবং নির্যাতনের ঝুঁকি বহন করতে হয়। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক অভিযানের দায়িত্বে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) সর্বশেষ হামলাগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত কিছু না জানালেও স্বীকার করেছে, মার্চের মাঝামাঝি থেকে ইয়েমেনে আট শতাধিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে তারা। হুতিদের দাবি অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ২৫০ জনের বেশি নিহত হয়েছে চলমান এ মার্কিন অভিযানে। মার্চের ৭-এর পাতায় দেখুন

এনসিপি 'গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি' গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির ছয় সদস্য বিশিষ্ট গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলামের অনুমোদনক্রমে দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক অ্যাড. জাবেদ রাসিনকে প্রধান করে নিম্নোক্ত ছয় সদস্যবিশিষ্ট গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন, খালেদ সাইফুল্লাহ, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা, সাইফুল্লাহ হায়দার ও অ্যাডভোকেট হুরায়রা নূর। এই কমিটিকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দলের খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি'র চতুর্থ সাধারণ সভার স্মারক নং এনসিপি/সা.স./২০২৫-২০২৬/০৪ এর তিন নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। আইনজীবী উইংয়ের প্রস্তুতি কমিটি গঠন: জুলাই অভ্যুত্থানের যোদ্ধাদের আইনি সহায়তা প্রদান, আন্দোলন সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং রাজপথে সক্রিয় অবদান রাখা আইনজীবীদের সুসংগঠিত করতে 'এনসিপি আইনজীবী উইং' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গত রোববার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এনসিপি আইনজীবী উইং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং দেশীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আইনি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশব্যাপী আইনজীবী সমিতিগুলোতে কাজ করবে। জুলাই গণহত্যার বিচার কার্যক্রমে ৭-এর পাতায় দেখুন

এখন মামলা করার স্বাধীনতা পেয়েছি সবাই: ফারুকী

স্টাফ রিপোর্টার : এখন সবাই মামলা করার স্বাধীনতা পেয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। সোমবার (২৮ এপ্রিল) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইরেশ যাকেরের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি। প্রসঙ্গত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন রাজধানীর মিরপুরে মাহফুজ আলম শ্রাবণ হত্যার অভিযোগে অভিনেতা ইরেশ যাকেরসহ ৪০৮ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।? গত ২০ এপ্রিল নিহতের ভাই মোস্তাফিজুর রহমান বাপ্পী ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার আবেদন করেন। ওইদিন আদালত তার জবানবন্দি রেকর্ড করে অভিযোগটি মিরপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জকে নিয়মিত মামলা হিসেবে নেওয়ার নির্দেশ দেন। হত্যা মামলায় ইরেশ যাকের আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিনোদন অঙ্গনের অনেক তারকারাই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। এমন প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সারওয়ার ফারুকীর সামনেও বিষয়টি উত্থাপন করেন সাংবাদিকরা। ফারুকী বলেন, আমি এখন নিজে সরকারের অংশ; অ্যাক্টিভিসস্ট নই।

যে কারণে কথা কম বলে কাজ বেশি করতে হবে। ইরেশ যাকেরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। জানি, তিনি জুলাইয়ের আন্দোলনেও জড়িত ছিলেন। ফলে এটি ডিপলি ট্রাবলিং, ডিপল ডিস্টার্বিং। ইরেশ যাকেরের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার বিষয়ে তিনি আরও বলেন, মামলা করেছেন একজন ব্যক্তি। এটি রাষ্ট্রপক্ষ কিংবা সরকারের দেয়া মামলা না। এখন মামলা করার স্বাধীনতা পেয়েছি সবাই। কেউ কেউ এটার অপব্যবহার করছে। আমি বিশ্বাস করি পুলিশ এটির সঠিক তদন্ত করে, যেটি সত্য সেটির পক্ষে থাকবে আর যেটি মিথ্যা সেটি বাতিল করে দেবে।

রোহিঙ্গাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব থেকে সরে এলো জামায়াত

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমারে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত আরাকান রাজ্যকে পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব থেকে সরে এসেছে জামায়াতে ইসলামী। গত রোববার (২৭ এপ্রিল) রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ সফরে আসা চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বৈঠকে এ প্রস্তাব দেওয়ার কথা জানিয়েছে দলটি নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের। তবে সোমবার (২৮ এপ্রিল) এক বিবৃতিতে তিনি আগের দিনের বক্তব্যের ব্যাখা দিয়ে বলেন, যে বক্তব্য দিয়েছি তাতে মূলত বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের সম্মানজনক ও নিরাপদভাবে তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করার ব্যবস্থা ও তাদের জন্য একটি নিরাপদ অঞ্চল গড়ে তোলার বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছি। আমার বক্তব্যের মাধ্যমে কোনো ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হলে তা এ বিবৃতির মাধ্যমে নিরসন হবে বলে আমি আশা করি। এটিই বাংলাদেশ জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি। ৭-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলন থেকে সরে সংলাপেই সমাধানের পথ খুঁজছে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : বারবার দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছেন দেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপির নেতারা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকেও সেই আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা রোডম্যাপ ঘোষণা না করে তাদের বলেছেন, আগামী ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। কিছুদিন আগে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করে 'একেবারের সন্তুষ্ট নয়' বিএনপি। তবু রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলেনি তারা। এর পরিবর্তে সংলাপ ও রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে নির্বাচনকেন্দ্রিক সমাধান খুঁজছে বিএনপি। সরাসরি আন্দোলনের পথে না গিয়ে সংলাপকেই কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে তারা- যা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে নানা আলোচনা। কঠোর আন্দোলনের পরিবর্তে রাজনৈতিক সংলাপ ও ঐক্য গড়ে তোলাই অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে বলে মনে করছেন দলটির নেতারা। আন্দোলন থেকে সরে সংলাপে ভর গত ১৬ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে নির্বাচন ইস্যুতে বৈঠক করেন বিএনপির সাত নেতা। বৈঠকে নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়ে বিএনপি 'একেবারেই সন্তুষ্ট নয়' নয় বলে জানান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচনের সময় দিয়েছেন, নির্বাচনের এই সময় নিয়ে আমরা একেবারে সন্তুষ্ট নই। নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় তার সুনির্দিষ্ট ডেটলাইন আমাদের দেননি। এর আগে ঈদের পর বড় আন্দোলনের ঘোষণা দিলেও বাস্তবে বিএনপির কৌশলে পরিবর্তন এসেছে। নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক দলের এক জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় কঠোর আন্দোলনের পরিবর্তে রাজনৈতিক সংলাপ ও ঐক্য গড়ে তোলা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দলটির অনেক নেতা এটাও মনে করছেন, রাজপথে তীব্র কর্মসূচি দিলে সরকার দমন-পীড়ন চালাতে পারে, যা বিরোধী জোটকে দুর্বল করে দেবে। তাই সংলাপের মাধ্যমে ডিসেম্বরের মধ্যেই একটি চাপ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়েছে দলটি।

বিএনপির লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান ও স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম ৭-এর পাতায় দেখুন

মানহানির মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন বাসস এমডি

স্টাফ রিপোর্টার : দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক আবদুল হাই শিকদারের করা মানহানির মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদ। গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়া উদ্দিনের আদালতে আত্মসমর্পণ করে আইনজীবীর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন মাহবুব মোর্শেদ। শুনানি শেষে আদালত ৫০০ টাকা মুচলেকায় তার জামিনের আদেশ দেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গত ২৩ মার্চ আবদুল হাই শিকদার বাদী হয়ে এ মামলা করেন। মামলায় বাসস এমডিসহ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম এবং আসাদুজ্জামান আসাদকে আসামি করা হয়। মামলায় আসাদকে আওয়ামী লীগের অর্থ যোগানদাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ওইদিন আদালত আসামিদের আদালতে ৭-এর পাতায় দেখুন

চীনা বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকায় আসছেন ১০০ ব্যবসায়ী

স্টাফ রিপোর্টার : চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াং ওয়েনতাও-এর নেতৃত্বে ১০০ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসছে। এ বিষয়ে ঢাকা সফররত চীনা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক বৈঠকে পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের আলোচনা হয়েছে। সোমবার (২৮ এপ্রিল) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশীয় বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক পেং শিউবিন পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মহাপরিচালক চীনের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রশংসা করে বলেন, চীন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পূরণে তাদের পাশে থাকবে। চীনে প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক চীন সফর এবং রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার কথা উল্লেখ করে সফররত মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। পেং শিউবিন আরও বলেন, চীন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য জোরদার, অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা অব্যাহত রাখতে এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও জনগণের সঙ্গে ৭-এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা ভোটার শনাক্তে কর্মপন্থা খুঁজছে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের সব ইউনিয়নে কত রোহিঙ্গা রয়েছেন, তা নির্ধারণে কার্যকর কর্মপন্থা খুঁজছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ বিষয়ে আলোচনা করতে আগামীকাল বুধবার একটি বৈঠক করবে সংস্থাটি। গতকাল সোমবার ইসির উপসচিব (সংস্থাপন) শাহ আলম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, বর্তমান ইসির চতুর্থ 'কমিশন সভা' আগামী ৩০ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন। সভা আলোচ্যসূচিতে বলা হয়েছে, রিট পিটিশন নং ৪৬১৫/২০২৪ এর আদেশ অনুযায়ী, কক্সবাজার জেলার সব ইউনিয়ন পরিষদের ভোটার তালিকা যাচাই করে কোনো রোহিঙ্গা শরণার্থী তালিকায় থাকলে তাদের বাদ দেওয়ার জন্য একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। সম্প্রতি সিইসি ৭-এর পাতায় দেখুন

ঐকমত্য কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় সনদ তৈরি করা: আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, রাষ্ট্র সংস্কার প্রশ্নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে রাজপথে, চর্চা ও ঐক্যে। সেই সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে জাতীয় সনদ তৈরিতে। ঐকমত্য কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় সনদ তৈরি করা। যাতে করে ক্ষমতার বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশ যাতে সব সম্ভাবনা নিয়ে জাগ্রত হতে পারে। সোমবার (২৮ এপ্রিল) জাতীয় সংসদের এলডি হলে গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে সংলাপের সূচনা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আলী রীয়াজ বলেন, গত ৫৩ বছর মানুষ যে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করছে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে যাতে বাস্তবায়ন করা ৭-এর পাতায় দেখুন

সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দুর্নীতিবিরোধী বিশেষ আইন পাশের দাবিতে মানববন্ধন করে অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ'' এর সংগঠকবৃন্দ।

রোহিঙ্গাদের জন্য সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিল জাপান

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার জেলা ও ভাসানচরে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার জন্য জাপান সরকার আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাকে (আইওএম) ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিয়েছে। সোমবার (২৮ এপ্রিল) ঢাকার জাপান দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাঈদা শিনিচি এবং আইওএম বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ল্যান্স বোনো এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। কক্সবাজার জেলা এবং ভাসানচরে প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় সম্প্রদায় এই প্রকল্প থেকে সহায়তা পাবে। এই প্রকল্পের ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারি লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে মামলার চাপ কমাতে কাজ চলছে: আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে আদালতের ৪০ শতাংশ মামলার চাপ কমাতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার চেয়ারম্যান ড. আসিফ নজরুল। গতকাল সোমবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৫'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'দ্বন্দ্বে কোনো আনন্দ নাই, আপস করো ভাই; লিগ্যাল এইড আছে পাশে, কোনো চিন্তা নাই '। আইন উপদেষ্টা বলেন, দেশে প্রতিবছর প্রায় ৫ লখের মতো মামলা হয়। এর মধ্যে সরকারি লিগ্যাল এইডে নিষ্পত্তি হয় প্রায় ৩৫ হাজার মামলা এবং এই সংখ্যাটিকে ২ লাখে আনতে পারলে আদালতে মামলার চাপ প্রায় ৪০ শতাংশ কমে যাবে। কিছু মামলা যেমন- ফ্যামিলি ম্যাটারস, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাক্ট বা ছোট-ছোট কম্পাউন্ডেবল ক্রিমিনাল অফেন্সের ক্ষেত্রে প্রথমেই সরকারি লিগ্যাল এইড প্রতিষ্ঠানে যাওয়া বাধ্যতামূলক করতে চিন্তাভাবনা চলছে, এখানে কাজ না হলে তবে আদালতে যাবার সুযোগ থাকবে। এই কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পারলে মামলার চাপ ও মানুষের দুর্ভোগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। তিনি বলেন, 'আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমাদের ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বার্ষিক মহড়া 'আকাশ বিজয়' অনুষ্ঠিত হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বার্ষিক মহড়া 'আকাশ বিজয়-২০২৫' দেশের সব প্রধান ঘাঁটি, বিভিন্ন স্টেশন ও ইউনিটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মহড়ার উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে বিমান বাহিনীর বৈমানিকরা আকাশ যুদ্ধের বিভিন্ন প্রকার রণকৌশল অনুসরণ করে যুদ্ধ বিমানের মাধ্যমে আক্রমণ, শত্রুবিমান শনাক্তকরণ, আকাশ থেকে শত্রু কবলিত স্থান পর্যবেক্ষণ, রসদ সরবরাহ, সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র স্থানান্তর, স্পেশাল অপারেশন, অনুসন্ধান ও উদ্ধারসহ সব ধরনের অপারেশন পরিচালনা করছে। গত রোববার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, মহড়ার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন, এয়ার কমান্ড অপারেশন সেন্টার, এয়ার ডিফেন্স অপারেশন সেন্টার, বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, বিমান বাহিনী ঘাঁটি এ কে খন্দকার, বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক ও বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান এ বিভিন্ন প্রকার বিমানের মহড়া এবং অন্যান্য অপারেশনাল ও মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। 'আকাশ বিজয়-২০২৫' বিমান বাহিনীর সব প্রধান ঘাঁটিসহ সিলেট, লালমনিরহাট, শমশেরনগর, বগুড়া, বরিশাল, রসুলপুর ও সুধারামে অবস্থিত বিভিন্ন স্টেশন ও ইউনিটগুলো হতে সারাদেশে গত ২৩ এপ্রিল হতে পরিচালিত হচ্ছে এবং ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এ মহড়ায় বিমান বাহিনীর সব প্রকার যুদ্ধ ও পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার ইউনিট, র‍্যাডার ইউনিট, মিসাইল ইউনিট এবং আনম্যান্ড এরিয়াল সিস্টেম ইউনিট সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করছে। এ মহড়ায় বিমান বাহিনীর বিভিন্ন র‍্যাডার স্কোয়াড্রনের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের আক্রমণকে চিহ্নিত করে নিজ বাহিনীর যুদ্ধ বিমান ও মিসাইল ইউনিটের সহায়তায় উক্ত আক্রমণকে প্রতিহত করার কৌশল অনুশীলন করা হচ্ছে। আকাশ যুদ্ধ ছাড়াও ভূমিতে ঘাঁটি প্রতিরক্ষা ৭-এর পাতায় দেখুন

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকার আশ্বাস সিপিসির

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা পূরণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিসি)। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক পেং শিউবিন গত রোববার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মো. জসীম উদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এই প্রতিশ্রুতি দেন। গতকাল সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে। সাক্ষাৎকালে পেং বলেন, দুই দেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে যোগাযোগ বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং সিপিসি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং শিক্ষাবিদদের সাথে এই বিনিময় সম্প্রসারণে আগ্রহী। তিনি বলেন, চীন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য জোরদারে কাজ করবে, অবকাঠামোগত উন্নয়নে সমর্থন অব্যাহত রাখবে এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও ৭-এর পাতায় দেখুন

অনলাইন জুয়ার নামে টাকা পাচারের অভিযোগ, বিশেষ সহকারীর হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : সাইবার সুরক্ষা আইন পাস হলে জুয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত কোম্পানিকে শাস্তি দেওয়া এবং বেটিং সাইটগুলো নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব। তিনি জানান, কয়েকটি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া, ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ই-কমার্স এমএলএম এর নাম করে অর্থ পাচারের অভিযোগ আছে। সাইবার আইন পাস হওয়ার পরে আমরা বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করব। সোমবার (২৮ এপ্রিল) ফেসবুকে দেওয়া স্ট্যাটাসে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, "কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন সাইবার সুরক্ষা আইনটি পাস হবে বলে আশা করি। এ আইনে সাইবার স্পেসে জুয়া কিংবা অনলাইন জুয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন পাস হওয়ার পরে আমরা জুয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত কোম্পানিকে শাস্তি দেওয়া এবং বেটিং সাইটগুলো নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেব। বেটিং সাইটগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত এমএফএস কোম্পানিগুলোর সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, "বেশ কিছুদিন ধরে কয়েকটি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানির বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া, ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ই-কমার্স এমএলএম এর নাম করে অর্থ পাচারের অভিযোগ ঘনীভূত হচ্ছে। সাইবার আইন পাস হওয়ার পরে আমরা বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করব।""আমরা মোবাইল ৭-এর পাতায় দেখুন

মার্চে ধর্ষণের শিকার ১৬৩, নির্যাতিত ৪৪২ নারী

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে চলতি বছরের মার্চ মাসে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪৪২ জন নারী এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৬৩ জন। এ ছাড়াও ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয়েছে ৭০ জন নারী। সোমবার (২৮ এপ্রিল) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন হলে সাম্প্রতিক নারীর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেমের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন 'আন্দোলন' সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি। তিনি জানান, দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৫টি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে। লিখিত বক্তব্যে রাবেয়া খাতুন বলেন, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে মোট ৪৪২ জন নারী ও কন্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১২৫ জন কন্যাসহ ১৬৩ ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন বেড়েছে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (২৮ এপ্রিল) সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। গত রবিবার (২৭ এপ্রিল) ডিএসইতে সূচক কিছুটা বাড়লেও পরের দিন তা পতনমুখী অবস্থানে ফিরেছে। এর আগে টানা নয় কার্যদিবস পুঁজিবাজারে সূচকের পতন ঘটেছে। সোমবার ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কিছুটা বেড়েছে।

দিনশেষে ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বাড়লেও সিএসইতে কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্র জানিয়েছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৪২.৬৭ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৪ হাজার ৯৫২ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১১.১৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯৬ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ২১.৬৫ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৮৩০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৯টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯৪টি কোম্পানির, কমেছে ২৪৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৯টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৪৫৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৩৮ কোটি ৬৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১০.৬৬ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৪৪৮ ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ভিয়েতনাম থেকে এলো ২০ হাজার

দেশে এসে পৌঁছেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছানোর পর জাহাজে সংরক্ষিত চালের নমুনা পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং চাল খালাসের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সারাদেশে বজ্রপাতে

একজন। তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১০টা থেকে দুপুরের মধ্যে বরুড়া ও মুরাদনগর উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয়। সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানার কোরবানপুর পূর্ব পাড়া কবরস্থানের পাশের মাঠে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়। তারা হলেন- উপজেলার দেওড়া গ্রামের জসিম উদ্দিন ভূইয়াঁর ছেলে জুয়েল ভূইয়াঁ (৩৫) ও কোরবানপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়া (কালীবাড়ি) এলাকার মৃত বীরচরণ দেবনাথের ছেলে নিখিল দেবনাথ (৬০)। অন্যদিকে দুপুরে বরুড়া উপজেলার খোশবাস ইউনিয়নের পয়ালগুচ্ছ গ্রামে বজ্রপাতে দুই স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলো- ওই এলাকার মৃত খোকন মিয়ার ছেলে ফাহাদ হোসেন (১৩) এবং আব্দুল বারেক মিয়ার নাতি সায়মন হোসেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুজনই উপজেলার বড় হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। হালকা মেঘলা আবহাওয়ায় তারা মাঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। আকস্মিক বজ্রপাতে মারাত্মক আহত হলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। সেখানে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। কিশোরগঞ্জ : কিশোরগঞ্জের দুই হাওর উপজেলা অষ্টগ্রাম ও মিঠামইনে বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে অষ্টগ্রামের হাওরে ধান কাটতে গিয়ে দুই কৃষক ও মিঠামইনে নিজের খলায় ধানের খড় ঢাকতে গেলে বজ্রপাতে এক নারীর মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন-অষ্টগ্রাম উপজেলার কলমা ইউনিয়নের হালালপুর গ্রামের মৃত জতীন্দ্র দাসের ছেলে ইন্দ্রজিত দাস (৩৫), খয়েরপুর-আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের খয়েরপুর গ্রামের ইদ্রিছ মিয়ার ছেলে স্বাধীন মিয়া (১৪) ও মিঠামইন উপজেলার কেওয়ারজোড় ইউনিয়নের রানীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা মৃত আশ্রব আলীর স্ত্রী ফুলেছা বেগম (৬৫)। অষ্টগ্রাম থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন ও মিঠামইন থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) দেলোয়ার হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় বজ্রপাতে রিমন তালুকদার (২২) নামে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার আটগাঁও গ্রামের বুড়িগাঙ্গাল হাওরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিমন তালুকদার শাল্লা কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই সকালে গরুকে ঘাস খাওয়াতে বাড়ির পাশের বুড়িগাঙ্গাল হাওরে যান রিমন। এ সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এর মধ্যেই বজ্রপাতের শিকার হন। ঘটনাস্থলেই রিমন ও তার সঙ্গে থাকা গবাদিপশুর মৃত্যু হয়।

চাঁদপুর : কালবৈশাখী ঝড়ে চাঁদপুরের কচুয়ায় বজ্রপাতের বিকট শব্দে হার্ট অ্যাটাক করে বিশকা রানী সরকার (৪৫) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলার উত্তর কচুয়া ইউনিয়ন পরিষদের নাহারে গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বিশকা রানী সরকার চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার ৩নং ইউনিয়নের নাহারা গ্রামের পূর্বপাড়া মন্দির ওয়ালা বাড়ির হরিপদ সরকারের স্ত্রী। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বেলা সাড়ে ১১টায় তারা স্বামী-স্ত্রী দুজন ধানের জমিতে কাজ করছিলেন। ওই সময় আকাশে মেঘ করে বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের শুনে স্ত্রী বিশকা রানী সরকার মাটিতে পড়ে যান। পরে তার স্বামী হরিদাস সরকার তাকে উদ্ধার করে কচুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিশকা রানী সরকারকে মৃত ঘোষণা করেন। কচুয়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজিজুল ইসলাম বলেন, মৃত বিশকা রানী সরকারের শরীরে বজ্রপাতের কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে । মৃতদেহ নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। এ মৃত্যু নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ না থাকায় সামাজিকভাবে সৎকারের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়।

হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তবে বজ্রপাতে আতঙ্কিত হয়ে মারা যেতে পারেন। হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়। কচুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন বলেন, ওই গৃহবধূ বজ্রপাতের বিকট আওয়াজে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত ডাক্তাররা। তবে এ নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। নেত্রকোণা : নেত্রকোণার মদনে আরাফাত মিয়া (১০) নামে এক মাদরাসার ছাত্র মারা গেছেন। সোমবার ভোর ৬টার দিকে উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের তিয়শ্রী গ্রামে নিজ বাড়ির সামনেই বজ্রপাতে মৃত্যু হয় তার। আরাফাত উপজেলার তিয়শ্রী গ্রামের আব্দুস ছালামের ছেলে। মদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অলিদুজ্জামান জানান, আরাফাত নামে এক মাদরাসা শিক্ষার্থীর বজ্রপাতে মারা যাওয়ার খবর পেয়েছি। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তার পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

বিসিএসের নতুন সিলেবাস যেভাবে

একাধিক সূত্র জানায়, নতুন সিলেবাস চাকরিপ্রার্থীদের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে তৈরি হবে। বর্তমানে একাধিক নিয়োগ পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নিতে হয়, যার মধ্যে সরকারি চাকরির সিলেবাস একরকম, আবার বেসরকারি চাকরির সিলেবাস ভিন্ন ধরনের হয়। পিএসসি এসব বিষয় বিশ্লেষণ করে এমন একটি সিলেবাস তৈরির চিন্তা করছে, যা সকল চাকরিপ্রার্থীকে যোগ্য করে তুলবে। নতুন সিলেবাসে এমনভাবে প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করা হবে যাতে প্রার্থীরা শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত বিদেশে চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও বেশি সক্ষম হতে পারেন। পিএসসির সদস্য মো. নাজমুল আমীন মজুমদার বলেন, "আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোড়যেমন ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং সিঙ্গাপুরের চাকরির পরীক্ষার সিলেবাস নিয়ে গবেষণা করছি। এসব দেশের সিলেবাসের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন সিলেবাস তৈরি করা হচ্ছে। এতে মুখস্থ করার বিষয়গুলো কম থাকবে এবং প্রার্থীরা যেন গ্লোবাল ক্যান্ডিডেট হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পারেন, সে অনুযায়ী সিলেবাস সাজানো হচ্ছে।"পিএসসির আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, তবে সিলেবাসের বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আসবে।

প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় বাজারেই

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭ দশমিক ২৩ শতাংশ। এ সময় দেশটিতে বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানি ছিল ৫ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাজ্য ও কানাডায় রপ্তানি হয়েছে যথাক্রমে ৩ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ও ৯৬৩ দশমিক ৮৫ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে কানাডায় রপ্তানিতে ১৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ ও যুক্তরাজ্যে ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে ইউরোপের বাজারগুলোর মধ্যে তিনটি দেশে পোশাক রপ্তানি কমেছে। বাকি দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। পোশাক রপ্তানি কমে যাওয়া তিনটি দেশ হলো- এস্তোনিয়া, লাটবিয়া আর লুক্সেমবার্গ। তাছাড়া ইউরোপের প্রায় সব দেশেই পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। সূত্র জানায়, রোমানিয়া আর লিথুয়ানিয়া ১০০ শতাংশের বেশি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। রোমানিয়ায় ৯ মাসে আগের বছরের তুলনায় ১০২ দশমিক ৯১ শতাংশ বেড়েছে। লিথুয়ানিয়ায় ১০৯ দশমিক ২৯ শতাংশ বেড়েছে। টাকার হিসাবে এ সময়ে জার্মানিতে ৩ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। স্পেন ২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার, ফ্রান্স ১ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার, নেদারল্যান্ডস ১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার ও পোল্যান্ডে ১ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। বাড়ার হিসেবে নেদারল্যান্ডসে তৈরি পোশাকের রপ্তানি ২৩ দশমিক ১৫ শতাংশ, সুইডেনে ১৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ, ডেনমার্কে ১২ দশমিক ৮০ শতাংশ ও ফ্রান্সে ১০ দশমিক ৭৫ শতাংশ পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। পাশাপাশি অপ্রচলিত বাজারগুলোতেও পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। অপ্রচলিত বাজারগুলোতেও ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেড়েছে। জুলাই-মার্চ এ ৯ মাস সময়কালে অপ্রচলিত বাজারে ৫ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা মোট রপ্তানির ১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। জাপানে রপ্তানি হয়েছে ৯৬০ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন ডলার, অস্ট্রেলিয়ায় ৬৫৩ দশমিক ৬৪ মিলিয়ন ডলার ও ভারতে ৫৩৫ দশমিক ১৫ মিলিয়ন ডলারের পোশাক। তবে এ সময়কালে রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), নিউজিল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় রপ্তানি কমেছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান জানান, রপ্তানি ইতিবাচক হওয়ার কারণ হলো বায়ারদের আস্থা। সাময়িক সময়ের জন্য হয়তো অর্ডার কমে। অনেক সময় অর্থনৈতিক মন্দার কারণেও তারা পণ্য কেনে না। এরপর সারা বিশ্বে যখন রপ্তানি বাড়ে তখন এদেশে সবার আগে রপ্তানি বাড়ে।

ঢাকায় বড় শ্রমিক সমাবেশ করবে

এগিয়ে আসে না। এজন্য শুধু সরকার বা ট্রেড ইউনিয়ন এগিয়ে এলে হবে না। গণমাধ্যমের সাংবাদিকদেরও ভূমিকা রাখতে হবে। তারা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও প্রতিবেদন প্রকাশ করলে বেশ উপকার হয়। তিনি বলেন, আগামী ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে আমরা বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে দেশের সব শাখায় উৎসবের সঙ্গে সমাবেশ পালন করব। ঢাকায় বড় রকম শ্রমিক সমাবেশ করব। আশা করছি লক্ষাধিক শ্রমিকের উপস্থিতি থাকবে ইনশাআল্লাহ। দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ও বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হবে। শ্রমিকদের বিপদে পাশে থাকতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। আমরা সবাই মিলে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও সুন্দর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান বলেন, আমরা দেশের সাড়ে সাত কোটি শ্রমিকের উন্নয়ন ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনে আমরা প্রস্তাবনা জমা দিয়েছি। অতীতে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমরা ঠিকমতো কর্মসূচি পালন করতে পারিনি। ৫ আগস্টের পর গার্মেন্টস শিল্পসহ বিভিন্ন সেক্টরে অস্থিরতা সৃষ্টি হলে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছে। আমরা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও মানোন্নয়নের জন্য সবসময় পাশে থাকব ইনশাআল্লাহ্। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অটোরিকশা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। প্রতিনিয়ত বাধাহীনভাবে রিকশা নামছে। এজন্য সরকারকে একটা নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমরাও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করে এ নিয়ে কাজ করছি।

মতবিনিময় সভায় জানানো হয়- আগামী ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর পুরানা পল্টন মোড়ে এক শ্রমিক সমাবেশ করা হবে। সমাবেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখবেন। এবারের শ্রমিক দিবসে কয়েকটি প্রস্তাবনা দিয়েছে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। সেগুলো হচ্ছে- ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতি ঢেলে সাজাতে হবে। বন্ধ পাটকলসহ সব বন্ধ কল-কারখানা অবিলম্বে চালু করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। জাতীয়ভাবে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা করতে হবে। পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি বন্ধসহ শ্রমিকদের উপর প্রশাসনের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। রেল ও বন্দর রক্ষায় এই সেক্টরের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাসস্থান, রেশনিং, চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বেতন-ভাতাসহ নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করতে হবে। সার, বীজ ও কীটনাশকের মূল্য কমাতে হবে এবং কৃষকের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সব ধরনের শিল্প কল-কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রব্বানী, লস্কর মো. তসলিম, কবির আহমেদ, মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা আতাউর রহমান সরকার প্রমুখ।

মতপার্থক্যে আটকা ড্যাপ

মতপার্থক্যের দ্বন্দ্বে ড্যাপ সংশোধন, সেই সঙ্গে বাস্তবায়ন আটকে গেছে। ড্যাপে জনঘনত্ব ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে ভবনের উচ্চতা বেঁধে দেওয়া হয়। এজন্য বিভিন্ন মহল, বিশেষ করে আবাসন ব্যবসায়ীরা বেঁকে বসেন। শুরু হয় ড্যাপে নানা সংশোধন। আগে প্রশস্ত রাস্তা না থাকলেও আট থেকে ১০তলা পর্যন্ত ভবন করা যেত। কিন্তু গেজেট আকারে ড্যাপ প্রকাশের পর সেই সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অপ্রশস্ত রাস্তার ক্ষেত্রে চার থেকে পাঁচতলা ভবন নির্মাণের বিধান রাখা হয়। ফলে জমির মালিক, হাউজিং প্রতিষ্ঠান, ডেভেলপারদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা বাণিজ্যিকভাবে বড় ভবন নির্মাণ তুলনামূলক কমিয়ে দেন। বেড়ে যায় রাজধানীর ফ্ল্যাটের দাম। বাড়তে থাকে বাড়িভাড়াও। এ অবস্থায় আবাসন ব্যবসায়ী, জমির মালিকসহ সংশ্লিষ্টরা বারবার ড্যাপ সংশোধন নিয়ে চাপ দিতে থাকেন। যে কারণে রাজউক ড্যাপে সংশোধনী আনতে সব প্রস্তুতি শেষ করে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। সেখানে ব্যবসায়ীদের দাবিগুলো প্রাধান্য দিয়ে ভবনের উচ্চতা সংশ্লিষ্ট শর্ত থেকে সরে আসে রাজউক। এদিকে, রাজউকের ওই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেন নগরপরিকল্পনাবিদেরা। তাদের বাদ দিয়ে ঢাকার মহাপরিকল্পনা সংশোধনের ওই প্রক্রিয়াকে অস্বচ্ছ দাবি করে দফায় দফায় সংবাদ সম্মেলন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দেয় পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স (বিআইপি)।

অন্যদিকে, আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) ও ঢাকা সিটি ভূমি মালিক সমিতি পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে দফায় দফায়। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে মতের দ্বন্দ্ব বাড়তেই থাকে। জনস্বার্থ না দেখে একটি শ্রেণিকে বিশেষ সুবিধা দিতে নতুন করে ড্যাপের সংশোধনী আনা হচ্ছেড় জনগণের এমন অভিযোগ জানাতে থাকে এ খাতের বিশেষজ্ঞরা। এ অবস্থায় আটকে যায় ড্যাপের সংশোধনী। বিশেষ সংশোধনীর খসড়া চূড়ান্ত করার আগে ড্যাপে ১২ থেকে ১৬ ফুট পর্যন্ত রাস্তার পাশে ফ্লোর এরিয়া রেশিও (ফার) ধরা হয়েছিল ১.৫ অর্থাৎ এমন প্রশস্ত রাস্তার পাশে পাঁচ কাঠার প্লটে পার্কিংসহ পাঁচতলা ভবন নির্মাণ করা যাবে। এমন হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নতুন ড্যাপে ৬-৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তার পাশে ফ্ল্যাটের ফার ধরা হয়েছে ১.২৫ । ৮-১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তার পাশে ফার ১.৫, ১৬-২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তার ফার ২, ২০ ফুট রাস্তার ফার ২.৫, ৩০ ফুট রাস্তার ফার ৩ এবং ৪০-৬০ ফুট রাস্তার ফার ৩.৫ থেকে ৩.৭৫ ধরা হয়েছে। ফলে পাঁচ কাঠার একটি জমিতে আগে আট ও দশতলার নকশা পাওয়া যেত, এখন পাওয়া যাবে পাঁচতলার। ভবনের ব্যবহারযোগ্য স্পেসের পরিমাণও সেই অনুপাতে হবে। আগে যেখানে প্রশস্ত রাস্তা না থাকলেও ৮/১০ তলা ভবন করা যেত, এখন সেখানে অনুমোদন পাওয়া যাবে ৪/৫ তলার। এ অবস্থায় রাস্তার পাশে জমির মালিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দাম বেড়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাটের। সেই সঙ্গে আবাসন খাত ও ডেভেলপার কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এরপর থেকে বেঁকে বসেন আবাসন ব্যবসায়ীরা। শুরু হয় ড্যাপ সংশোধনের দাবি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্ত শিথিল করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্রণীত ডিটেইল এরিয়া প্ল্যানের (ড্যাপ) সংশোধনী চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই নগরপরিকল্পনাবিদেরা এ সংশোধনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। যে কারণে আটকে যায় ড্যাপ সংশোধনীর প্রক্রিয়া। ড্যাপ সংশোধনীর বিষয়ে এর আগে সদ্য বিদায়ী রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সিদ্দিকুর রহমান সরকার দাবি করে বলেছিলেন, 'আমরা সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের মতামত নিয়েছি। তাদের দাবি এবং সার্বিক দিক বিবেচনা করে ড্যাপ সংশোধন হচ্ছে। খুব শিগগিরই এটি কার্যকর হবে। তখন আর ভবনের উচ্চতা ও আয়তনকেন্দ্রিক কোনো সমস্যা বা জটিলতা থাকবে না। আমরা সাধারণ মানুষের মতামত চেয়েছি, বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ড্যাপ সংশোধন কার্যকর হবে।' অন্যদিকে, ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিডি) পরিচালক অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, 'আমাদের মত ও সুপারিশ উপেক্ষা করা হয়েছে। শহরের বাসযোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা না করে আবাসন ব্যবসায়ীদের মতো করে ড্যাপ সংশোধনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। যা শহরকে আরও ধ্বংস করবে, ধীরে ধীরে বাসযোগ্যতা হারাবে।' সার্বিক বিষয় নিয়ে রাজউকের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সবার মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে ড্যাপ সংশোধন করা হবে। সংশোধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও আপাতত থেমে আছে। একপক্ষ চাচ্ছে কিছু আরেক পক্ষ চাচ্ছে না। এমন সংশোধনের ক্ষেত্রে জনগণ ও শহরের যেভাবে ভালো হবে সেটাই করবে রাজউক। ফ্লোর এরিয়া রেশিওসহ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত, বিরোধিতার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এগুলো যৌক্তিক পর্যায়ে রেখে ড্যাপ সংশোধন করে বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। ড্যাপ সংশোধনীর পক্ষে-বিপক্ষের কারণ কী ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বলেন, 'ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) ও ইমারত বিধিমালা সংশোধন করার সাম্প্রতিক যে উদ্যোগ, সেটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকায় ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি আরও ব্যাপক হারে বাড়বে। সরু রাস্তায় বহুতল ভবন নির্মাণের অবাধ স্বাধীনতা কিংবা ১০ তলা পর্যন্ত আবাসিক ভবনকে বহুতল বিবেচনা না করে কাঠামোগত ও অগ্নিনিরাপত্তায় ছাড় দেবার উদ্যোগগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। নাগরিক, পেশাজীবী ও পরিকল্পনাবিদদের পক্ষ থেকে বিষয়গুলো বারবার তুলে ধরা হলেও রাজউক ও মন্ত্রণালয় মানুষের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে আবাসন ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এদিকে, আইপিডির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে বলা হয়েছে, নগর পরিকল্পনাবিদদের পরামর্শ আমলে না নিয়েই স্বেচ্ছাচারীভাবে এ কার্যক্রম চলছে। বিবেচনাহীনভাবে এলাকাভিত্তিক ও প্লটভিত্তিক ফ্লোর এরিয়া রেশিও (ফার) ও জনঘনত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজউক, যাতে যানজট ও বায়ুদূষণে প্রায় অচল ও মৃতপ্রায় এ শহরের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজউকের অপরিণামদর্শী এ ধরনের উদ্যোগের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য এবং কারও স্বার্থ কাজ করছে কি না, সেটির নির্মোহ তদন্ত করতে হবে সরকারকে। ঢাকার বাসযোগ্যতা বাড়াতে পরিকল্পনাবিদদের কারিগরি পরামর্শ এবং সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে ইমারত বিধিমালা ও ড্যাপের যৌক্তিক সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। আইপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২০০৮ সালে ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় আবাসিক ভবনের জন্য মোটা দাগে রাস্তার প্রশস্ততা ও প্লটের আয়তনের ওপর ভিত্তি করে সর্বনিম্ন 'এফএআর' মান ৩.১৫ ও সর্বোচ্চ ৬.৫ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় আবাসিক এ৩ (ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট) শ্রেণির জন্য এ মান সর্বোচ্চ ৪.২৫ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা মে-২০২৪ সালের খসড়া ইমারত বিধিমালায় অনুসরণ করা হয়েছে। অথচ ডিসেম্বর-২০২৪ সালে রাজউক কর্তৃক প্রণীত ইমারত বিধিমালার খসড়াতে প্লটভিত্তিক আবাসিক এ৩ ক্যাটাগরির ফার মান ৫.৫ করা হয়েছে, যা প্রায় অবাসযোগ্য ঢাকা শহরের ওপর চাপ আরও মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দেবে। অথচ বৈশ্বিকভাবে ছোট আয়তনের প্লটভিত্তিক আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে ফার মান সাধারণত ১ থেকে ৩ এর মধ্যে হয়ে থাকে। ড্যাপে এলাকাভিত্তিক ফার ও জনঘনত্ব দুই থেকে তিনগুণ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে রাজউক। অথচ সেসব এলাকার নাগরিক সুবিধাদি অপ্রতুল। গোষ্ঠীস্বার্থে বিধিমালার ফার মান পরিবর্তন শহরের জন্য বাসযোগ্যতাকে আরও মারাত্মক হুমকির কারণ হবে বলে ধারণা দিয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে বিধিমালায় ফার মান সর্বোচ্চ থাকে ১-৩ এর মধ্যে। অথচ প্রস্তাবিত বিধিমালায় ফার মান সর্বোচ্চ ৬, ৭ এমনকি এনএ বা নিয়ন্ত্রণহীন রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, 'ইমারত নকশা ও নির্মাণ সংশ্লিষ্ট অনেক পেশাজীবী নতুন ড্যাপের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভবন নকশায় আগ্রহী না হয়ে ভবন মালিকদের ভিন্ন বার্তা দেবার চেষ্টা করছেন। ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থান্বেষী মহলের বাধার কারণে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারছে না।'

'গত দুটি বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়নের পরপরই রিভিউ কমিটি গড়ে ড্যাপ বাস্তবায়নের মূল শক্তিটাই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী মহলের কাছে সাময়িক জনস্বার্থ এবং শহরের বাসযোগ্যতাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা- ২০০৪ এর সংশোধন করা হয় ২০১৫ সালে, যাতে আবাসন ব্যবসায়ীদের চাপে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে নাগরিক সুবিধাদির মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে পরিমাণ কমেছে পার্ক, খেলার মাঠ, বিদ্যালয়সহ নানা নাগরিক সুবিধাপ্রাপ্তিতে। বাংলাদেশ গাছ রক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়কারী আমিরুল রাজীব বলেন, ড্যাপ পর্যালোচনার জন্যে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে কয়েকজন সরকারি আমলা, পেশাজীবী আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার ও একজন প্ল্যানার রয়েছেন। এ কমিটিতে উচিত ছিল আরও প্ল্যানার, নিরপেক্ষ পেশাজীবী, পরিবেশকর্মী ও নাগরিক সমাজকে সংযুক্ত করা। বিআইপির উপদেষ্টা পরিষদের আহ্বায়ক পরিকল্পনাবিদ মো. ফজলে রেজা সুমন বলেন, 'ড্যাপকে পুরো ঢাকা শহরের সমন্বিত উন্নয়নের একটি দলিল বলা হয়। যেখানে ভূমির ব্যবহার, নাগরিক সুবিধাসহ সবকিছু আলোচনা করা আছে। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল এটাকে সংশোধন করে নিজেদের স্বার্থের দিকে নিয়ে যেতে চায়। যা শহরের বাসযোগ্যতা আরও ধ্বংস করবে। ড্যাপ সংশোধনের পক্ষে যুক্তি ঢাকা শহরের ভূমির মালিকদের সমন্বয়ক ড. দেওয়ান এম এ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, 'ড্যাপে ঢাকা শহরের মাত্র ২০ শতাংশ এলাকাকে পরিকল্পিত এরিয়া হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেখানে সুউচ্চ ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ এলাকাকে অপরিকল্পিত এরিয়া ট্যাগ দিয়ে ভবনের উচ্চতা ও আয়তন হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে। যেন ঢাকা শহরের প্রকৃত ভূমির মালিকেরা কোনোভাবে ভবন নির্মাণ করতে না পারেন। যে কারণে জমির মালিকেরা নতুন করে ভবন-বাড়ি নির্মাণ বন্ধ রেখেছেন।' তার দাবি, দ্রুত ড্যাপ সংশোধন করে উচ্চতা ও আয়তনকেন্দ্রিক বাধা দূর করতে হবে। রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, আমরা চাই দ্রুত ড্যাপ সংশোধন হোক। উচ্চতা ও আয়তনকেন্দ্রিক আর কোনো বাধা না থাকুক। ড্যাপে ভবনের আয়তন-উচ্চতা ঠিক করে দেওয়ার পর রিয়েল এস্টেট, হাউজিং কোম্পানিগুলো নতুন ভবন নির্মাণ করা একেবারে কমিয়ে দিয়েছে। যে কারণে ফ্ল্যাট কেনায় মানুষের চাহিদা থাকলেও নতুন করে ফ্ল্যাট নির্মাণের সংখ্যা কমেছে। বর্তমান ড্যাপে যা আছে বর্তমান ড্যাপে ভূমি পুনর্বিন্যাস, উন্নয়নস্বত্ব, প্রতিস্থাপন পন্থা, ভূমি পুনঃউন্নয়ন, ট্রানজিটভিত্তিক উন্নয়ন, উন্নতিসাধন ফি, স্কুল জোনিং ও ডেনসিটি জোনিং আছে। রাজউকের অন্তর্ভুক্ত এক হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে মোট ৪৬৮টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। সেখানে ঢাকাসহ আশপাশের এক হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার দুই হাজার ১৯৮ কিলোমিটার জলাধার সিএস রেকর্ড অনুযায়ী উদ্ধার করে সচলের সুপারিশ করা আছে। একই সঙ্গে এসব এলাকাকে বিনোদন স্পটে পরিণত করারও সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। ঢাকা শহরকে নতুন করে পরিকল্পিত নগরীতে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ২০১০ সালে। সেজন্য প্রণয়ন করা হয় ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান বা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ)। ১৯৫৩ সালের টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় ২০১০ সালে ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রথম ড্যাপের মেয়াদ ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত। পরে মেয়াদ বাড়ানো হয়। পরবর্তী সময়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নতুন ড্যাপ (২০২২-৩৫) তৈরি করে। ঢাকা মহানগরসহ আশপাশের এক হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে এ মহাপরিকল্পনা করা হয়। ড্যাপে ছয়টি স্বতন্ত্র অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ঢাকাকে। সেগুলো হচ্ছেড় কেন্দ্রীয় অঞ্চল- ঢাকা শহর, উত্তর অঞ্চল- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, পূর্ব অঞ্চল- কালীগঞ্জ ও রূপগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণ অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল- কেরানীগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিম অঞ্চল- সাভার উপজেলা। এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব বিন্যাস, নগরজীবন রেখা, ট্রানজিটভিত্তিক উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার মানদণ্ড প্রণয়ন, ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময়ড় সবমিলিয়ে রাজধানী ঢাকার সমস্যাগুলো কমিয়ে পরিকল্পিত শহর গড়ার লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) গেজেট আকারে প্রকাশ হয়। শহরের বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে নাগরিক সুবিধাদি ও পরিষেবার বিপরীতে জনসংখ্যা নির্ধারণ করে শহরের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সেক্ষেত্রে কোন এলাকার উন্নয়নে কতটুকু অনুমোদন দেওয়া হবে তা নির্ভর করবে ওই এলাকার সুবিধাদিপ্রাপ্তির ওপর।

নির্বাচনী নির্দেশনা পাবে আইনশৃঙ্খলা

সেল ও পুলিশের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি ও এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদান, স্বতন্ত্র সাইবার ইউনিট গঠনসহ ৬টি দাবি তুলে ধরা হবে। প্রথমে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ১২টি দাবি জানানো হয়েছিল।পরবর্তীতে কয়েক দফার বৈঠক শেষে ৬টি দাবি চূড়ান্ত করা হয়।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, আগামী জাতীয় নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা কী হবে, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে পুলিশকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হবে এবারের পুলিশ সপ্তাহে। তবে এবার কোনো প্যারেড থাকছে না। এবার শিল্ড প্যারেডসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা থাকছে পুলিশ সপ্তাহে। পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হবে না। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়েও ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সম্মিলন বসবে না। থাকছে না প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কোনো সেশন। পুলিশের পক্ষ থেকে যেসব দাবি আসতে পারে ১. স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করে জনসাধারণের জন্য কমপ্লেইন সেল ও পুলিশের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি। ২. এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ ভাতা। ৩. স্বতন্ত্র সাইবার ইউনিট গঠন। ৪. পুলিশের বিভাগীয় হাসপাতালে জনবল বৃদ্ধি ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহসহ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। ৫. একই পদে দীর্ঘদিন চাকরি করার পর অবসরকালে সুপারনিউমারারি পদোন্নতি প্রদান (কনস্টেবল হতে ইন্সপেক্টর পর্যন্ত)। ৬. মৃতদেহ দাফন/সৎকারের সুবিধার্থে পুলিশের অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের একজন কর্মকর্তা বলেন, "জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ সপ্তাহের আয়োজন হতো। এবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে হচ্ছে। এবারই প্রথম বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে পুলিশের নীতি-নির্ধারকদের নিয়ে 'কেমন পুলিশ দেখতে চান' শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন থাকছে। পুলিশ সপ্তাহ থেকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা ও কাজ কী হবে, তার নির্দেশনা পাওয়া যাবে। তাছাড়া পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, মাঠপর্যায়ের পুলিশের সমস্যাগুলো বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ তৈরি হবে। আর এখন থেকে সারা বছরই সাহসিকতা ও পেশাদারি কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুলিশ সদস্যদের পদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এবং নগদ আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হবে।" পুলিশ সপ্তাহের তিন দিনে যা থাকছে প্রথমদিন: প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস রাজারবাগ পুলিশ লাইনস অডিটরিয়ামে পুলিশ সপ্তাহ-২০২৫ উদ্বোধন করবেন।তিনি পুলিশের সব ইউনিটের সঙ্গে ভার্চুয়াল শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির স্টল উদ্বোধন করবেন। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনার আলোকে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ওপর ওয়ার্কশপ হবে। এসবির কার্যক্রমের বিষয়ে প্রেজেন্টেশন হবে। দ্বিতীয় দিন: পুলিশের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ও সচিবদের সম্মেলন হবে। সিআইডি, র‌্যাব, ট্যুরিস্ট পুলিশ, পিবিআই, এটিইউসহ পুলিশের সব ইউনিটের কার্যক্রম সম্পর্কে পৃথক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হবে। প্রতিটি ইউনিট তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও উপস্থাপন করবে। শেষ দিন: পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) সঙ্গে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা মতবিনিময় করবেন। পুনাক সমাবেশ ও আনন্দ মেলা হবে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে 'কেমন পুলিশ দেখতে চান' শীর্ষক মতবিনিময় সভা করবেন পুলিশ কর্মকর্তারা। ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ৬২ পুলিশ সদস্যকে দেওয়া হবে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) ও প্রেসিডেন্ট পুলিশ পদক (পিপিএম)। পুলিশ সপ্তাহ ২৯ এপ্রিল শুরু হয়ে শেষ হবে ১ মে।

কারিগরি শিক্ষায় কাঠামোগত সংস্কার

ঘাটতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও নিউ টেকনোলজির অভাব রয়েছে। এসব দূর করার জন্য কারিগরি শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষালাভ করেও অনেকে বেকার রয়েছে, তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, তার বিকল্প হিসেবে কারিগরি শিক্ষায় জোর দিতে হবে। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, জুলাই আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা একটা ট্রমার মধ্য দিয়ে গেছে, সে কারণে আচরণে পার্থক্য থাকবে। সবার কাছ থেকে স্বাভাবিক আচরণ আশা করা যাবে না। এক্ষেত্রে তাদেরকে বুঝিয়ে আদর করে পাঠদান করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা একটা জটিল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। দাবি-দাওয়াগুলো সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করতে হবে। একই সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে ভারতের

করেছেন। একইসঙ্গে দিল্লিতে অবস্থিত অন্তত ১০০ কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও নিয়মিত আলোচনা চালানো হচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দেওয়া ব্রিফিংয়ের সঙ্গে জড়িত এমন চারজন কূটনীতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মোদির এসব প্রচেষ্টা মূলত শান্তি আনার জন্য নয়, বরং সামরিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুতের অংশ। সম্প্রতি দেওয়া এক ভাষণে মোদি 'সন্ত্রাসের আস্তানা ধ্বংসের' হুমকি দেন, যদিও তিনি সরাসরি পাকিস্তানের নাম নেননি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে যে পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। নিউইয়র্ক টাইমসের এই প্রতিবেদনের পর পাকিস্তানও তাদের কার্যক্রম বাড়িয়ে দেওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। এতে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত ?দুই দেশের মধ্যে চমলান সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেবে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে। এর আগে, গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে হামলার পর পাকিস্তানকে দায়ী করে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত। আটারি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তানিদের ফিরে যেতে বলা হয়েছে। সব ধরনের বাতিল হয়েছে ভিসা। সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিতও করেছে ভারত। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে একই ধরনের পদক্ষেপ দিয়েছে পাকিস্তানও। সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিতে ভারতের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান সিমলা চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া পাকিস্তানের আকাশসীমা নিষিদ্ধ, সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ জানান, সিন্ধু পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিতের পদক্ষেপকে 'যুদ্ধের ঘোষণা' হিসেবে দেখছে পাকিস্তান। তিনি বলেছেন, যেকোনো মূল্যে নিজের পানির অধিকার রক্ষা করবে পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ হুঁশিয়ার করে বলেন, যদি পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়, আমাদের থামাতে কেউ পারবে না। মোদি যদি উত্তেজনা বাড়ানোর পথ বেছে নেন, তবে আমরা তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করব। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের 'রক্ত ফুটছে'। হামলায় জড়িত প্রত্যেককে কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এদিকে, সংকট সমাধানে উভয় পক্ষের সঙ্গেই কথা বলছে ইরান এবং সৌদি আরব। ইরান ও বাংলাদেশ প্রকাশ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে। জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংযম এবং সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে।

ভারতকে এবার পারমাণবিক হামলার

এগুলো। গত শনিবার ভারতকে সরাসরি উদ্ধৃত করে পাকিস্তানি এই মন্ত্রী আরও বলেন, পাকিস্তানের সব ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রই তোমাদের (ভারতের) দিকে তাক করা আছে। গার্ডিয়ান বলছে, আব্বাসির এমন মন্তব্য দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে, তিনটি যুদ্ধ করেছে ভারত ও পাকিস্তান। এর মধ্যে দুটিই কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে। উভয় দেশই পুরো কাশ্মীরকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে থাকে। তবে, বর্তমানে দুই দেশ কাশ্মীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এছাড়াও আরও কয়েকবার যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। এ কারণে হিমালয় অঞ্চলকে বিশ্বের 'সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান' বলে অভিহিত করেছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। পাকিস্তানের 'ফুল স্পেকট্রাম ডিটারেন্স' নামক সামরিক নীতিমালায় প্রচলিত হুমকিকে প্রতিরোধ করতে ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের 'কোল্ড স্টার্ট ডকট্রিন'-এর নকশা করা হয়েছে দ্রুত হামলা চালানোর কথা মাথায় রেখে। এই বিপরীতমুখী কৌশলগুলোর কারণে যেকোনো সংঘর্ষ দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ও লেখক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, জনগণের চাপ, গত সপ্তাহের হামলার ভয়াবহতা এবং প্রতিরোধ শক্তি পুনর্গঠনের ইচ্ছাকে বিবেচনায় নিয়ে দিল্লির দিক থেকে কোনো না কোনো ধরনের সামরিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হতে পারে। আর যদি তা ঘটে, তাহলে পাকিস্তান নিজেদের দুর্বল দেখাতে চাইবে না। তারা অবশ্যই পাল্টা জবাব দেবে। তবে কুগেলম্যান এটাও মনে করেন যে সর্বাত্মক যুদ্ধের আশঙ্কা নেই। ভারত কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেও তারা আসলে ভারতবিরোধী সন্ত্রাসীদের দুর্বল করা এবং প্রতিরোধ শক্তি পুনরুদ্ধার করার মতো সীমিত বিকল্প পথগুলোর কথা ভাবছে। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় পর্যটকশ ২৬ জন নিহত হন। পরোক্ষভাবে পাকিস্তান এ হামলায় জড়িত, এমন অভিযোগ তুলে বুধবার দেশটির সঙ্গে ১৯৬০ সালের সিন্ধু পানি চুক্তি স্থগিত করে ভারত। পাশাপাশি আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় দেশটি। জবাবে সিমলা চুক্তি স্থগিত ও ভারতীয় বিমানের জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা দেয় পাকিস্তান। স্থগিত করে দেওয়া হয় ভারতের সঙ্গে সবরকম বাণিজ্যও। এছাড়া, সিন্ধু নদের পানি ইস্যুতে কড়া বার্তা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। স্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা দেন, যেকোনো মূল্যে নিজের পানির অধিকার রক্ষা করবে পাকিস্তান। সিন্ধু চুক্তি স্থগিতের জেরে ভারতকে হুমকি দেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা ও দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোও। তিনি বলেন, সিন্ধু দিয়ে হয় পানি বইবে, না হয় ভারতীয়দের রক্ত বইবে। অন্যদিকে পেহেলগাম হামলায় জড়িত ও মদতদাতাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, আমরা প্রতিটি সন্ত্রাসী ও তাদের মদতদাতাদের খুঁজে বের করব এবং এমন শাস্তি দেব, যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। সময় এসেছে সন্ত্রাসের আশ্রয়স্থল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার। ১৪০ কোটি মানুষের দৃঢ় সংকল্প সন্ত্রাসের মদতদাতাদের চূর্ণ করে দেবে।

উত্তেজনার মধ্যেই ৯০ হাজার কোটি

সংক্রান্ত কমিটির মোট সদস্য ৭ জন। এই চুক্তিতে ২২টি একক আসনের যুদ্ধবিমান এবং চারটি দুই আসনের প্রশিক্ষণ বিমান কেনার কথা বলা হয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে সব বিমান হাতে আসার কথা রয়েছে। ফ্রান্সের কাছ থেকে এর আগে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কিনেছিল ভারত। ২০১৬ সালের চুক্তিতে ভারতে আসা সেই যুদ্ধবিমানগুলো ব্যবহার করছে দেশটির বিমান বাহিনী। নতুন এই রাফায়েল গুলো নৌবাহিনীর জন্য কেনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দেশটির কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা। বর্তমানে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধবিমান বলতে রয়েছে কেবল মিগ-২৯ জেট। প্রসঙ্গত, ফ্রান্সের তৈরি রাফায়েল বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ও শক্তিশালী যুদ্ধবিমানগুলোর মধ্যে একটি। পঞ্চম প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমানের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩ হাজার ৭০০ কিলোমিটার এবং এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার ফুট ওপরে উঠতে সক্ষম। এই যুদ্ধবিমান একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিভিন্ন পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও একাধিক ভারী মেশিনগান সজ্জিত। জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় পাকিস্তানের সঙ্গে ভয়াবহ তিক্ততা শুরু হয়েছে ভারতের। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধারণা করা হচ্ছে যে যেকোনো সময়ে পাকিস্তানে হামলা চালাতে পারে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই উত্তেজনার মধ্যেই রাফায়েল বিমান ক্রয় করতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করল দেশটি।

মে'র শুরুতেই শেখ হাসিনার

শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়া, সাবেক সরকারের দুর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। শেখ হাসিনার বিচারের প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, জুলাই-আগস্ট সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় শেখ হাসিনার সংশ্লিষ্টতা জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। সেই ভিত্তিতেই মে মাসের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে তার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। সাক্ষাৎকারে উপস্থাপক ড. ইউনূসকে প্রশ্ন করেন, এটি কি বলা ঠিক যে শেখ হাসিনার পতনের পরের 'মধুচন্দ্রিমা' এখন সম্ভবত শেষ হয়েছে? কিছু বেশ বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেগুলোর সুনির্দিষ্ট জবাব আপনাকে দিতে হবে। কারণ পুরোনো ক্ষমতাধরদের প্রভাব রয়েছে, অন্যরা রাজনৈতিক শূন্যতাকে কাজে লাগাতে চাইতে পারে। যেমনড়লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে। এর সমাধান কি বাংলাদেশ একা করতে পারে? জবাবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'দুটি বিষয়, একটি জনগণের অধৈর্য নিয়ে, তা মধুচন্দ্রিমা শেষ হোক বা না হোক। বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে মানুষ মনে করে, অন্তর্বর্তী সরকার এখনো তাদের জন্য ভালো সমাধান। তারা বলছে না, অন্তর্বর্তী সরকারকে যেতে দাও। আজ আমাদের নির্বাচন। কেউ তা বলেনি। এই দিকেই আমরা যাচ্ছি। আমরা এমন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হইনি যেখানে লোকেরা বলছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের হস্তান্তর করো। 'অন্যদিকে রোহিঙ্গা একটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘের সঙ্গে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে কাজ করছি এবং এই লোকেরা যাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্যও কাজ করছি। আমাদের চিন্তা হলো, কিভাবে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে কিছু বোঝাপড়া তৈরি করা যায়, যাতে রোহিঙ্গারা তাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে এবং নিরাপদ পুনর্বাসন করতে পারে। 'সাক্ষাৎকারে বিগত দিনের অনিয়ম-দুর্নীতি দূর করে দেশে অর্থবহ সংস্কার এবং এযাবৎকালের সেরা নির্বাচন উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। নির্বাচনের আগে সংস্কারের তালিকা ছোট হলে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন এবং তালিকা বড় হলে আগামী বছর জুনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন তিনি। নির্বাচন জুনের পরে যাবে না বলেও উল্লেখ করেছেন ড. ইউনূস। নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সে প্রশ্ন করা হলে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই প্রশ্নের জবাবের একটি অংশ আওয়ামী লীগকেই নির্ধারণ করতে হবে। দলটি আগে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে তারা নির্বাচনে যোগ দেবে কি না। তারা এখনো কিছু ঘোষণা করেনি। তা ছাড়া নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন কী প্রতিক্রিয়া দেয়, সেটাসহ অন্যান্য বিষয় রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তাহলে প্রধান উপদেষ্টা আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন কি না, সে প্রশ্ন সাক্ষাৎকারে উঠে আসে। জবাবে ড. ইউনূস বলেন, সেটা নয়। অন্যান্য দল আছে যারা বলতে পারে যে এই আইনের অধীনে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। সাংবাদিক নিয়েভ বার্কার প্রধান উপদেষ্টার কাছে জানতে চানড়শেখ হাসিনা দাবি করছেন, তিনি এখনো বাংলাদেশের বৈধ প্রধানমন্ত্রী। তিনি ভারতে বসে নানা বক্তব্য দিচ্ছেন। বাংলাদেশ সরকার ভারতে তার উপস্থিতিকে কিভাবে দেখছে? জবাবে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ছিলেন। মোদীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। মোদীকে স্পষ্টভাবে বলেছি, যখন তিনি (হাসিনা) সেখানে আছেন, তখন যেন কোনো উসকানিমূলক বক্তব্য না দেন। কারণ এটি আমাদের দেশে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে। তিনি (হাসিনা) বাংলাদেশের মানুষকে উসকে দেওয়ার জন্য বক্তব্য দিচ্ছেন, আর তার খেসারত আমাদের দিতে হচ্ছে। '

নোয়াখালীতে শহীদ রিজভীর ছোট

চালায়। নারী শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াতের সময় উত্যক্ত করে। সবশেষ এই কিশোর অপরাধীরা গত রোববার শহীদ মাহমুদুল হাসান রিজভীর ছোট ভাই রিমনের ওপর হামলা চালায় ও তাকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। কিশোর অপরাধ কমিয়ে আনার জন্য প্রশাসনকে আরও সোচ্চার হওয়ার জোর দাবি জানান বক্তারা। উল্লেখ্য, গত রোববার বিকালে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রিমনকে মারাত্মকভাবে কুপিয়ে আহত করে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় জীবনের মা বাদী হয়ে সুধারাম মডেল থানায় একটি মামলা করেন। এ ঘটনায় গত রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিন জনকে আটক করেছে। আহত রিমন বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দেশে ফিরলেন

ফ্রান্সিসের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেন, পোপ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানবিক নেতা। এছাড়া শনিবার ভ্যাটিকানে জাতিসংঘ অফিসের সাবেক স্থায়ী পর্যবেক্ষক কার্ডিনাল তোমাসিও ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফর শেষে কার্ডিনাল তোমাসি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। বিকেলে রোমের একটি হোটেলে ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভ্যাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপবিষয়ক দপ্তরের প্রধান কার্ডিনাল কুভাকাড। তিনি জানান, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে ক্যাথলিক চার্চের উদ্যোগে একটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হবে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের নেতারা অংশ নেবেন।

চীনা বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকায়

জনগণের আদান-প্রদান বৃদ্ধি করতে কাজ করবে। প্রতিবেশী কূটনীতির অংশ হিসেবে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি চীনের দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। পেং শিউইন বলেন, দুই দেশের রাজনৈতিক দলের মধ্যে যোগাযোগ বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সিপিসি থিঙ্ক ট্যাংক এবং শিক্ষাবিদদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারিত করার জন্য উন্মুখ। পররাষ্ট্রসচিব এক চীন নীতির প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি প্রধান উপদেষ্টা এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টার চীন সফরে তাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, যার ফলে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কুনমিংয়ে বাংলাদেশি রোগীদের বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য পররাষ্ট্রসচিব চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান। ভিসার সহজীকরণের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে পররাষ্ট্রসচিব জোর দিয়ে বলেন, ঢাকা-কুনমিং ফ্লাইটে সাশ্রয়ী মূল্যের বিমান ভাড়া বাংলাদেশি রোগীদের চীনে চিকিৎসা গ্রহণে আরও উৎসাহিত করবে। তিনি চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি বৃদ্ধি করতে চীন সরকারকে অনুরোধ করেন। পররাষ্ট্রসচিব বলেন, চীনের বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১০০ জনেরও বেশি সদস্যের চীনা ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের আসন্ন সফর দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্কেরই প্রতিফলন করে। বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও আলোচনা করা হয়। পররাষ্ট্রসচিব এ বিষয়ে অব্যাহত সমর্থনের জন্য চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

মানহানির মামলায় আত্মসমর্পণ করে

হাজির হতে সমন জারি করেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ১৭ মার্চ আসামি মাহবুব মোর্শেদ তার ফেসবুক আইডিতে একটি মনগড়া কবিতা পোস্ট করেন। সেটি কবি ও দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক আবদুল হাই শিকদারের বলে পোস্টে উল্লেখ করেন। পোস্টের ক্যাপশনে বলা হয়, 'বাংলাদেশের এক কবি কীভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে অবমাননা করেছেন, তা পড়ে দেখার অনুরোধ জানাই। মন থেকে এ ঘৃণা পোষণ করার পরও এমন কবিরা বিএনপির সুবিধাভোগী হয়ে থাকতে চান।' আসামি খাইরুল ইসলাম গত ১৬ জানুয়ারি তার ফেসবুক আইডি থেকে একই কবিতা পোস্ট করেন এবং লেখেন, 'শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে নিয়ে লেখা কবিতাটি তিনি (আব্দুল হাই শিকদার) এরশাদকে উপহার দিয়েছিলেন। সাইফুল আলমকে সরিয়ে এখন তিনি যুগান্তরের সম্পাদক। সাংবাদিকরাই কালে কালে শক্তিশালী হয়েছে, আবারও প্রমাণিত সত্য! #জয়তু-সাংবাদিকতা।' এরপর আসাদুজ্জামান আসাদ তার ফেসবুকে লেখেন, 'আমাদের জাতীয়তাবাদী প্রাণপ্রিয় কবি ও নেতা, বর্তমান যুগান্তর সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই শিকদার ভাইয়ের লেখা কবিতাটি আমার মেসেঞ্জারে পেয়েছি। জাতীয়তাবাদী এক সমর্থকই এটি আমাকে দিয়েছেন। আমি কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটি পোস্ট করলাম। কবিতাটি স্বৈরাচার এরশাদকে দেওয়া হয়েছিল।' এরপর তিনি কবিতার একই অংশ উল্লেখ করেন, যা ফয়সাল আলমের পোস্টের সঙ্গে মিলে যায়। অভিযোগে আরও বলা হয়, এসব তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অসত্য, কাল্পনিক, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এসব মনগড়া ও বিভ্রান্তিকর কবিতা এবং পোস্টের মাধ্যমে বাদীর সম্মানহানি করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার নামে টাকা পাচারের

'ব্যাংকিংসহ ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশনগুলোকে আগাম সতর্কতা জানিয়ে রাখি। কেননা সাইবার জুয়া কোম্পানিগুলো মোবাইল ব্যাংকিংসহ ব্যাংক, ফাইন্যান্সিয়াল হাউজ কিংবা পেমেন্ট গেটওয়ে, এমএফএস, পিএসও বা পিএসপি ইত্যাদির সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড।'

সেখানে তিনি লেখেন, "'মাসের পর মাস নির্দিষ্ট কিছু পুলের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে ইরেগুলার, একমুখী এবং অস্বাভাবিক ট্রানজেকশন হচ্ছে। একটা পুল অফ নাম্বারে টাকা যাচ্ছে, সেটা নির্দিষ্ট নাম্বারে গিয়ে ক্যাশ আউট হয়ে বাইরে পাচার হচ্ছে, আপনি দেখেও না দেখার ভান করে বলবেন, আমি জড়িত না! এটা হবে না। সুতরাং অবৈধ জুয়ার জড়িত সবাই সাবধান।"

এদিকে গত রবিবার অনলাইন জুয়া বন্ধে সাত দপ্তরের সাত কর্মকর্তাকে নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইট, লিংক ও গেটওয়েগুলো কারা কীভাবে চালায়, তা এ কমিটি চিহ্নিত করবে। অনলাইন জুয়া নিয়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন যুক্ত করে এ রিট আবেদন করেন তানজিম রাফিদ নামের এক ব্যক্তি। এতে অনলাইন জুয়া খেলার সব ওয়েবসাইট, লিংক ও গেটওয়ে অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশনা চাওয়া হয়। তারকাদের মাধ্যমে সামাজিক ও মূলধারার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মে অনলাইন জুয়ার প্রচারের বিস্তার রোধে নিষ্ক্রিয়তাকে কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এবং বিজ্ঞাপন বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

মার্চে ধর্ষণের শিকার ১৬৩, নির্যাতিত

জন। তার মধ্যে ১৮ জন কন্যাসহ ৩৬ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ২ জন কন্যাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ২ জন কন্যা ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছে। এ ছাড়াও ৫৫ জন কন্যাসহ ৭০ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি যে, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার সহিংসতার মাত্রা পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। মাত্রা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে নারী কোটা বাতিল প্রসঙ্গে রাবেয়া খাতুন বলেন, নারীর জন্য ৬০ শতাংশ কোটা বহাল ছিল। কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ করছি যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ খসড়া প্রজ্ঞাপনে এই বিধান রহিত করা হয়েছে। যা কিনা নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষাকে অগ্রসর করার জন্য অসঙ্গতিপূর্ণ। এ সময় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা ২০২৫ এ নারী কোটা বহাল রাখার দাবি জানায় সংগঠনটি। বাংলাদেশে মহিলা পরিষদ আরও জানায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে সুপারিশ পেশের সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদী, নারী বিদ্বেষী গোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীর অধিকার এবং নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছে। আমরা আশা করব এই অপতৎপরতা, অপকৌশল রোধে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর মানবাধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকার, সকল রাজনৈতিক দল ও সমাজ এগিয়ে আসবে। সংবাদ সম্মেলনে সাম্প্রতিক নারীর মানবাধিকার পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে ৭টি সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলো হলো- ১. নারী বিদ্বেষী প্রচার প্রচারণা বন্ধ করার লক্ষ্যে এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২. নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। ৩. সব সহিংসতার অবসান ঘটানোর জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৫. নারী নির্যাতন ও সহিংসতার বিষয়ে বাস্তব তথ্য প্রদানে গণমাধ্যমকে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। ৬. মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস প্রতিহত করতে হবে। ৭. সমতাপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বিরোধী অপতৎপরতা প্রতিহত করতে হবে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং পরিচালক জনা গোস্বামীর পরিচালনায় সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সম্পাদক সীমা মোসলেম ও মাসুদা রেহানা বেগম।

সরকারি লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে

প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে-বিচারকাজে বিড়ম্বনা কমানো, সময় বাঁচানো ও অর্থব্যয় কমানো। আমরা এ জন্য ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছি। আমরা সিপিসিতে (দেওয়ানি কার্যবিধি) যুগান্তকারী কিছু সংশোধনী আনছি। এডিআরের মাধ্যমে শুনানি, এক্সিকিউশন কেস, সমন প্রদানের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। এর পাশাপাশি আগামী এক মাসের মধ্যে সিআরপিসিতে (ফৌজদারি কার্যবিধি) আমরা ব্যাপক সংশোধনী আনতে যাচ্ছি। আমরা মামলার সময় ও চাপ কমানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।'

তিনি বলেন, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য লিগ্যাল এইড একটি অভিনব একটি মাধ্যম। লিগ্যাল এইড নিয়ে আমরা অনেক বড়-বড় স্বপ্ন দেখছি, সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে চিন্তা করছি। এই খাতটিকে সামনে নিয়ে যেতে আইনগত সেবা প্রদান সংস্থা ও আইন প্রণয়ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমরা বৈঠক করেছি।

আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাগুলোতে সেবা দেয়ার জন্য বিচারকের অপ্রতুলতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা অফিসগুলোতে বিচারকের সংখ্যা বাড়িয়ে তিনজন করার চিন্তা করছি। আমাদের হিসাব মতে, দেশে এখনো কয়েক হাজার অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রয়েছেন, যারা এখনো কাজের জন্য পারদর্শী, বিচারিক কাজে তাঁদের রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা যা মানুষকে লিগ্যাল এইডে আস্থা রাখতে বড় ভূমিকা পালন করবে। তাঁদেরকে আমরা এখানে সংযুক্ত করার চিন্তা করছি।

এটা করা গেলে আগামী ছয়মাস আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাগুলো এমন পর্যায়ে চলে যাবে যেখানে বছরে ১ লাখ মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এভাবে ধাপে-ধাপে আগামী একবছরের মধ্যে ২ লাখ মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা করে যাবো। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটির সার্বিক আয়োজন করেছে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, আইন ও বিচার বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার সহকারী পরিচালক (মনিটরিং) আরিফা চৌধুরী হিমেল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশে জার্মান রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রাস্টার, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) অনারারি ডিরেক্টর ব্যারিস্টার সারা হোসেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচারিক কাজে নিয়োজিত বিচারকবৃন্দ, বিভিন্ন দূতাবাস ও বিদেশি কূটনীতিবিদ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কূটনীতিবিদ এবং আইন মন্ত্রণালয় ও লেজিসলেটিভ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। এর আগে, অনুষ্ঠানের শুরুতেই বেলা ১১টা ২০ মিনিটে লিগ্যাল এইড মেলা ও রোড শো উদ্বোধন করেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ আবু তাহের ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক (জেলা ও দায়রা জজ) সৈয়দ আজাদ সুবহানী। অনুষ্ঠানে মাদারীপুর জেলা লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফজলুল হককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সেইসঙ্গে, 'সেরা লিগ্যাল এইড প্যানেল আইনজীবী পুরস্কার, ২০২৪' পান অ্যাডভোকেট পল্লবী রায় ও 'সেরা লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে পুরস্কার, ২০২৪' পান ঝিনাইদহ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মো. বুলবুল আহমেদ।

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন বেড়েছে

পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৪.৪৩ পয়েন্ট কমে ১৩ হাজার ৮৪৫ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ২.৪০ পয়েন্ট বেড়ে ৮৯৪ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৪৭.১৬ পয়েন্ট কমে ১১ হাজার ৬৬৮ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ২২০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮৪টি কোম্পানির, কমেছে ১০৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৭টির। সিএসইতে ৯ কোটি ২২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৬ কোটি ৮৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

ঐকমত্য কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে

যায়, পথ উন্মুক্ত করা যায়ড় যেন সবাই মিলে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি; তারই অংশ হিসেবে এ আলোচনা। শুধুমাত্র সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন, মতামত ও সুপারিশ যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সব রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির জনমানুষের ঐক্যের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশকে নতুন বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর করতে পারব। ঐকমত্য কমিশনের এই সহসভাপতি বলেন, কেবল কাজে কি লিখছি তা নয়, চর্চার মধ্য দিয়ে, অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে, প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে আমাদের এ কাজে অগ্রসর হতে হবে। আমরা সেই প্রচেষ্টায় আছি। বাংলাদেশের মানুষ তরুণদের নেতৃত্বে প্রাণ দিয়ে যে সম্ভাবনা তৈরি করেছে, সবাই মিলে সে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে জানিয়ে আলী রীয়াজ বলেন, সেই পথ ও প্রচেষ্টায় সবাই একত্রিত আছি, থাকব। একত্রিত থাকার তাগিদ জারি রাখব। তিনি বলেন, রাষ্ট্র সংস্কারের বিষয়ে পাঁচটি কমিশনের সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে ৩৯টি দলের কাছে মতামত চেয়েছিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এর মধ্যে ৩৫টি দল মতামত জমা দিয়েছে। গতকাল রোববার পর্যন্ত কমিশন ১৯টি দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে। ২০ তম দল হিসেবে আজ গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে কমিশন সংলাপ করছে কমিশন। গণঅধিকার পরিষদের বর্তমান নেতাদের নেতৃত্বে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত কোটা সংস্কার আন্দোলনের কথা তুলে ধরে আলী রীয়াজ বলেন, তাদের অকুতোভয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের নতুন পর্যায় সূচনা হয়েছিল। যার ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তী পর্যায়ে একটি অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় গণঅভ্যুত্থান হয়।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারের সঞ্চালনায় এ সময় কমিশনের সদস্য সফর রাজ হোসেন, বিচারপতি এমদাদুল হক, ড. বদিউল আলম মজুমদার ও ড. ইফতেখারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফারুক হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের

জনগণের মধ্যে বিনিময় বাড়াবে। পেং আরও বলেন, চীন নিকটতম প্রতিবেশী এবং উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশকে দৃঢ় সমর্থন দিয়ে যাবে, যা দেশটির 'প্রতিবেশী কূটনীতি'র অংশ। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফল চীন সফর এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে তাঁর ফলপ্রসূ আলোচনার কথা উল্লেখ করে পেং বলেন, বাংলাদেশ চীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মো. জসীম উদ্দীন 'এক চীন নীতি'র প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত এবং প্রধান উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সফল চীন সফরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই সফর বাণিজ্য, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতসহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। পররাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশের রোগীদের জন্য চীনের কুনমিংয়ে বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য চীনা সরকারকে ধন্যবাদ জানান। ভিসা প্রক্রিয়ার সহজীকরণে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ঢাকা-কুনমিং রুটে সাশ্রয়ী বিমান ভাড়া বাংলাদেশের রোগীদের চিকিৎসার জন্য চীনগমনে আরও উৎসাহিত করবে। তিনি চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা বাড়ানোর অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, চীনের বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একশরও বেশি সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের আসন্ন সফর দুই দেশের দৃঢ় অর্থনৈতিক সম্পর্কেরই প্রতিফলন। সাক্ষাৎকালে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বার্ষিক

ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সব কৌশল অনুশীলন করা হচ্ছে। বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ও কমান্ডো দল কর্তৃক ঈড়সনধঃ ঝবধৎপয_ জবংপঁব (ঈঝঅজ) অপারেশন, পরিবহন বিমান দ্বারা জরুরি রসদ স্থানান্তর, বিমান বাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সহায়তায় বোমা অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয়করণ এর কার্যক্ষমতা যাচাই এবং স্ক্র্যাম্বল এর মাধ্যমে আকাশসীমায় অনুপ্রবেশকারী শত্রু বিমানকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে এয়ার ডিফেন্স অ্যালার্ট এ কর্তব্যরত যুদ্ধ বিমানকে ব্যবহার করা, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি এবং সময় সংবেদনশীল টার্গেটে আক্রমণ ইত্যাদি অনুশীলন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এ মহড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর শক্তিমত্তা যাচাই এবং বিদ্যমান সমরাস্ত্রের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে এর দুর্বল দিকগুলো নির্ণয় করে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হবে। এ সব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে আরও উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

রোহিঙ্গাদের জন্য সাড়ে তিন মিলিয়ন

আওতায় সুরক্ষা, আশ্রয়, খাদ্যবহির্ভূত পণ্য, এলপিজি বিতরণ, পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি, পাশাপাশি ভাসানচরে শরণার্থীদের জন্য জীবিকা নির্বাহ এবং কক্সবাজারে স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সুরক্ষা পরিষেবা দেওয়া হবে।

ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা আশা প্রকাশ করেছেন, জাপান সরকারের সহায়তায় এই প্রকল্প রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায় উভয়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। কক্সবাজার ক্যাম্পে আমার প্রথম সফরের ঠিক পরেই একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি আশা করি এই বিস্তৃত পরিকল্পনাটি কক্সবাজার এবং ভাসানচর উভয় স্থানে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায় উভয়ের সুরক্ষা, জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাবে। জাপান এই সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে এবং আইওএম'র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করবে।

রোহিঙ্গা ভোটার শনাক্তে কর্মপন্থা

গণমাধ্যমকে জানান, কক্সবাজারে ভোটার তালিকা হালনাগাদ পর্যবেক্ষণে গিয়ে দেখা গেছে, অনেকেই অসৎ উদ্দেশ্যে ভোটার তালিকায় যুক্ত হচ্ছেন। আবার কেউ কেউ দেশের নাগরিক হয়েও রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন, মূলত ত্রাণ পাওয়ার আশায়। ইসি কর্মকর্তারা জানান, শুধু কক্সবাজার নয়, বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রতিটি উপজেলাকেই 'বিশেষ এলাকা' ঘোষণা করে সেখানে পৃথক নীতিমালার আওতায় ভোটার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তবুও কিছু রোহিঙ্গা কৌশলে তালিকায় ঢুকে পড়ছেন। অতীতেও স্বউদ্যোগে এ ধরনের অনুপ্রবেশ রোধে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে ইসি।

আন্দোলন থেকে সরে সংলাপেই

খান বলেন, নির্বাচনের জন্য সরাসরি আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, চাপ সৃষ্টি করাই যথেষ্ট। স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, 'সরকারের উচিত দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা। আমরা গণতান্ত্রিক পথে থাকতে চাই।'সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে বিএনপির ভাবনা এদিকে, সরকারের সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে তৃতীয় দিনের মতো আলোচনা সম্প্রতি শেষ করে বিএনপি। সংস্কার প্রস্তাবে বিএনপি বলছে, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনা তাদের অঙ্গীকার। তবে একই ব্যক্তি একাধারে প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা হতে পারবেন না এবং এক ব্যক্তি দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, এ দুটি প্রস্তাবে একমত নয় তারা। এক ব্যক্তি মাঝখানে বিরতি দিয়ে সর্বোচ্চ তিনবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন, এমন একটি প্রস্তাব এলেও তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এছাড়া, সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মেয়াদ চার বছর করা, সংবিধান সংশোধনে দুই কক্ষের অনুমোদনের পর গণভোট, জরুরি অবস্থা জারির প্রস্তাবিত বিধান, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামে আলাদা অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা, সংবিধানে দেশের নাম পরিবর্তন, নিম্নকক্ষে তরুণদের জন্য ১০ শতাংশ আসনে মনোনয়ন, সংসদ নির্বাচনের জন্য ন্যূনতম বয়স ২১ বছর করার মতো ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলোতেও বিএনপি একমত হয়নি। বৈঠক নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, পাঁচটি সংস্কার কমিশনের প্রায় ৬৯৪টি প্রস্তাবের মধ্যে বেশির ভাগের সঙ্গে বিএনপি একমত। আপাতত আলোচনা শেষ। প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক আরও আলোচনা হতে পারে। রাজনৈতিক ঐক্যের খোঁজে বিএনপি ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণআন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে একাট্টা হয়েছিল অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। যদিও আন্দোলনে ভূমিকা রাখা দলগুলোর মধ্যে এখন বিভক্তির চিহ্ন স্পষ্ট। নির্বাচনসহ অন্যান্য ইস্যুতে বিএনপি ও তাদের এক সময়ের জোটসঙ্গী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য। যদিও এ বছরের শুরু থেকেই বিএনপি ছোট ছোট দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শুরু করে। প্রথম বৈঠক হয় খেলাফত মজলিসের সঙ্গে। এরপর আরেকটি দলের সঙ্গে বৈঠক হলেও পরে আর বিষয়টি এগোয়নি। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকায় অন্তত ১০টি ছোট ও মাঝারি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি। সিপিবি, বাসদ, গণঅধিকার পরিষদ, এলডিপি ও গণসংহতি আন্দোলনের মতো দলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন দলটির নেতারা। এসব বৈঠকে নেতৃত্ব দেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল মাহমুদ টুকু ও বরকত উল্লাহ বুলু। বিএনপির সঙ্গে ছোট পরিসরে বৈঠক হলেও বিভিন্ন ইস্যুতে সব দলের অবস্থান এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। যদিও তারা নির্বাচন ইস্যুতে বিএনপির সঙ্গে একমত। সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেছেন, আমরা পরিবেশ তৈরির পক্ষে, তবে সিদ্ধান্ত হয়নি। যেখানে বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ও বাংলাদেশ লেবার পার্টির মতো দলগুলোর নেতারা সংলাপকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। এদিকে, এলডিপি চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেছেন, আলোচনা চলছে, আন্দোলনের সময় এখনও আসেনি। অন্যদিকে, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মুস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, 'ডিসেম্বরের মধ্যে সমাধান প্রত্যাশা করি। তবে রাজপথের জন্য প্রস্তুত আছি।' জামায়াতকে দূরে রাখা কৌশলগত সিদ্ধান্ত বিএনপি আপাতত জামায়াতে ইসলামীকে ঐক্যের প্রকাশ্য অংশীদার করতে চাইছে না। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক মহলের প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় জামায়াতকে আনুষ্ঠানিক ঐক্যের বাইরে রাখা হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে জামায়াতকে এড়িয়ে চলা বিএনপির জন্য কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক সিদ্ধান্তও বটে। সংলাপের পাশাপাশি বিকল্প ভাবার প্রস্তুতি শুধু সংলাপের ওপর নির্ভর করে বিএনপির পক্ষে সংগঠিত অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন খান মোহন বলেন, 'পরিস্থিতি জটিল হলে বিএনপিকেও রাজপথের বিকল্প ভাবা দরকার।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক প্রধান অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বেপারী মনে করছেন, বিএনপির সার্বিক দলীয় কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে আপাতত তারা সংলাপ চালিয়ে যাবে।

এনসিপি 'গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি'

ভুক্তভোগীদের সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় আইনজীবী হিসাবে ভূমিকা পালন করা হবে এই উইংয়ের অন্যতম প্রধান কাজ। জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি'র মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত আইনজীবী উইং প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এনসিপি আইনজীবী উইং প্রস্তুতি কমিটি: কো-অর্ডিনেটর অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ, অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন, খালেদ সাইফুল্লাহ, অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন, সালেহ উদ্দিন সিফাত, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা, সদস্য অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর, অ্যাডভোকেট আলী নাছের খান, অ্যাডভোকেট মনজিলা ঝুমা, অ্যাডভোকেট নূরতাজ আরা ঐশী, অ্যাডভোকেট মো. মনিরুজ্জামান, অ্যাডভোকেট মো. ছেফায়েত উল্যা ও অ্যাডভোকেট জায়েদ বিন নাসের।

রোহিঙ্গাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব

রোববার ব্রিফিংয়ে ডা. তাহের বলেন, ১২ লাখের মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তারা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। আমরা সমাধান হিসেবে রোহিঙ্গাদেরকে নিজ ভূমিতে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছি। এ বিষয়ে আমরা নির্দিষ্টভাবে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত আরাকান রাজ্যকে পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছি। চীন এখানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা বলেছেন, জামায়াতের প্রস্তাবের বিষয়ে বেইজিং সরকারকে বলবেন।

ইয়েমেনে মার্কিন বিমান

মাঝামাঝি শুরু হওয়া অভিযানে প্রায় প্রতিদিনই বোমাবর্ষণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সেনাবাহিনীর দাবি, লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলে হামলা এবং ইসরায়েলের জন্য হুমকিতে পরিণত হওয়ায় হুতিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে হুতিরা বলছে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবেই তারা লোহিত সাগরে ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট জাহাজ পরিবহনে হামলা চালিয়েছে। ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে মার্কিন হামলা বৃদ্ধির পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে ইরান। পারমাণবিক চুক্তিতে ইরানকে বাগে আনতে বিভিন্ন দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করছে মার্কিন প্রশাসন। তারই অংশ হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে তেহরান সমর্থিত হুতিদের দমনে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে মার্কিন বিমান বাহিনী।

আ. লীগের সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে জামায়াত-এনসিপি: যুবদল সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না বলেছেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে তিন সংগঠনের উদ্যোগে বিভাগভিত্তিক তারুণ্যের সমাবেশ ও সেমিনারের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যুবদলের সভাপতি। আব্দুল মোনায়েম মুন্না বলেন, সব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানে ভালো-মন্দ লোক আছে। বিএনপি একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। এখানেও বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকতে পারে। কেউ যদি সংগঠনের নাম করে ব্যক্তিগত অপকর্ম করে, আমরা তাদের ছাড় দিচ্ছি না। সাংগঠনিক শাস্তির পাশাপাশি অনেকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। বিএনপি বা ছাত্রদল-যুবদলের নাম ভাঙিয়ে কেউ চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস করলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি আন্দোলনেই আমাদের গৌরবজনক ভূমিকা রয়েছে। বিগত ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়ও জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিটি সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা জীবন বাজি রেখে রাজপথে আন্দোলন করেছেন। দেশ নিয়ে যুবদলের নতুন ভাবনা রয়েছে জানিয়ে যুবদল সভাপতি বলেন, গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ১৮ জুলাই সবাইকে সরাসরি রাজপথে নামার আহ্বান জানান তারেক রহমান। সে আন্দোলনে ছাত্র-জনতার যেমন ত্যাগ ছিল, ঠিক আমাদেরও বহু নেতাকর্মী শহীদ হন। তাই দেশে নিয়ে আমাদের নতুন ভাবনা কাজ করে। তিনি বলেন, অভ্যুত্থানপরবর্তী তরুণদের চিন্তা-চেতনা, তারণ্যের চাওয়া ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমরা কাজ করছি। দেশের মানুষের যেকোনো বিপদে নেতাকর্মীদের মাধ্যমে এগিয়ে এসেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তারেক রহমানের প্রতি মানুষের আস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন- জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রাজিব আহসান, ছাত্রদলের বর্তমান সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসিরসহ তিন সংগঠনের শীর্ষ নেতারা।

যশোরে নারী শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : যশোর মণিরামপুরে স্বরূপজান (৪৫) নামে একজন চাতাল শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে স্বামীর চাতালে নিজের ঘর থেকে তার গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মণিরামপুর উপজেলার খাটুয়াডাঙ্গায়। এ ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী আব্দুর রশিদ মিন্টু, সতিন সুমা পারভীনসহ পরিবারের লোকজন নিখোঁজ রয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মণিরামপুর থানার ওসি নুর মোহাম্মদ। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে বলে জানান তিনি। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, খাটুয়াডাঙ্গার আব্দুর রশিদ মিন্টুর দ্বিতীয় স্ত্রী স্বরূপজান। তাদের ঘরে কোনো সন্তান নেই। তবে স্বরূপজানের আগের ঘরে দুটি সন্তান রয়েছে। মিন্টুর প্রথম স্ত্রী সুমা পারভীনের সাথে বনিবনা না হওয়ায় স্বরূপজান চাতালের মধ্যে ছোট একটি ঘরে বসবাস করতেন। অন্যদিকে প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে মিন্টু বসবাস করেন চাতালের পাশের বাড়িতে। স্থানীয়রা জানান, গত রোববার রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন স্বরূপজান। গতকাল সোমবার সকালে ঘুম থেকে না ওঠায় সতিনের মেয়ে ফাতেমা (২৫) তাকে ডাকতে গেলে দরজা খোলা দেখে ভেতরে প্রবেশ করেন। তিনি সৎ মায়ের গলা কাটা লাশ দেখতে পেয়ে চিৎকার দিলে আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসেন। তারা ঘটনাটি স্থানীয় মেম্বারকে জানান। ওসি নুর মোহাম্মদ জানিয়েছেন, মেম্বারের মাধ্যমে খবর পেয়ে মণিরামপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মিন্টুই তার স্ত্রীকে খুন করেছে। সে (মিন্টু) মাদকাসক্ত ও খারাপ প্রকৃতির মানুষ। তারপরও বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। খুনিদের আটক করারও চেষ্টা চলছে।

গাজীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানা এলাকায় রান্নার সময়ে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে শিশুসহ পাঁচ জন দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় বাসন থানার এসআই মোহাম্মদ সজিব খান জানান, গত রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসন থানার মোগরখাল এলাকায় একটি বাসায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। দগ্ধরা হলেন- পারভিন (৩৫), তাসলিমা (৩০), সিমা (৩০), তানজিলা (১০) ও আইয়ান (১.৫)। সকালে দগ্ধদের মাঝে সিমা (৩০) হাসপাতালে মারা গেছেন। এসআই মোহাম্মদ সজিব খান বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের বরাত দিয়ে বলেন, এই ঘটনায় চার জনকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের শরীরের কার কত শতাংশ পুড়ে গেছে তা জানা যায়নি।

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের 'টাকার কুমির' সেই মামুন বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : পাসপোর্ট অধিদপ্তরের 'টাকার কুমির' খ্যাত পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত ছিলেন। গত রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগ বর্হিগমন বিভাগ-৪ শাখা থেকে তার সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এই প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বতি কার্যালয় ঢাকা-১ এর ২০২২ সালের ২১ জুন দায়ের করা মামলায় চলতি বছরের গত ১৭ ফেব্রুয়ারি চার্জশিট আদালতে গৃহীত হয়েছে। এ কারণে সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৩৯ (২) এর বিধি মোতাবেক তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। আব্দুল্লাহ আল মামুনের বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল নুরুল আনোয়ারও। তিনি বলেন, দুর্নীতি করায় তার বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। অধিদপ্তরের যারাই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হবেন তাদের প্রত্যেককেই এ ধরনের শাস্তির আওতায় আসতে হবে। অনুসন্ধানে জানা যায়, পাসপোর্টের ঢাকা বিভাগীয় অফিসের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন যেন অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের আস্থাভাজন ও সাবেক আইজিপি বেনজীরের ঘনিষ্ট হওয়ার সুবাদে নিয়ম-নীতি, সিনিয়র-জুনিয়র এমনকি কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে সব কিছুই তুচ্ছ ছিল তার কাছে। সরকারি এই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এতটাই প্রতাপশালী যে মহাপরিচালকের সামনে তার কোনো আদেশ না মানার ঘোষণা দেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালককে দেন মামলা করার হুমকি। তার ভয়ে শুধু অফিস নয়, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তারা পর্যন্ত অতিষ্ঠ থাকতেন। অথচ এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকে মামলা চলমান। ইতোমধ্যে চার্জশিটও হয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে অন্তত ১৫ ধরনের গুরুতর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। অধিদপ্তর থেকে তাকে চাকরিচ্যুতির আবেদন করা হয়েছে মন্ত্রণালয়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করা আবেদনে আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গত বছরের ২৭ জানুয়ারি অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক সভায় বক্তব্য রাখছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক। এ সময় তিনি সব রীতিনীতি ভঙ্গ করে নিজে মাইক নিয়ে উচ্চস্বরে হৈচৈ শুরু করেন। মাল্টিপল অ্যাকটিভ পাসপোর্টে গোয়েন্দা প্রতিবেদন আবশ্যকতার বিষয়ে মহাপরিচালকের নির্দেশনার সমালোচনা করে বক্তব্য দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে মামুন বলেন, 'আমরা পরিচালকের কোনো আদেশ মানবো না, মন্ত্রণালয়ের আদেশ মানবো। তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অধিদপ্তর কারণ দর্শানোর নোটিশও জারি করে। কিন্তু তার বক্তব্যে অধিদপ্তর সন্তুষ্ট না হয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে। বর্তমানে এ বিষয়ের ওপর তদন্ত চলমান রয়েছে। গত বছরের ২৯ জুলাই তাকে ঢাকা বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস থেকে সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসে বদলি করা হয়। বেনজীর আহমেদকে অবৈধ পাসপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে দুদকের দায়ের করা মামলারও আসামি তিনি। অভিযোগের বিষয়ে আব্দুল্লাহ আল মামুনের বক্তব্য জানতে তার সঙ্গে বিভিন্নভাবে যোগোযোগের চেষ্টা করা হলে সাড়া দেননি।

তরুণদের নিয়ে বিভাগীয় সমাবেশ-সেমিনারের ঘোষণা বিএনপির ৩ অঙ্গ সংগঠনের

স্টাফ রিপোর্টার : তরুণদের অংশগ্রহণে বিভাগ ভিত্তিক সেমিনার ও সমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপির তিন অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল। তরুণদের আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে রাষ্ট্র গঠনের চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে দেশের প্রতিটি বিভাগে দুই দিনব্যাপী এ কর্মসূচির প্রথম দিন হবে 'তারুণ্যের ভবিষ্যৎ ভাবনা ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার। আর দ্বিতীয় দিন 'তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ'। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় নয়া পল্টনে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, 'বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একটি অভূতপূর্ব ও জনসম্পৃক্ত নির্দেশনায়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল যৌথভাবে দেশের ১০টি সাংগঠনিক বিভাগকে ৪টি বৃহত্তর বিভাগে ভাগ করে একটি সমন্বিত ও গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মুন্না জানান, প্রথম দিন 'তারুণ্যের ভবিষ্যৎ ভাবনা, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে গণতন্ত্রকামী নানা শ্রেণি-পেশার তরুণ প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, উদীয়মান চিন্তাবিদ, তরুণ বক্তা ও উদ্যোক্তারা অংশ নেবেন। আলোচনায় উঠে আসবে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিবেশ, নগরায়ন, প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক অধিকার এবং তারুণ্যের ক্ষমতায়নে একটি আধুনিক, মানবিক ও নিরাপদ বাংলাদেশ নির্মাণের রূপরেখা। কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য তরুণদের সরব উপস্থিতি তথা ঐক্য, প্রত্যয় ও আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ নিশ্চিত করা। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে যেন আর কখনও কোনো ফ্যাসিবাদের উত্থান না ঘটে, ফ্যাসিবাদের ১৬ বছরের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও জুলাই-আগস্টের গণহত্যার যেন দ্রুত বিচার নিশ্চিত হয়, সার্বভৌম বাংলাদেশে যেন গণমানুষের স্বাধীনচেতা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটে এবং সাম্য ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজে প্রতিটি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। এই প্ল্যাটফর্ম হবে একটি উন্মুক্ত ও যুক্তিনির্ভর সংলাপের ক্ষেত্র, যেখানে মতবিনিময় হবে গঠনমূলক, পর্যালোচনামূলক এবং ভবিষ্যৎমুখী। সংলাপের ভিত্তি হবে বিএনপি ও যুগপৎ আন্দোলনে শরিক দলগুলো ঘোষিত ৩১ দফা রূপরেখা এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেওয়া দিকনির্দেশনা ও রাজনৈতিক দর্শন। ৪ কর্মসূচির সময়সূচি ও বিষয়বস্তু–

প্রথম কর্মসূচি: ৯ ও ১০ মে চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা সাংগঠনিক বিভাগীয় কর্মসূচি। ৯ মে কর্মসংস্থান ও বহুমাত্রিক শিল্পায়ন নিয়ে তারুণ্যের ভাবনা শীর্ষক সেমিনার। আর ১০ মে তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ।

দ্বিতীয় কর্মসূচি: ১৬ মে খুলনায় 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মৌলিক অধিকার নিয়ে তারুণ্যের ভাবনা' শীর্ষক খুলনা ও বরিশাল বিভাগীয় সেমিনার এবং ১৭ মে তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ।

তৃতীয় কর্মসূচি: ২৩ মে বগুড়ায় 'কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা ও নাগরিক সমস্যা নিয়ে তারুণ্যের ভাবনা' রাজশাহী এবং বগুড়া সাংগঠনিক বিভাগীয় সেমিনার এবং ২৪ মে 'তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ'।

চতুর্থ কর্মসূচি: ২৭ মে ঢাকায় 'তারুণ্যের রাজনৈতিক ভাবনা ও অর্থনৈতিক মুক্তি' শীর্ষক ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ সাংগঠনিক বিভাগীয় সেমিনার ও ২৮ মে 'তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমাবেশ'।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসিরসহ তিন সংগঠনের শীর্ষ নেতারা।

মামলা শুনতে বিব্রতবোধ, নাসির-তামিমার মামলা অন্য আদালতে বদলি

স্টাফ রিপোর্টার : অন্যের স্ত্রীকে বিয়ে করার অভিযোগে ক্রিকেটার নাসির হোসেন এবং তার স্ত্রী তামিমা সুলতানা তাম্মীর মামলা শুনতে বিব্রতবোধ করেছেন আদালত। এ কারণে মামলাটি বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান এ আদেশ দেন। এদিন মামলাটিতে নাসির ও তামিমার আত্মপক্ষ শুনানির দিন ধার্য ছিল। নাসির ও তামিমা আদালতে হাজির হন। তাদের পক্ষে অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান দুলু আদালতে দুটি আবেদন করেন। এরমধ্যে বাদীপক্ষের আইনজীবী ইসরাত হাসানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে একটি আবেদন করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, এ মামলার বিচার চলছে। এ অবস্থায় বাদীপক্ষের আইনজীবী গত ১৬ এপ্রিল মিডিয়াতে বলেন, নাসির হোসেন ব্যাভিচার করে তামিমাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে আদালতে বিচার চলছে। বিচার শেষে আদালত রায়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন নাসির তামিমাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গেছেন কিনা এবং ব্যাভিচারের সম্পর্ক করেছেন কিনা। একইসঙ্গে আসামিদের আত্মপক্ষ শুনানিতে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী মামলার পুরো অভিযোগ না শুনিয়ে সারসংক্ষেপ পড়ে শোনানোর আবেদন করেন। এদিকে বাদীপক্ষের আইনজীবী আদালতে অভিযোগ করেন, আসামিপক্ষের আইনজীবী আগে বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেছেন। আইন অনুযায়ী তিনি এখন আসামিপক্ষে মামলা পরিচালনা করতে পারেন না। দুই পক্ষের শুনানি শেষে আদালত বলেন, উভয় পক্ষেরই আবেদন দেওয়ার অধিকার আছে। এটা একটা বিজি কোর্ট। একটা মামলার শুনানি করতে যে ধৈর্য দরকার, এতো সময় এই আদালতের নেই। এতে অন্য মামলায় ইফেক্ট পড়ে। আমি বিব্রতবোধ করে মামলাটা অন্য কোর্টে পাঠিয়ে দেই। এতে আপনারা কি নাখোশ হবেন? আইনজীবীরা জানান, এতে তাদের আপত্তি নেই। তখন আদালত মামলাটি বদলি করে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত বরাবর পাঠিয়ে দেন। সিএমএম আদালত মামলাটি অন্য একটি কোর্টে পাঠিয়ে দেবেন। গত ১৬ এপ্রিল মামলাটিতে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। মামলাটিতে ১০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত। ২০২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তামিমার স্বামী রাকিব হাসান বাদী হয়ে আদালতে এ মামলা করেন। এরপর ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পিবিআইর পুলিশ পরিদর্শক (নি.) শেখ মো. মিজানুর রহমান তিন জনকে দোষী উল্লেখ করে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেন। ২০২২ সালের ২৪ জানুয়ারি আদালত নাসির-তামিমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন। তবে এ মামলার অপর আসামি তামিমার মা সুমি আক্তারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে দুটি দোকানে আগুন লেগেছে। গত রোববার দিবাগত গভীর রাতে দোকান দুটিতে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট। ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বরত কর্মকর্তা জানান, দোকানটি রাত ১টা ৫০ মিনিটে আগুন লাগে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন (২টা ৫০ মিনিট) এখনও জ্বলছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে ঘটনাস্থল থেকে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ কিংবা ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

শুধু আ. লীগ করে বলে আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে: গাজীপুরে নিহত রুবেলের স্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা রুবেল মিয়াকে (৩২) ঘরে প্রবেশ করে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা করেছেন নিহতের মা ফাতেমা বেগম। পুলিশ এজাহারভুক্ত ১২নং আসামি জিহাদ হোসেন মুন্নাকে গ্রেপ্তার করেছে। কাপাসিয়া থানার ওসি মুহম্মদ আবদুল বারিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে শনিবার বিকালে রুবলের মা ফাতেমা বেগম ১২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৩/4 জনকে আসামি করে কাপাসিয়া থানায় হত্যা মামলা করেন।

সম্পাদকীয়

নষ্ট হচ্ছে তরুণ সমাজ
মাদক সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে

দেশজুড়ে মাদকবিরোধী অভিযান চললেও মাদক সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য কমছে না, বরং তারা কৌশল বদলে আরো ছায়ার ভেতর কাজ করছে। অভিযানে ধরা পড়া অনেক মুখই চেনা। কেউ স্থানীয় প্রভাবশালী, কেউ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য। সমাজের নানা স্তরে, নানা পেশার আড়ালে গড়ে উঠছে মাদকের সাম্রাজ্য। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ নৌপথে ইয়াবা পাচারে জড়িত, দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল হয়ে উঠছে নতুন ট্রানজিট রুট। ছোট ছোট চালান এখন লাখ ছাড়িয়ে কোটি টাকার মুনাফায় পরিণত হচ্ছে। আশঙ্কাজনক তথ্য হলো, এই চক্রে যুক্ত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম, শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য পর্যন্ত। বিষয়টি আমাদের সামষ্টিক ব্যর্থতার দলিল। মাদক এখন আর শুধুই সীমান্তের সমস্যা নয়, এটি সমাজের শিরায় শিরায় ঢুকে পড়েছে। গৃহস্থ বাড়ির ভেতর, নামি স্কুল-কলেজের করিডরে, শহরের অ্যাপার্টমেন্টে, মফস্বলের মেঠোপথে সবখানেই মাদকের অস্তিত্ব বিরাজমান। যাদের ধরা হচ্ছে তারা বেশির ভাগই 'চুনোপুঁটি'। রাঘব বোয়ালরা থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রসঙ্গত, পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মাদক সিন্ডিকেটের সঙ্গে উপকূলীয় এলাকার এক সংসদ সদস্য ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম বিভিন্ন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখিনি। শঙ্কা হয়, পরিবর্তিত বাস্তবতায় তারা নতুন কোনো 'বন্দোবস্তের' ভেতর জায়গা করে নিয়েছে কি না! মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে সিন্ডিকেটের মূল শিকড়ে আঘাত হানা, অর্থনৈতিক জালের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা, সবাইকে আইনের আওতায় আনা। যতক্ষণ না 'অপরাধ' আর 'ক্ষমতা' এই দুটি শব্দের মাঝখানে দূরত্ব তৈরি করা যাবে, ততক্ষণ মাদকবিরোধী যেকোনো অভিযান হবে শুধু খবরে জায়গা পাওয়ার কৌশল। আমরা কিভাবে একটি প্রজন্মকে রক্ষা করব, তাদের মেধা ও মননকে বিকশিত হতে দেব- এই প্রশ্নে যদি আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। অভিযান চলুক, তবে এবার যেন সেই অভিযান সমাজের মূলে, প্রশাসনের বিবেকের গভীরে আর নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তে গিয়ে আঘাত করে। আমরা আশা করি, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে মাদকের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উদ্ধার প্রক্রিয়া আরও জোরদার করুন

সম্প্রতি সারা দেশে খুন, ছিনতাই, চুরি ও ডাকাতির মতো ভয়ংকর অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। রাত যত গভীর হতে থাকে সড়কের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এসব অপরাধীদের হাতে। বিশেষ করে রাজধানীতে এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিনতাই নিয়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পূর্ব শত্রুতা, ব্যক্তিগত বিরোধ ও আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে খুনোখুনির ঘটনা বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে এখন অন্তর্বর্তী সরকার। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পুলিশের থানা, ফাঁড়িসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালিয়ে বিপুল অস্ত্র, গুলি লুট করা হয়। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থেকেও অস্ত্র-গুলি লুট হয়। এ ছাড়া সরকার পতনের পর আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী, এমপি ও প্রভাবশালী নেতাদের বাসা থেকেও লাইসেন্স করা অস্ত্র-গুলি লুট হয়। সরকারি বেসরকারি অনেক স্থাপনা থেকে বিভিন্ন ধরনের ৫ হাজার ৭৫০টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৬ লাখ ১৩ হাজার ৯৯ রাউন্ড গুলি লুট হয়। এসব অস্ত্র-গুলির বেশিরভাগই লুট করে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য ও দলীয় ক্যাডাররা। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা যে-সব অস্ত্র-গুলি লুট করে তা কম দামে বিভিন্ন অপরাধী গ্রুপের কাছে বিক্রি করে। এসব অস্ত্র আবার হাতবদল হয়ে চলে যায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে। রাজধানীর গণভবন ও সংসদ ভবন থেকে যে-সব অস্ত্র-গুলি লুট হয়েছে, সেসবের বেশিরভাগই জেনেভা ক্যাম্প ও আশপাশ এলাকার কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা করে। পরে তারা লুট করা অস্ত্র কম দামে ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের কয়েকটি সন্ত্রাসী গ্রুপের কাছে বিক্রি করে। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আবার সেই অস্ত্র পুরোনো সহযোগীদের পাশাপাশি নতুন নতুন সন্ত্রাসীর হাতেও তুলে দিয়েছে, যাতে তাদের পুলিশ ও র‌্যাব চিনতে না পারে। যে-সব অস্ত্র সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, এমনকি খুনোখুনিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কারণে লুটের অস্ত্র এখন দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। পুলিশসহ একাধিক সূত্রে জানা গেছে, লুণ্ঠিত অস্ত্র হাতবদল হয়ে সুন্দরবন এলাকার জলদস্যু, তিন পার্বত্য জেলায় তৎপর বিভিন্ন গ্রুপের হাতেও গেছে। এখনও লুণ্ঠিত অস্ত্র অপরাধজগতে বেচাকেনা হচ্ছে বলে গোয়েন্দা তথ্য পাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এসব অস্ত্রই আবার খুনোখুনি থেকে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বেহাত অস্ত্র র‌্যাব-পুলিশের মাথাব্যথার বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। গত বছর আগস্টে পটপরিবর্তনের পর অনেক শীর্ষ সন্ত্রাসী ও জঙ্গি নানা কায়দায় জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁদের বাইরে রেখে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন কোনোভাবেই আশা করা যায় না। তাই যত দ্রুত সম্ভব এসব সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় এনে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে তৎপরতা চালাতে হবে।

শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আবার সেই অস্ত্র পুরোনো সহযোগীদের পাশাপাশি নতুন নতুন সন্ত্রাসীর হাতেও তুলে দিয়েছে, যাতে তাদের পুলিশ ও র‌্যাব চিনতে না পারে। যে-সব অস্ত্র সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, এমনকি খুনোখুনিতেও ব্যবহৃত হচ্ছে

নগরবাসী আর কত দুর্ভোগ পোহাবে

ওয়াসার পানির মধ্যে পোকা, দুর্গন্ধ, ময়লা এবং অন্যান্য দূষিত উপাদান এখন প্রতিদিনের সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শিশুরা পানির খারাপ গন্ধে পানি খেতে চায় না, এবং ট্যাংক পরিষ্কার করেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান মেলে না। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কীভাবে নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করবেন। এটি আর শুধু একটি অসুবিধা নয়–এটি একটি গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি। প্রতিদিন যে শাওয়ার নিচ্ছেন, তা শুধু ক্লান্তি দূর করছে না–বরং শরীরে নিয়ে আসছে ব্যাকটেরিয়া, ক্লোরিন ও জীবাণু। এই ক্ষতিকারক উপাদানগুলো ত্বকে র‌্যাশ, চোখে জ্বালাপোড়া, চুল পড়া, এমনকি পেটের অসুখও হতে পারে। জানা গেছে, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ওয়াসার পানিতে মিলছে পোকা। কল্যাণপুর, তেজগাঁও, মালিবাগ, মগবাজার, মধুবাগ, বাসাবো, মানিকনগর, খিলগাঁও তিলপাপাড়া, তারাবাগ প্রভৃতি এলাকায় দীর্ঘ এক মাসের অধিক সময় ধরে বাসিন্দারা ব্যবহৃত পানিতে লালচে, কালচে ও সাদা রঙের আধা ইঞ্চি দীর্ঘ বিভিন্ন জাতের পোকা, লার্ভা ও অনুচ্চার্য বস্তুকণা আবিষ্কার করছেন। এসব এলাকার বাসিন্দাদের এ নিয়ে ভোগান্তির শেষ নেই। রান্নাসহ দৈনন্দিন কাজে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি ব্যবহারের ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন এসব এলাকার বাসিন্দারা। একাধিকবার বাসাবাড়ির পানির ট্যাংক পরিষ্কার করেও মিলছে না সমাধান। ময়লা পানি ব্যবহারের কারণে হরহামেশাই দেখা দিচ্ছে পেটের অসুখ ও চর্মরোগ। আগে ওয়াসার লাইনের পানি ফুটিয়ে পান ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যেত। এখন ট্যাপ ছাড়লেই পানিতে পোকা আসছে। এই পানি জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি এবং যেকোনো সভ্য নগররাষ্ট্রে এটি কল্পনাতীত। যে পানি ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন করভারে জর্জরিত নাগরিকেরা মূল্য পরিশোধ করছেন, সেই পানিই যদি জীবাণুবাহী ও পোকাপূর্ণ হয়, তবে নাগরিক অধিকারের মৌল ভিত্তি কোথায়? এমন পরিস্থিতিতে ওয়াসার দায়সারাভাবে দায় এড়ানোর প্রচেষ্টা আরও হতাশাব্যঞ্জক ও দায়িত্বহীনতা নির্দেশ করে। প্রতিদিন ব্যবহার করা ওয়াসার পানির মধ্যে থাকা ক্লোরিন, ব্যাকটেরিয়া, ময়লা এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক উপাদানগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি বহন করে।

এসব এলাকার বাসিন্দাদের এ নিয়ে ভোগান্তির শেষ নেই। রান্নাসহ দৈনন্দিন কাজে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি ব্যবহারের ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন এসব এলাকার বাসিন্দারা। একাধিকবার বাসাবাড়ির পানির ট্যাংক পরিষ্কার করেও মিলছে না সমাধান

শাসনহীনতার ছায়ায় শিক্ষাঙ্গণ

রাজু আহমেদ

বাসে ঢাকা কলেজের ছাত্র আছে–এমন সন্দেহে হামলা এবং ভাঙচুর, পরীক্ষা ভালো হয়নি তাই পরীক্ষা শেষে কক্ষ তছনছ, ফলাফলে ফেল করায় শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হেনস্তা, পূর্ব ঘোষণা দিয়ে এক কলেজের শিক্ষার্থীদের দ্বারা অন্য কলেজে লঙ্কাকাণ্ড ঘটানো–প্রতিনিয়ত এসবের সাক্ষী হচ্ছে দেশ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেই। যারা উপস্থিত, তারাও জানে না গতকাল কী নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করতে গেলে শিক্ষকদের লজ্জা পেতে হয়। দেদারসে এই সার্কাস চলছে। শিক্ষকদের হেনস্তা, অযৌক্তিক দাবিদাওয়া নিয়ে হট্টগোল এবং রাস্তা অবরোধ–নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন এখন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে রাজ্যের সব কাজ করানো যায়, শুধু পড়াশোনা ব্যতীত। পড়তে বললেই সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দেয়াল লিখন, হয়রানি শুরু হয়। চালানো হয় ব্যক্তি আক্রমণ। চাঁদাবাজি, মারামারি–সবকিছুতেই শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি আছে। শিক্ষার্থীদের একাংশ কিশোর গ্যাংয়ের সৈনিক! বলা হয়ে থাকে, এই বাংলাদেশ ততদূর যাবে যতদূর শিক্ষার্থীরা নিয়ে যেতে পারবে। তরুণ প্রজন্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে কার? এরা আসলে কার কথা শোনে? বিড়ি-সিগারেট থেকে শুরু করে নেশার রাজ্যে কতিপয় শিক্ষার্থীর অবাধ বিচরণ। এমনকি বাবা-মায়ের নিয়ন্ত্রণেও নেই তাদের সন্তানরা। প্রশাসনের কাছে, পুলিশের হাতে গোপন আর্জি আসে–"দয়া করে আমাদের ছেলেকে দুই বছর জেল দিয়ে দিন। অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না।" অনেক মা-বাবা না পারছে কিছু বলতে, না পারছে সন্তানদের উৎপাত সহ্য করতে। বাইকের জন্য, দামি মোবাইলের দাবিতে, মোটকথা উঠতে-বসতে মা-বাবাকে জিম্মি করা হচ্ছে। ভালো ফলাফলের আশায় দেখানো লাগছে প্রলোভন। কজনের শিশু সন্তান সন্ধ্যা হতেই ঘরে ফেরে? আর কতজনের সন্তান রাতের কখন ঘুমাতে যায়–তা বাবা-মা জানেনও না। কিছু বললেই বাঁধে বিপত্তি। যে-সব সন্তানের ওপর বাবা-মা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন, সে সকল সন্তান বড়দের, শিক্ষকদের কিংবা গুণীদের কথা শুনবে? মোটেই শুনছে না। রোজ সারাদেশে যত দুর্ঘটনা ঘটছে, মারামারি-কাটাকাটি হচ্ছে, সেসবের অধিকাংশে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্টতা আছে। নেশাগ্রস্ত প্রজন্মের যার সঙ্গে বন্ধুত্ব, আবার তাদের মধ্যেই তুমুল মারামারি দেখি। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব। পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধনে যে সকল শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করে, তা সভ্য সমাজে ব্যবহার অনুপযুক্ত ও আপত্তিকর। শিক্ষার্থীদের এমন উচ্ছন্নে যাওয়ার সাক্ষী হতে নব্বই দশকের মানুষ হিসেবে খুব বিব্রত বোধ করি। তখন যেন মনে হয়, 'যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ' চিরসত্য। স্কুল ইউনিফর্মে শিক্ষার্থীদের একাংশ প্রকাশ্যে সিগারেট ফুঁকছে। বাসা থেকে কলেজের কথা বলে বের হয়ে বান্ধবী নিয়ে পার্কে আড্ডা দিচ্ছে। বড়দের শুনিয়ে শুনিয়ে স্ল্যাং ব্যবহার করছে। কেউ তাদের কোনো ভালো পরামর্শ দিলে তাকেই শত্রু ভাবছে। কেননা যারা সত্য কথা বলতে বলে, পড়াশোনা করতে তাগিদ দেয় কিংবা জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে বলে–তারা তো উচ্ছন্নদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলছে। নয়তো কেউ পরীক্ষায় ফেল করলে সে আবার পাশের দাবিতে আন্দোলন করতে পারে? লজ্জাও আজকাল মানুষ দেখে লজ্জা পায়, বোধহয়। পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে যারা ব্যানার নিয়ে মিছিলে নামে–ওরা সেই প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করে যারা পরীক্ষার সময় মহাকাল পরিমাণ পিছিয়ে দিলেও ভালো ফলাফল করবে না। শিক্ষার্থীরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন নৃশংসভাবে হামলা-মারামারি করছে, যা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকেও হার মানায়। বর্তমানে এই বিপথে যাওয়া এবং অতীতে সুপথে থাকা–এর অন্তরালের হেতু কী? তখন শিক্ষকদের হাতে নীতির লাঠি ছিল। কড়া শাসন ছিল। শুধু আদরে যে সন্তান বেড়ে ওঠে, সে শিক্ষক তো পরের কথা, আপন বাবা-মায়ের কথাও শুনবে না। মানুষ হতে হলে শাসন ও আদরের সংমিশ্রণে তাকে গড়ে তুলতে হবে। ফিনল্যান্ডে জন্ম নেওয়া একটি শিশুর সাথে বাংলাদেশের শিশুর মনস্তত্ত্বের মিল নেই। বনানীতে বেড়ে ওঠা শিশুর সাথে বলেশ্বরের চরে বেড়ে ওঠা একটি শিশুকে তুলনা করা যাবে না। যে নৈতিক বোধকে ভিত্তি করে স্কুল-কলেজ থেকে বেত উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা বোধহয় পুনর্মূল্যায়নের সময় এসেছে। শাসনবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি তো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। রাষ্ট্র পরিচালনা করতে যতজন যোগ্য জনবল দরকার, যদি সরকারি কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা না-ও থাকে, তবুও অভিভাবকদের চেষ্টায় তা বের হয়ে আসবে। কিন্তু সাধারণ নাগরিক, জনগণ যদি সভ্য না হয়, শিক্ষিত ও মার্জিত না হয় তবে দেশের ভাগ্য বদলাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি এবং আশকারাও শিক্ষার্থীদের বিপথে নিচ্ছে। তাছাড়া কতিপয় আদর্শ ও নীতিহীন শিক্ষকের হীন চরিত্র চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষার্থীদের অপব্যবহারের ফলেও জাতি আদর্শ বিচ্যুতির শিক্ষা পাচ্ছে। ক্লাসের শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রাইভেট শিক্ষার্থীদের আলাদা কেয়ারও সুশিক্ষা বিমুখতার বড় কারণ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতার ঘাটতি এবং কেবল 'আমিই সঠিক'–এই বোধ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। সমাজ ও রাষ্ট্রের অপসিস্টেমের বলি হয়েছে শিক্ষার্থীরা। কাজেই সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষকদের যে অপমান ও হেনস্তার চিত্র সারাদেশে দেখেছি, তা বহুলাংশে কতিপয় শিক্ষকের সমন্বিত কর্মের ফল। পাশের হার বৃদ্ধি করাতে হবে বলে না লিখে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক লিখে পাশ করে যাওয়ার সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরীক্ষার হলে নকল ও অনৈতিক সুবিধার বিস্তার, এবং অমুকের ছেলে বলে তাকে আলাদা চোখে মূল্যায়ন করা–এসব এই সমাজে পচনের সূচনা করেছে। তারুণ্য এবং বেয়াদবি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। তারুণ্য তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, জীবন দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করবে। বিগত পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা বহুবার তারুণ্যের জয়গান ও জোয়ারের কারণে অপশাসন, দুঃশাসন ও স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেয়েছি। সর্বশেষ জুলাই অভ্যুত্থানে তারুণ্যের জয়যাত্রা দেখেছি এবং সেটার সুফল ভোগ করছে গোটা জাতি। কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'কী হনুরে'র যে দম্ভ দেখা দিয়েছে, তাতে সমাজে ধারাবাহিক বেয়াদবির ক্ষতচিহ্ন এঁকেছে। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে নিজেদের মধ্যে মারামারি, পথচারীদের জিম্মি করে অহেতুক পায়চারি–এসব কোনোভাবেই কাম্য নয়। ৫ আগস্ট পরবর্তী সরকারবিহীন সময়ে শিক্ষার্থীরা যেভাবে ট্রাফিকিং করেছে, মন্দির পাহারা দিয়েছে, বাড়ি-ঘর রক্ষা করেছে, বন্যাকবলিত মানুষকে উদ্ধার ও সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে–তা জাতির জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আমরা তো তেমন তারুণ্যই প্রত্যাশা করি, যাদের প্রয়োজনের সময়ে, বিপদের সময়ে মানুষের পাশে পাব এবং বাকি সময়ে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। একজন শিক্ষার্থীর কাছে লেখাপড়ার বিকল্প আর কিছুই নাই, থাকার কথা নয়, থাকা উচিতও নয়। অথচ শ্রেণীকক্ষে যে চিত্র, পরীক্ষার খাতায় যে হাল দেখছি, তা জাতির জন্য চরম অ্যালার্মিং। আমাদের ভবিষ্যৎ বোধহয় উজ্জ্বল নয়। স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার বিশাল তফাত তৈরি করছে শিক্ষার্থীরা। তবে নিরাশার মধ্যেও আশার কথা–পড়াশোনায় আমাদের মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সরকারের বোধহয় কঠোর হওয়া দরকার। সন্তানদের ব্যাপারে অভিভাবকদের খোঁজখবর রাখা উচিত। 'পাশ করিয়ে দাও'–এমন যে সকল দাবিদাওয়া নিয়ে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামছে, কলেজ কলেজ পরিচয়ের দম্ভোক্তিতে যেভাবে মারামারি করছে কিংবা পরীক্ষা ভালো হয়নি তাই যেভাবে হলে ভাঙচুর চালাচ্ছে–তা কোনোভাবেই আকাঙ্ক্ষিত নয়। অভিভাবক, শিক্ষক এবং সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠানে ফেরাতে হবে। শিক্ষকদের কাছে শাসনের ক্ষমতা দিতে হবে। কোনো শিক্ষক ব্যক্তি আক্রমণ ও আক্রোশে শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হন না। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মঙ্গল প্রত্যাশী। আজ যারা বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা দেশের হর্তাকর্তা–শিক্ষাজীবন নিয়ে তাদের স্মৃতিচারণ করতে দিলে সবার শুরুতে শ্রেণীকক্ষের কড়া শিক্ষকের নাম উচ্চারণ করবেন। অনেকেই বলবেন–সেদিন যদি অমুক স্যার শাসন না করতেন তবে মানুষ হতাম না। যুদ্ধের জন্য ভয়ডরহীন যোদ্ধা তৈরি করা প্রয়োজন। দক্ষ যোদ্ধা তখনই তৈরি হবে, যখন সে সৈনিক ট্রেনিং পিরিয়ডে এবং কর্মক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার সুযোগ পাবে। শিক্ষাজীবন একজন ছাত্রের জন্য সারাজীবনের শিক্ষাকাল। শাসন বিলোপ করে আমরা সন্তানদের মানুষ করতে গিয়ে অসংখ্য অমানুষের দেখা পাচ্ছি। জাত হিসেবে নাকি উপজাত হিসেবে বেয়াদবির উদ্ভব হচ্ছে–তা বিশ্লেষণ করা দরকার। সব দায়িত্ব ও দায়ভার সরকারকে দিলে হবে না। প্রত্যেকেই যার যার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। শিক্ষার্থীদের দ্বারা যা-কিছু সংগঠিত হতে দেখছি, তাতে আজকাল বড্ড শঙ্কিত হই। পরবর্তী প্রজন্ম কোনদিকে যাবে? বড়দের সম্মান না থাকা, ছোটদের শ্রদ্ধা না করা–এসব সমাজকে ভালো বার্তা দেয় না। সকল সমাজে কিছু কিছু মন্দ থাকে। তবে মন্দ যখন ভালোকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়, তখন ভালোত্ব মন্দত্বের দ্বারা সংক্রমিত হয়। শুধু খারাপকে শৃঙ্খলায়িত রাখার জন্য এবং ভালোকে রক্ষার জন্য শাসন এবং আদর–দুটোই প্রবলভাবে দরকার। নয়তো সামনে আরও নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

লেখক: রাজু আহমেদ; প্রাবন্ধিক

মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ জরুরি

মো. হায়দার আলী

মাদকের কারণে যুব সমাজ আজ ধ্বংসের পথে, এদের বাঁচাতে না পারলে জাতি, সমাজ, দেশের সীমাহীন ক্ষতি হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বাংলাদেশের মানুষ। মাদকের হট স্পট হিসেবে কুখ্যাত গোদাগাড়ী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্ত এলাকা। এখানে গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফয়সাল আহমেদ মাদকবিরোধী অভিযানে চার দিনে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান। তিনি রীতিমতো মাদকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, "মাদক নির্মূল শুধু প্রশাসনের কাজ নয়–এটি সামাজিক আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। তাই জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সচেতনতা জরুরি।" "মাদক সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকি। তাই মাদকের বিরুদ্ধে এই অভিযান কঠোরভাবে অব্যাহত থাকবে।" তার মহৎ কাজটির জন্য মাদক ব্যবসায়ীরা অখুশি হলেও সাধারণ জনগণ আশার আলো দেখছেন, প্রশংসা করছেন। তার আর এক সহকর্মী জিরো টলারেন্স নীতিতে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শামসুল ইসলাম বলেন "মাদক প্রতিরোধে আমরা জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করছি। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হবে।" স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারের সাবেক এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, মেম্বার, নেতা পাতিনেতা, পুলিশের কিছু অসৎ কর্মকর্তাদের যোগসাজশে বিগত ১৫/১৬ বছরে মাদক ব্যবসায়ীরা ফুলেফেঁপে উঠেছে, কেউ হয়েছে আঙুল ফুলে কলাগাছ তারপর বটবৃক্ষ হয়েছেন। বিগত সরকারের ভোটারবিহীন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একসময় লুকিয়ে থাকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থার তালিকাভুক্ত মাদক মাদক ব্যবসায়ী ও সম্রাটেরা এলাকায় ফিরে এসে বীর দাপটে তাদের অবৈধ মাদক কারবার শুরু করেছেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় পুলিশ লেজ গুটিয়ে থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া থেকে এখন পর্যন্ত মাদক ব্যবসায়ীরা সব চেয়ে নিরাপদে তাদের অবৈধ মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে আশার বাণী হচ্ছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বেধে দেয়া সময় শেষ হওয়ার পর থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে শুরু হয়েছে যৌথ বাহিনীর অভিযান। সাথে অভিযান চলছে মাদকের বিরুদ্ধেও। আইনের আওতায় আনা হয়েছে অনেক মাদক ব্যবসায়ীকে গডফাদারদেরও। গত ২০২৪ ইং সনে (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে অভিযান শুরুর বিষয়ে কথা বলেছিলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গির আলম চৌধুরি। আওয়ামী সরকার গঠন করার পর থেকে মাদকের উপর ভাসছে দেশ। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিকট দেশের কোটি কোটি মানুষের একটাই দাবি দেশের মানুষ মাদকের থেকে কলঙ্ক মুক্ত হউক। এবার চুনোপুটি নয়, মাদক বহনকারী নয়। মাদকের গডফাদার, মাদক সম্রাট, মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি দিনে দিনে জোরালো হচ্ছে। ১৫/২০ বছর পূর্বে যাদের কিছুই ছিলনা মাদকের বদৌলতে, লটারির মত ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে, রূপকথার রাজকুমারের মত হয়ে আজ মালিক হয়েছেন কোটি কোটি টাকার মালিক, কালো টাকার সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। তাদের অবৈধ সম্পদের খোঁজ খবর নেয়া হউক। এটা দেশবাসীর এখন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আকুল আবেদন। বিষ বাষ্পের মত ছড়িয়ে দেয়া মাদক সমাজ, দেশের জন্য সুখকর হতে পারে না। বিগত সময়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করলেও মাদক কারবার বন্ধ হয়নি বরং তার এমপি মন্ত্রী, নেতা পাতি নেতাদের হাতে বরং বেড়েছে চলেছিল মাদক কারবার। মাদক ব্যবসায়ীরা লাখ লক্ষ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে আওয়ামীলীগের সংগঠনে পদ পদবি বাগিয়ে নিয়েছেন, বিভিন্ন সংস্থার তালিকাভুক্ত মাদক সম্রাট, মাদক ব্যবসায়ী যাদের এক এক জনের বিরুদ্ধে ৩/৪ টিরও বেশী মাদকের মামলা চলমান রয়েছে অথচ ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা উৎকোচ দিয়ে হয়েছেন প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা, নির্বাচনে কালো টাকা ছড়াছড়ি করে প্রভাব খাটিয়ে হয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, মেম্বার, ইউপি চেয়ারম্যান, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, এমপি। তার নির্বাচনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে মাদক ব্যবসাকে আরও উৎসাহিত করেছেন। ইউনিয়ন থেকে পৌরসভা, উপজেলা পর্যায়ে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদ পেয়েছেন তারা। ওই সব হাইব্রিড, পরগাছা, অনুপ্রবেশকারী নেতারা পদ পেয়ে গঠনতন্ত্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন, মাদক ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, জমি দখল, খাসপুকুর দখল, সরকারি খাদ্যগুদামে রাতারাতি গম, ধান, চাল অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়ে অঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, তার পরে বটবৃক্ষ হয়েছেন। তারা এখন দল থেকে বহিষ্কার হচ্ছেন, অনেকে পালিয়ে গেছেন, কেউ কেউ জেল হাজতে থাকলেও জেল থেকে মোবাইলের মাধ্যমে তাদের অবৈধ মাদক কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন কারা পুলিশকে ম্যানেজ করে। এ দিকে পট পরিবর্তনের পর থেকে মাদক ব্যবসায়ীরা ভোল্ট পাল্টিয়ে বিএনপি জামায়াতের অসৎ নেতাদের ম্যানেজ করে ব্যবসা চালিয়ে কোটিপতি, ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, কেউ কেউ রয়েছেন আত্মগোপনে। কিছু অসৎ পুলিশ, ডিবি পুলিশ সদস্য, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকতা, মাদকব্যবসায়ীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার অভিযোগ অনলাইন, স্থানীয়, জাতীয় পত্রিকা, টিভি সংবাদে উঠে এসেছে। মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিকল্প নাই। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় মাদক দ্রব্যের উপস্থিতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বছর আগে মেসোপটেমিয়া, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আফিমের নেশার প্রমাণাদি পাওয়া যায় বাংলার প্রাচীনতম কাব্য চর্চা পদেও তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন মাদকটির নাম হচ্ছে আফিম গাঁজা, ফেনসিডিল, নতুন সংযোজন হয় ইয়াবা। এছাড়া গাঁজা, আফিম, চরস, বাংলা মদ, গুল, মরফিন, কোকেন, বিয়ার, ওয়াইন, হেরোইন, প্যাথেলিন, মারিজুয়ানা, ডেক্রুপরটেন, প্যাথেডিন কোকেন চোলাই মদসহ বর্তমানে মাদক, মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীর তালিকা দিনে দীর্ঘ হচ্ছে। কোন ভাবে থামানো যাচ্ছেনা এ অবৈধ মাদক কারবার। বলা হয় সব চেয়ে ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে যুব সমাজ। দিন দিন মাদকের বিস্তার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তরুণ ও যুবসমাজ দ্রুত হারে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। মাদকে আক্রান্ত তরুণ ও যুবসমাজ ধ্বংসের পথে। বর্তমান সমাজে মাদক জন্ম দিচ্ছে একের পর এক অপরাধ। শুধু মাদকের কারণে ছেলের হাতে বাবা, মা ভাই, স্ত্রী হাতে স্বামী, স্বামীর হাতে স্ত্রী, প্রেমিকের হাতে প্রেমিকা, প্রেমিকার হাতে প্রেমিক খুন হওয়ার কথা পত্র পত্রিকায় খবর বের হয়েছে। মাদকের ছোঁয়াচ সম্ভাবনাময় তরুণরা অধঃপতনের চরম শিখরে উপনীত হচ্ছে। মাদক এখন সহজলভ্য। রাজধানী শহর-নগর, গ্রামসহ মফস্বল এলাকায়ও হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। আশির দশকের শেষ দিকে ফেনসিডিলের আবির্ভাব হয়। পর্যায়ক্রমে এটার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। নব্বইয়ের দশকে মাদকের জগতে সংযোজন হয় ইয়াবা। এছাড়া গাঁজা, আফিম, চরস, বাংলা মদ, গুল, মরফিন, কোকেন, বিয়ার, ওয়াইন, হেরোইন, প্যাথেলিন, মারিজুয়ানা, ডেক্রুপরটেন, প্যাথেডিন কোকেন চোলাই মদসহ রকমারি মাদকের প্রতি তরুণদের আসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বিধ্বংসকারী মাদকের বিস্তার সমাজে যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সচেতন অভিভাবক মহল, প্রশাসনও উদ্বিগ্ন। ভারত মাদক আর বন্যার পানি, যুবসমাজকে ধ্বংস করে, বন্যার পানিতে মানুষ, পশুপাখি ডুবিয়ে মারে। একি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভারতের বিমাতা সুলভ আচরণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছরের ওপরে শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ মানুষ মাদকাসক্ত। মাদকাসক্তদের মধ্যে ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। না বুঝেই অনেক তরুণ এ পথে পা দিয়ে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, মাদক সেবনের কারণে বিশ্বে প্রতি বছর ৮০ লাখ মানুষ এবং বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ মারা যায়। বাস্তবে এই সংখ্যা আরো বেশি। মাদকাসক্ত সন্তানের কারণে এক একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মাদকাসক্ত সন্তানকে নিয়ে পরিবারগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ছে। পথশিশুরাও আজ ভয়াবহ নেশায় আসক্ত হচ্ছে। মাদকের নেশা কেবল আত্মঘাতী নয়, সমাজ, দেশ, মনুষ্যত্ব সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী ডেকে আনছে বিপর্যয়। ব্যক্তিজীবনে যেমন মাদক স্বাস্থ্য, সম্পদ, মানসম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করে ব্যক্তিকে করে তোলে সমাজের ঘৃণা ও নিন্দার একশেষ, তেমনি সমাজজীবনেও আনে অস্বাস্থ্য, অলসতা, অকর্মণ্যতা এবং সামাজিক অপরাধের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা। ধ্বংস হয়ে যায় মাদকসেবীর রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, চাকরি, সামাজিক মূল্যবোধের মতো অমূল্য গুণগুলো। আজকের পৃথিবীতে এই ব্যাধি পরিব্যাপ্ত দেশ থেকে দেশান্তরে। নেশার উপর ভর করে একদল নেশার ব্যবসায়ী আজ মানুষ কর্তৃক মানুষ মারার নেশায় বুঁদ হয়ে ধ্বংস করতে যাচ্ছে বিশ্বের সর্বজনীন মূল্যবোধ, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভক্তি রসধারাকে সীমাহীন আত্মঘাতী নিষ্ঠুরতায়। নেশায় নেশায় বুঁদ এসব নেশার কারবারিরা আজ নেশার বাণিজ্য সম্ভারে মেতে বিশ্বকে করে তুলেছে সন্ত্রস্ত। তাই ড্রাগ কেবল ব্যক্তিজীবন নয়, সমাজ, সমষ্টি, দেশ এবং বিশ্বজীবনেও ডেকে আনছে বিপর্যয়। সমাজসেবা অধিদফতরের এক গবেষণায় দেখা যায়, শহর, গ্রাম থেকে নিয়ে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও মাদকাসক্ত হচ্ছে। দেশের ভিতরে যত্রতত্র চলছে মাদকের রমরমা বাণিজ্য। প্রতিনিয়ত বসছে নেশার আড্ডা। অনেকে নেশার টাকা জোগাড় করতে নেমে পড়ছে অপরাধ জগতে। মাদকের চাহিদা মেটাতে তরুণ-তরুণীরা ক্রমেই অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে। অনেক শিক্ষার্থী নেশার মোহে পড়ে সম্ভাবনাময় জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে একজন মানুষ যখন অপরাধজগতে পা বাড়ায়, প্রথম সিঁড়িটি হলো মাদকদ্রব্য। সিগারেট হলো মাদকাসক্তির মূল কারণ। একজন মানুষ প্রথমেই কিন্তু মাদক সেবন করে না। প্রথমে যেটা করে সেটা হলো সিগারেটের নেশা। এই নেশা থেকে আস্তে আস্তে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাদকের নেশায় আসক্ত বেশির ভাগই শুরু হয় বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে। মাদক গ্রহণের ফলে প্রাথমিক সাময়িক স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী স্বস্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ংকর মরণ ফাঁদ। এই মরণ ফাঁদে একবার পড়লে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, সৃজনীশক্তি শেষ হয়ে যায়। পারিবারিক বিপর্যয়গুলো বিশেষজ্ঞদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। এই সর্বনাশ মাদক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট চক্রকে মোটেও বিচলিত করে না। তারা কেবলই বোঝে ব্যবসা। তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দিচ্ছে মরণনেশার উপকরণ মাদক। তরতাজা তরুণদের মেধা, বিবেক, লেখাপড়া, মনুষ্যত্ব সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে ইয়াবার ভয়াবহ নেশা। বিনষ্ট করে দিচ্ছে স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা, পারিবারিক সুবন্ধন। মাদকাসক্ত সন্তানের হাতে অহরহ বাবা-মা, ঘনিষ্ঠ স্বজন নির্মম হত্যার শিকার হচ্ছে। নেশাখোর বাবা মাদক সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে প্রিয় সন্তানকে খুনও করছে অবলীলায়। নেশার টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, মাকে জবাই করা, আদরের সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার মতো জঘন্য ঘটনাও ঘটছে। প্রতিবছর দেশে ঘটা করে ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'চবড়ঢ়ষব ভরৎংঃ: ংঃড়ঢ় ংঃরমসধ ধহফ ফরংপৎরসরহধঃরড়হ, ংঃৎবহমঃযবহ ঢ়ৎবাবহঃরড়হ'. অর্থাৎ 'মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে কলঙ্ক ও বৈষম্য বন্ধ করুন, প্রতিরোধ জোরদার করুন'। এর নিহিতার্থ হলো, মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য দূর করতে ও সহানুভূতি দেখাতে হবে, যাতে করে তারা তাদের সমস্যাটির জন্য সহযোগিতা নিতে পারেন এবং সর্বোপরি প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। মাদকাসক্তি বর্তমান বিশ্বের ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলোর অন্যতম। আমাদের আশপাশে আত্মীয়-পরিজন কিংবা বন্ধু-বান্ধব কারও এ সমস্যা থাকলে তাকে সবাই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। এমনকি তার পরিবারের সঙ্গে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ করে। যেমন-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে অপমান করা, যোগ্যতা থাকলেও কর্মক্ষেত্রে চাকরিচ্যুত করা, পুলিশ প্রশাসন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া ইত্যাদি। সমাজের এসব নেতিবাচক আচরণের ভয়ে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবারও অনেক সময় মাদক সমস্যার সমাধানে কারও কাছে সহায়তা চাইতে লজ্জা ও সংকোচবোধ করে এবং সমস্যাটি সামনে নিয়ে আসতে চায় না। ফলস্বরূপ, সমস্যার তীব্রতা যখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়, তখন মাদকনির্ভর ব্যক্তির সমস্যার ধরন অনুযায়ী কী ধরনের চিকিৎসা সহায়তা প্রয়োজন, তা বিবেচনা না করেই চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে ভর্তি করে। আবার কখনো মাদকাসক্ত ব্যক্তির ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, অন্যান্য রোগের মতোই মাদক সমস্যা একটি রোগ। এ রোগকে বলা হয় 'ক্রনিক রিল্যাপ্সিং ব্রেন ডিজিজ'। সঠিক নিয়মে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে এভিডেন্স বেজ্‌ড ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব এবং চিকিৎসা-পরবর্তী নিয়মিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগীর সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরাও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজ করতে পারেন না। নেশায় আসক্ত হওয়ার পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। কিন্তু কারণ যাই হোক না-কেন, নেশা সমাজের প্রধান পাঁচটি অংশকে অর্থনৈতিকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই অংশগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য, উৎপাদন, অপরাধ, নিরাপত্তা এবং সরকারি কার্যপ্রণালি। প্রথমেই আলোচনা করা যাক স্বাস্থ্য সম্পর্কে। নেশা মানুষের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত করে তোলে। মাত্রাতিরিক্ত মাদক সেবন রোগীর মানসিক অবসাদ ঘটায় এবং হেপাটাইটিস বি ও সি, এইচআইভি-এইডস ও যক্ষ্মার মতো ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেয়। এই নেশাবিরোধী অভিযান, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হওয়া কিংবা মারা যাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই দেশের প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, নেশাবিরোধী অভিযান সরকারি অর্থের সুরক্ষা করতে পারে। নেশাগ্রস্ত লোক যে শুধু নিজের ক্ষতি করে এমন নয়, পারিপার্শ্বিক মানুষের নিরাপত্তাও সংকটপূর্ণ করে তোলে। নেশাগ্রস্ত হয়ে গাড়ি চালালে পথ দুর্ঘটনায় চালকের যেমন ক্ষতি হয় পথযাত্রীদের সমান খেসারত দিতে হয়। গবেষণায় জানা গেছে, ভাং খেয়ে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা ৯.৫ গুণ এবং কোকেন ও ব্যাঞ্জোডায়াজিপাইনের ক্ষেত্রে ২ থেকে ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এম্ফিটামিন ড্রাগে এই আশঙ্কা ৫ থেকে ৩০ গুণ এবং মদের সঙ্গে অন্য ড্রাগ মিশিয়ে খেলে ২০ থেকে ২০০ গুণ বৃদ্ধি পায়। বিশ্বের প্রায় সবকটি মহাদেশেই অবৈধ মাদক উৎপাদিত হয় কিংবা ব্যবহৃত হয়, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশও এই বিষয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশে আফিম ও ভাং এর প্রচলন সুপ্রাচীন। বিগত তিন দশকে হেরোইন, এম্ফিটামিন, কোকেন এবং নানা ভেষজ ওষুধ রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে প্রবেশ করেছে, যা অবৈধ মাদকের ভয়াবহতাকে আরও উসকে দিয়েছে। এক সময় গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গাল অর্থাৎ মায়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড কিংবা গোল্ডেন ক্রিসেন্ট অর্থাৎ আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তান থেকে অবৈধ ড্রাগ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে শুধু পাচার হতো। কিন্তু আজ এই চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইয়াবা নামক নেশা দ্রব্য আজ সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সৃষ্টি করছে নানা বিপর্যয়। এক বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদনে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রায় ৬৫ লক্ষ নেশাসক্তদের মধ্যে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের সংখ্যাই বেশি। ক্রমবর্ধমান এই সংখ্যাটি ক্রমশ শহরতলি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের ড্রাগ ও অপরাধ নিবারক সংস্থা যৌথভাবে অবৈধ মাদক সেবন সংক্রান্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন পেশ করেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১২ থেকে ১৮ বছরের কিশোরদের মধ্যে অ্যালকোহল ২১.৪ শতাংশ, ভাং ৩ শতাংশ, আফিম ০.৭ শতাংশ এবং অন্যান্য অবৈধ ড্রাগ ৩.৬ শতাংশ সেবনের প্রবণতা দেখা গেছে। অবৈধ মাদক সেবনের এই প্রবণতা সারা দেশে এক রকম নয়। যেমন উত্তরবঙ্গে যা বেশি চলে দক্ষিণে কম আবার পূর্বে যা বেশি পশ্চিমে তা কম। তবে ফেনসিডিলের ব্যবহার দেশের সর্বত্রই বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক নারকোটিক্স কন্ট্রোল বোর্ডের ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, অবৈধ ড্রাগ পাচারকারীরা সরকারের দুর্বল প্রশাসনিক স্তরে আঘাত করে তাদের এই অবৈধ বাণিজ্য বেপরোয়াভাবে চালায়। ফলে স্থানীয় মানুষের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। ড্রাগ পাচারকারীরা অর্থনৈতিক দুর্নীতির মাধ্যমে প্রশাসনকে পঙ্গু করে তোলে এবং তাদের অবাধ বাণিজ্য চালায়। ২০২১ ইং সনের ২৫ আগস্ট একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, সময় ইয়াবা লুকিয়ে হাতেনাতে ধরা খেলেন মাহমুদুল হাসান নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা। তার কাছ থেকে ১ হাজার ২২ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মামলা দায়েরের পর গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা যায়, মাদকদ্রব্যের বেশ কিছু মামলা আদালতে নিষ্পত্তি হওয়ার ২৩ আগস্ট বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চত্বরে ইয়াবা, ফেন্সিডিল, মদসহ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করার আয়োজন করা হয়। এসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনসহ আরো কয়েকজন বিচারক উপস্থিত ছিলেন। ধ্বংস করার জন্য নিয়ে আসার সময় এক প্যাকেট ইয়াবা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী প্রসিকিউটর মাহমুদুল হাসান। এসময় তার প্যান্টের পকেট উঁচু হয়ে থাকায় সন্দেহ হয় উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটের। এসময় উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের বলা হয় মাহমুদুল হাসানকে তল্লাশি করতে। তল্লাশি করে তার প্যান্টের পকেট থেকে এক হাজার ২২ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রগুলো বলছে, যে পথে দেশের ইয়াবার চালান ঢুকছে, সেই একই পথে ঢুকছে আইস। জানা গেছে, মিয়ানমার থেকে নৌপথে নাফ নদী পেরিয়ে ৯০ শতাংশ আইস দেশে আসছে। অধিকাংশ বড় চালানই ধরা পড়েছে গত দেড় বছরে। আশির দশকের শুরুতে দেশে মাদক বলতে মূলত ছিল ফেনসিডিল। ভারত সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকা দিয়ে এ মাদক দেশে ঢুকত। তবে গত এক দশকে পরিস্থিতি পালটে যায়। ফেনসিডিলের পরিবর্তে দেশে ইয়াবার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। এখন আসছে আইস। সুতরাং, চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে দেশে মাদকের, বিশেষত নতুন নতুন মাদকের সরবরাহ বাড়ছে। সম্প্রতি মাদক সম্পর্কিত আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মাদক ব্যবসার কারণে দেশে বছরে পাচার হয় প্রায় ৫ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড তাদের ওয়েবসাইটে অবৈধ অর্থপ্রবাহ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। পাচার করা টাকার হিসাব অনুমানভিত্তিক হিসাবে তুলে ধরেছে সংস্থাটি। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৯টি দেশের মাদকসংশ্লিষ্ট অবৈধ অর্থপ্রবাহের হিসাব তুলে ধরা হয়। তথ্য বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে, মাদকসংশ্লিষ্ট অর্থ পাচারের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। আর এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। অবৈধ অর্থপ্রবাহ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে আঙ্কটাড বলেছে, মাদক ব্যবসার কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর পাচার হয় ৪৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। মাদকদ্রব্য অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন ও শাস্তির বিধান : হেরোইন, ফেনসিডিল, আফিম, মরফিন, নেশার ইনজেকশন, গাঁজা, ভাং, মদ, তাড়ি, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদির উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বহন-পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিষিদ্ধ ও মারাত্মক অপরাধ। এসব অপরাধ দ্রুত বিচার আদালতে বিচার্য এবং এক্ষেত্রে সাধারণত জামিন দেওয়া হয় না। মাদক অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড। মাদক-ব্যবসায়ী ও মাদক চোরাচালানকারীরা দেশ ও জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু। এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধে সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। মাদকাসক্ত অভ্যাস নির্মূলের জন্য যুব সমাজের একটি সিদ্ধান্ত যথেষ্ট। যুব সমাজের একটি দৃপ্ত শপথই পারে তাদের মাদকের অন্ধকার থেকে ফেরাতে। মাদকাসক্ত হয়ে পৃথিবীতে কেউ কিছুই করতে পারেনি নিজেকে ধ্বংস ছাড়া। তাই আসুন মাদক মুক্ত সমাজ গঠনে সামাজিক আন্দোলন শুরু করি। মাদকমুক্ত সমাজই হোক তারুণ্যের অহংকার। এ কঠিন কাজটি কোন বাধা দ্বিধা দ্বন্দ্ব করতে করতে পারেন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। দেশকে মাদক মুক্ত করতে পারলে কোটি কোটি ভুক্তভোগী মানুষ তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন।

জর্ডানে নিষিদ্ধ মুসলিম ব্রাদারহুড সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জর্ডানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর ফলে সংগঠনটির সব কার্যক্রম বেআইনি বলে বিবেচিত হবে। গত বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাজেন ফারায়া এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রী জানান, মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য বা এর সঙ্গে যুক্ত থাকা এখন আইনত নিষিদ্ধ। সংগঠনটির জর্ডানজুড়ে সব কার্যালয় স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশে এর সদর দফতর ও শাখাগুলো বন্ধের পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সংগঠনটির সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুসলিম ব্রাদারহুডের চলমান কার্যক্রমকে নাগরিকদের জন্য হুমকি, জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায় ও অস্থিতিশীলতার কারণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ভেঙে দেওয়া সংগঠনটির সদস্যরা সংবেদনশীল স্থানগুলোকে টার্গেট করার পরিকল্পনা করছিল। এ ছাড়া আবাসিক এলাকায় অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুদ এবং গোপনে কাজ করে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল তারা। মন্ত্রী বলেন, সংগঠনটির পক্ষ থেকে গোপন এজেন্ডা ও বিভেদ সৃষ্টিকারী বক্তব্য জর্ডানের ঐক্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আমরা একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ করতে পারি না। সংগঠনটির সম্পত্তি দ্রুত বাজেয়াপ্ত ও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে মুসলিম ব্রাদারহুডের ১৬ সদস্যকে গ্রেফতারের পরই এই ঘোষণা আসলো। জর্ডানি কর্তৃপক্ষ বলছে, গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলেছে। এদিকে, জর্ডানের মিডিয়া কমিশন জানিয়েছে, মুসলিম ব্রাদারহুড সম্পর্কিত কোনও বিষয় প্রকাশ, সম্প্রচার বা প্রচার করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুডের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে জর্ডানের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল, যদিও সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সর্বদা উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। জর্ডানের সরকার বলছে, এই সিদ্ধান্ত দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য জরুরি ছিল। তবে মানবাধিকার সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, এ ধরনের পদক্ষেপ রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করতে পারে। সূত্র: আরব নিউজ

কিয়েভে ভয়াবহ রুশ হামলা: নিহত ৯, আহত অর্ধশতাধিক
সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরছেন জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) ভোররাতে এক ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ একে চলমান যুদ্ধের অন্যতম বড় ও ভয়াবহ হামলা বলে উল্লেখ করেছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে অন্তত ৯ জন নিহত এবং ৮০ জনের বেশি আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে কয়েকজন শিশু রয়েছে। এই হামলা এমন এক সময় হলো, যখন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে শান্তি আলোচনার ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন। ট্রাম্প দাবি করেন, একটি চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত ছিল, যা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারত; কিন্তু জেলেনস্কি তা প্রত্যাখ্যান করায় সংঘাত দীর্ঘায়িত হয়েছে। ইউক্রেনের বিমানবাহিনী জানায়, রাশিয়া এক রাতেই কিয়েভের দিকে ৭০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ১৪৫টি ড্রোন ছুড়েছে। শহরের আকাশজুড়ে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা ধরে বিমান হামলার সতর্কসংকেত বাজতে থাকে। সিএনএন, এএফপি ও বিবিসির সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, তারা একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন এবং কিয়েভের বিভিন্ন এলাকায় ধোঁয়ার কুণ্ডলি ও আগুন দেখতে পেয়েছেন। রুশ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ১৩টি স্থান, যার মধ্যে রয়েছে আবাসিক ভবন, গ্যারেজ ও সরকারি ভবন। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইহর ক্লিমেঙ্কো জানিয়েছেন, রাজধানীর সিভিয়াতোশিন এলাকায় একটি ধ্বংস হওয়া ভবনের নিচে এখনও মানুষ আটকা পড়ে থাকতে পারেন। সেখানে দুই শিশু নিখোঁজ রয়েছে বলেও তিনি জানান। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকর্মী, প্রকৌশলী ও প্রশিক্ষিত কুকুর নিয়ে তল্লাশি চলছে। এই হামলার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানরত প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নিজের সফর সংক্ষিপ্ত করার ঘোষণা দেন।

কাশ্মীরে হামলায় ৩ জন চিহ্নিত, নাম প্রকাশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতশাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে বন্দুক হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হয়েছে। হামলার সঙ্গে জড়িত চার বন্দুকধারীর মধ্যে ৩ জনের স্কেচসহ নাম প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানায়, চিহ্নিত তিনজনের মধ্যে দুইজন পাকিস্তানি নাগরিক। আরেকজন অনন্তনাগের স্থানীয় বাসিন্দা। তবে, চতুর্থ সন্দেহভাজনের বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। হামলাকারীরা হলেন পাকিস্তানের নাগরিক হাশিম মুসা ওরফে সুলেমান, পাকিস্তানের নাগরিক আলি ভাই ওরফে তালহা ভাই এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার বাসিন্দা আবদুল হুসেন ঠোকার। ভারত পুলিশের দাবি, এই তিনজন হামলাকারীই পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়েবার সদস্য। পাকিস্তান এরই মধ্যে হামলায় জড়িত থাকার বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করেছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য দিতে ২০ লাখ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে তথ্যদাতাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে বলেও জানানো হয়। এদিকে, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা ঘিরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে দীর্ঘদিন পর চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে দুদেশের বৈরীতা। এরইমধ্যে পাকিস্তানিদের জন্য সব ধরনের ভিসা স্থগিত, সিন্ধু নদীর পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিতসহ একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারত। অন্যদিকে, ভারতের এসব কর্মকাণ্ডকে 'শিশুসুলভ' আখ্যা দিয়েছে পাকিস্তান। একইসঙ্গে এই ঘটনাকে 'ফলস ফ্ল্যাগ' বলছে পাকিস্তান। 'ফলফ ফ্ল্যাগ' হলো কোনো দেশের পরিকল্পিত ভয়াবহ ঘটনাকে সুক্ষ্মভাবে অন্য দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার (অব.) আহমেদ সাঈদ মিনহাস বলেন, কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই ভারতীয় মিডিয়া এ ঘটনায় পাকিস্তানকে দোষারোপ করছে। অথচ, হামলাটি হয়েছে ভারতের অবৈধভাবে দখল করা জম্মু-কাশ্মীরের ৪০০ কিলোমিটার ভেতরে।

এয়ারলাইনে জামাতাকে চাকরি, সাবেক প্রেসিডেন্ট মুনের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনীতিতে ফের একবার দুঃসময়ের ছায়া। সাবেক প্রেসিডেন্ট মুন জে-ইন-এর বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ এনে দুর্নীতির মামলার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেছে দেশটির প্রসিকিউটররা। অভিযোগ, প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় নিজের জামাতাকে একটি বিমান সংস্থায় উচ্চপদে চাকরি পাইয়ে দিতে বিপুল অঙ্কের ঘুষ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। চেওনজু জেলা প্রসিকিউটরদের মতে, ২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ২১৭ মিলিয়ন ওন (প্রায় দেড় লাখ মার্কিন ডলার) ঘুষ নেওয়ার মাধ্যমে মুন এই অনৈতিক কাজটি করেছেন। এই অর্থ মুনের জামাতাকে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা হিসেবে প্রদান করা হলেও তদন্তকারীদের দাবি, প্রকৃতপক্ষে এটি 'ঘুষ' হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। এই মামলার ফলে এক অস্বস্তিকর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। কারণ, বর্তমানে দুই সাবেক প্রেসিডেন্ট একসঙ্গে আইনের মুখোমুখি। ও একজন মুন জে-ইন, যিনি ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। ও আরেকজন ইউন সুক ইওল, যিনি সাম্প্রতিক সামরিক আইন জারির ঘটনায় রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন। সাম্প্রতিক এক রাজনৈতিক নাটকে, ইউন সুক ইওল মাত্র ছয় ঘণ্টার জন্য মার্শাল ল বা সামরিক শাসন জারি করেন, যা তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডের রায় আসতে পারে, যদিও দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৯৭ সালের পর থেকে কার্যত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি।

একসঙ্গে ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে দাবানলের খবর পাওয়া গেছে দখলদার দেশটির বন্ধুরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রেতেও। তুর্কি বার্তাসংস্থা আনাদোলু এজেন্সি ও ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। আনাদোলু জানিয়েছে, প্রচণ্ড তাপমাত্রা ও তীব্র বাতাসের কারণে ইসরায়েলের দাবানল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এর ফলে কর্তৃপক্ষ রাজধানী জেরুজালেমের নিকটবর্তী একাধিক শহর থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়েছে ও জরুরি সতর্কতা জারি করেছে। দেশটির আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, দাবানলের প্রেক্ষিতে আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও বাড়বে এবং পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

ইরানের পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে তেহরান-বেইজিং আলোচনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাঘচি বেইজিংয়ে বৈঠকে মিলিত হন। গত বুধবার উভয় পক্ষ ইরান পারমাণবিক চুক্তি সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে গভীর আলোচনা করেন।

ওয়াং ই বলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও চীন-ইরান বন্ধুত্ব দৃঢ় রয়েছে। দুই দেশের জন্যই এই সম্পর্ক একটি কৌশলগত ও পারস্পরিক লাভজনক পছন্দ।

তিনি জানান, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন-ইরান রাজনৈতিক আস্থা দৃঢ় করেছে, অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়িয়েছে এবং একতরফা শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিয়েছে।

আরাঘচি বলেন, ইরান চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, 'একচীন নীতি' মানে এবং চীনের সার্বভৌম স্বার্থ রক্ষায় পাশে থাকবে।

ওয়াং ই আরও বলেন, চীন সবসময় ইরান পারমাণবিক ইস্যুর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমাধানে বিশ্বাস করে।

তিনি বলেন, চীন ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের অধিকারকে সম্মান করে এবং সব পক্ষের সঙ্গে সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে ইরানের অবস্থানকে সমর্থন করে। সূত্রঃ সিএমজি

বিনোদন

পুরোনো ঠিকানা'য় ফিরছে আর্বোভাইরাস

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় ব্যান্ড আর্বোভাইরাস নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল জটিলতা। তবুও কিছুটা আশা আর উৎকণ্ঠা নিয়েই অপেক্ষায় ছিলেন ব্যান্ডটির ভক্তরা। সত্যি কি আগের লাইনআপে ফিরবে আর্বোভাইরাস? তবে হঠাৎ নতুন গান প্রকাশ করে চমকে দিল ব্যান্ডটি। গানের নামের মতো সমর্থকদের প্রিয় 'আর্বো'ও ফিরেছে 'পুরোনো ঠিকানা'য়। তাদের নতুন গানের শিরোনাম 'পুরোনো ঠিকানা'। এটি ব্যান্ডটির চতুর্থ অ্যালবাম 'নিখোঁজ সংবাদ' এর প্রথম গান। ২০২২ সালে হুট করেই ব্যান্ড ছাড়ার ঘোষণা দেন আর্বোভাইরাসের ভোকাল সুফী ম্যাভরিক। এর আগে থেকেই দেশের বাইরে ছিলেন ব্যান্ডের বাকি তিন সদস্য আসিফ আজগর রঞ্জন (ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, গিটারিস্ট ও গীতিকার), নাফিস আল আমিন (ড্রামার) ও আদনান আলম (গিটারিস্ট)। জনপ্রিয় এই ব্যান্ডের ভাঙনে হতাশ হয়েছিলেন ভক্তরা। কিন্তু ব্যান্ড চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আর্বোভাইরাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুহার্তো শেরিফ। নতুন সদস্যদের নিয়ে শুরু করেন কনসার্ট। ২০২৩ সালে প্রকাশ করে নতুন গান 'অনুভূতি'। কিন্তু ভক্তদের মধ্যে দ্বিধা ছিল। পুরোনো চার সদস্যদের বিদায় মানতে পারছিলেন না তারা। এর মধ্যেই নতুন সদস্যদের নিয়ে নতুন গান, বিভক্ত হয়ে পড়ছিলেন অনেকেই। এমন সময় আর্বোভাইরাসের চার সদস্য সুফী, রঞ্জন, নাফিস ও আদনান একসঙ্গে ভিডিও বার্তায় জানান 'আমরাই আর্বোভাইরাস'। জানালেন, গান তৈরি আছে। তৈরি আছে অ্যালবামও। সময় হলেই প্রকাশ পাবে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুহার্তো শেরিফ নতুন লাইনআপ নিয়েই ব্যান্ড এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। চতুর্থ অ্যালবাম 'রিপাবলিক অফ আরবোভাইরাস'-এর ঘোষণাও আসে ব্যান্ডের পক্ষ থেকে। কিন্তু পুরোনো সদস্যদের না জানিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া, ব্যান্ডের গানের ধরণ বদলে ফেলাসহ বেশকিছু অভিযোগ উঠে আসে বাকি চার সদস্যদের কথায়। বিষয়টা শেষমেষ গড়ায় আইনি জটিলতায়। ২০২৩ সালের জুনে সুহার্তো শেরিফের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠান ব্যান্ডের অন্য চার সদস্য সুফী, রঞ্জন, আদনান এবং নাফিস।

কাশ্মিরে হামলার পর শোকাহত বলিউড

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের জম্মু ও কাশ্মিরের পেহেলগামে পর্যটকদের লক্ষ্য করে ভয়াবহ হামলা ও ২৬ জন ভারতীয় পর্যটক নিহত হওয়ার ঘটনায় সে দেশে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্ট করতেও দেখা গেছে তারকাদের। অনুপম খের, অক্ষয় কুমার, সোনু সুদের পর এবার শাহরুখ, সালমান খান পোস্ট করেছেন। 'অমানবিক' ঘটনা বলে উল্লেখ করে প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। শাহরুখ তার এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'পহেলগামে যে অমানবিক ঘটনা ঘটেছে, তাতে শোকপ্রকাশের কোনও ভাষা নেই। এই সময়ে শুধু ঈশ্বরের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোনও কিছুই করার থাকে না। আমার গভীর সমবেদনা রইল পরিবারগুলোর জন্য। আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি এবং দ্রুত ন্যায়বিচার পাই।' এক্স অ্যাকাউন্টে সালমান লিখেছেন, 'কাশ্মির, পৃথিবীর স্বর্গ। যা বর্তমানে নরকে পরিণত হচ্ছে। নিরীহ মানুষদের টার্গেট করা হচ্ছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যা, গোটা জাতির হত্যার সমান।' শাহরুখ, সালমান ছাড়াও বলিউডের একঝাক তারকাকে দেখা গিয়েছে পহেলগাম নিয়ে পোস্ট করতে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তার ইনস্টাগ্রামে এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে লিখেছেন, 'পহেলগামে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেউ ছুটি কাটাতে, কেউ আবার মধুচন্দ্রিমায় সেখানে পরিবারের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কেবল হয়তো বা কাশ্মীরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়েছিলেন। এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া কঠিন। আমি খুবই মর্মাহত।'

পাপারাজ্জিদের আচরণে বিরক্ত সিদ্ধার্থ

বিনোদন ডেস্ক : খুব শিগগিরই মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী কিয়ারা আডবাণী। সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। নিয়মমাফিক পরীক্ষার জন্য অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে যেতেই তাদের ছবি তোলার জন্য একেবারে গাড়ির সামনে এসে পড়েন পাপারাজ্জিরা, আটকে দেন পথ। তাতেই মেজাজ হারান অভিনেতা। গাড়ি থেকে নেমে তিনি বলেন, 'চুপ, একদম সরে যান এখান থেকে। পিছনে সরেন। ক্যামেরা বন্ধ করুন। মাথা গরম করাবেন না একদম।' আপাতদৃষ্টিতে ঠান্ডা মাথার মানুষ বলেই মনে হয় সিদ্ধার্থকে। কিন্তু গত বুধবার তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেলেন পাপারাজ্জিজের দৌরাত্ম্যের কারণে। পাপারাজ্জিজের দৌরাত্ম্যে বেশ বিপাকে থাকেন তারকারা। প্রতিটি মুহূর্ত যেন ক্যামেরাবন্দি করতে চান পাপ-রাজ্জিজরা। একটা মুহূর্তে বাদ দেওয়া যাবে না। শরীরচর্চা কেন্দ্র থেকে রেস্টুরেন্ট কিংবা হাসপাতাল– কোথাও নিস্তার নেই তারকাদের। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই সুখবর দিয়েছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আডবাণী, এবার দুই থেকে তিন হতে চলেছেন তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্ট করে তারকা দম্পতি জানিয়েছেন, তাঁদের সংসারে আসতে চলেছে নতুন সদস্য।

লবণ মাখিয়ে সমালোচনা গ্রহণ করেন তামান্না!

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার তারকা অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। শরীরি সৌন্দর্য কিংবা নাচের হিল্লোল– নানাভাবে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। কখনো কাজের জন্য কখনো ব্যক্তিগত কারণে সমালোচিত হয়েছেন। কিছুদিন আগে বিজয় ভার্মার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ভাঙার পর তাকে নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। ট্রল কিংবা সমালোচনা কীভাবে গ্রহণ করেন তামান্না ভাটিয়া? ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন 'বাহুবলি' তারকা। তামান্না ভাটিয়া বলেন, "কোনটা গঠনমূলক সমালোচনা, তা আমি এই জার্নি থেকে শিখেছি। কারণ এটা সবসময়ই থাকে। এমনকি কিছু মতামতও নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করি, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। আমি বলতে পারি, এটা ট্রল নাকি উপকারী কিছু। এটি পছন্দ হোক আর না হোক, এক চিমটি লবণ মাখিয়ে তা গ্রহণ করি।" তামান্না অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'ওডেলা টু'।

বিদেশে রেকর্ড সংখ্যক হলে যাচ্ছে 'জংলি'!

বিনোদন ডেস্ক : গেল ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় সিয়াম আহমেদের সিনেমা 'জংলি'। ছবিটি মুক্তির দিন থেকেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে, এখন পর্যন্ত প্রায় প্রতিটিই শো যাচ্ছে হাউজফুল। এমন সাফল্যের মধ্যে এবার আন্তর্জাতিক পরিসরে মুক্তি পাচ্ছে 'জংলি'। আজ শুক্রবার থেকে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্ররও যুক্তরাজ্যের ৪০টি থিয়েটারে চলবে ছবিটি। এর মধ্য দিয়ে দেশের বাইরে সবচেয়ে বেশি থিয়েটারে একযোগে মুক্তি পেতে যাচ্ছে 'জংলি'।

পরিবেশক প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন স্কেয়ারক্রো-এর পরিবেশনায় আন্তর্জাতিক পরিসরে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, প্রথম সপ্তাহে কানাডার ৫টি, যুক্তরাষ্ট্রের ২৮টি ও যুক্তরাজ্যের ৭টি থিয়েটারে চলবে 'জংলি'। যদিও যুক্তরাজ্যে ছবিটি যৌথভাবে পরিবেশনা করছে রিভেরি ফিল্মস। এই তিন দেশের মোট চল্লিশটি শহরে চল্লিশ থিয়েটারে 'জংলি' মুক্তি পাচ্ছে বিশ্বখ্যাত চেইন থিয়েটারগুলোতে। প্রথম সপ্তাহে প্রধান যেসব শহরে চলবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটি, বাফেলো, ডেট্রয়েট, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া, আটলান্টা, ডালাস, হিউস্টন, লস এঞ্জেলেস, ওয়াশিংটন ডিসি, আটলান্টিক সিটি, ক্যানসাস সিটি।

সম্পর্ক ভাঙার কথা জানালেন মাহি নিজেই

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি একটি রিয়ালিটি শো-এর মাধ্যমে ২০১৪ সালে তিনি তার ক্যারিয়ার শুরু করেন। এরপর নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে বর্তমানে অভিনেত্রীর সময় যেন খারাপ যাচ্ছে। গত কয়েকদিন তার জীবনে এসেছে একের পর এক চ্যালেঞ্জ। অনলাইনে নেতিবাচক মন্তব্য ও ট্রলের মুখোমুখি হওয়া, বোনের বিয়ের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া, এবং নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন – সবকিছু মিলিয়ে তাকে ঠেলে দিয়েছে এক ক্লান্তিকর ও বিপর্যস্ত অবস্থার দিকে। বছর দুয়েক আগে প্রকাশ্যে এনেছিলেন প্রেমিক সাদাত শাফি নাবিলকে, এবার সামনে আনলেন নিজের ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের কথা। তিনি স্বীকার করেছেন, কিছু ভুল তিনি করেছেন, যা অন্যদের কষ্ট দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে এসব ভুলের দায় তিনি নিজের হৃদয়ে অনুভব করার কথা বলার পাশাপাশি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সামিরা খান মাহির কথায়, 'আমি জানি, আমি কিছু হৃদয় ভেঙে ফেলেছি, আর তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।' তবে কষ্টের মধ্যেও তিনি হার মানেননি। নিজের দুর্বল মুহূর্তগুলোতে তিনি টের পেয়েছেন, তার ভেতরের শক্তি এখনো নিঃশেষ হয়নি। তিনি বলেন, 'আমি কেবল ক্লান্ত, হার মানি-নি।' তিনি আরও জানান, যারা এই মুহূর্তে মানসিকভাবে চাপে আছেন, তারা যেন জানেন – তারা একা নন। অভিনেত্রীর কথায়, 'আমরা সবাই মানুষ, শেখার, নিরাময়ের আর বেড়ে ওঠার পথে আছি। আর সেটাই আমাদের আসল শক্তি।'

আবারও রূপালি পর্দায় ফিরছে 'দ্য বডিগার্ড'

বিনোদন ডেস্ক : ওয়ার্নার ব্রাদার্স আবারও ফিরিয়ে আনছে ৯০'র দশকের অন্যতম জনপ্রিয় রোমান্টিক থ্রিলার 'দ্য বডিগার্ড'-কে। এবার এর রিমেক পরিচালনা করবেন 'টেইলর সুইফট: দ্য এরাস ট্যুর' ছবির পরিচালক স্যাম রেনচ। ১৯৯২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে কেভিন কস্টনার অভিনয় করেছিলেন ফ্রাঙ্ক ফার্মারের চরিত্রে। যিনি একজন প্রাক্তন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। হুইটনি হিউস্টন অভিনীত আর অ্যান্ড বি তারকা র?্যাচেল মারনকে একটি রহস্যময় আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করাই ছিল তার দায়িত্ব। বক্স অফিসে ছবিটি ব্যাপক সাফল্য পায়। আয় করে ৪১১ মিলিয়ন ডলার। ছবিটি দুটি অস্কার মনোনয়নও পায় সংগীতের জন্য। জানা গেছে, রিমেকটির চিত্রনাট্য লিখছেন জুরর নং ২ খ্যাত জনাথন এ. আব্রামস। এখনো অভিনয়শিল্পীদের নাম প্রকাশ হয়নি। হুইটনি হিউস্টনের আইকনিক চরিত্রে কে অভিনয় করবেন তা নিয়ে ইতোমধ্যেই ভক্তদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পরিচালক হিসেবে স্যাম রেনচের নাম আসায় প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেছে। তার তৈরি টেইলর সুইফটের কনসার্ট সিনেমা 'দ্য এরাস ট্যুর' বিশ্বজুড়ে ২৬১.৭ মিলিয়ন ডলার আয় করে ইতিহাস গড়েছে। এটিই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ আয় করা কনসার্ট ফিল্ম। রিমেকের মাধ্যমে প্রথম পর্বের সেই আবেগঘন প্রেমের গল্প এবং অবিস্মরণীয় সংগীতকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স। ক্লাসিক গল্পটির সঙ্গে যুক্ত হবে আধুনিক নির্মাণশৈলী ও সংগীতের নতুন উপস্থাপন।

কাটা ধান আঁটি বেঁধে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন একজন। রাঙ্গাপানি, রাঙামাটি।

জামালপুরে মালচিং প্রযুক্তিতে চাষাবাদ কম খরচে লাভবান কৃষক

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরে সবজি চাষে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জলবায়ু-সহিষ্ণু মালচিং প্রযুক্তি। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মালচিং পেপার কেবল আর্দ্রতাই ধরে রাখছে না, ফসলে জোগাচ্ছে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। কমেছে সেচের খরচ আর আগাছা ও বালাই নাশকের ব্যবহার। কম খরচে অধিক উৎপাদন পাওয়ায় আধুনিক এই পদ্ধতিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন কৃষক। সবজি চাষে সবচেয়ে বড় বাধা পোকামাকড় ও আগাছা। অন্যদিকে সবজি উৎপাদনে প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত পানি। এই দুই বিষয়কে সাশ্রয় করতে বেড়েছে আধুনিক কৌশল মালচিং পদ্ধতির ব্যবহার। মালচিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমবারের মতো টমেটো চাষ করেছেন জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের কৃষক নূর সালাম। কৃষক নূর মাত্র ১০ শতাংশ জমিতে টমেটো চাষ করে পেয়েছেন দারুণ সাফল্য। তিনি বলেন, আগে সাধারণভাবে চাষাবাদ করতাম। গত দুই বছর ধরে এই মালচিংয়ে চাষাবাদ করে অনেকটা ফলন ভালো পেয়েছি। আমার আশপাশের চাষিরা এখন আমাকে দেখে শিখছেন। আমার কাছে পরামর্শ নিয়ে যায়। ক্ষেতের আর্দ্রতা রক্ষা, আগাছা দমন খরচ কমেছে, আবার সার ও পানি কম লাগায় এই পদ্ধতিতে চাষাবাদে আশেপাশের কৃষকরাও উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। মিলন নামে আরেক কৃষক বলেন, কৃষক নূর এভাবে টমেটো চাষ করছেন আবাদও অনেক ভালো পেয়েছেন। নিড়ানি লাগে না, পানি কম লাগে। সবদিক থেকেই সুবিধা। আমরাও আগামীতে এমন করে চাষাবাদ করবো। কৃষকদের কাছে এই পদ্ধতির সুফল জানাতে কাজ করছে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অস্ট্রেলিয়ান এনজিও কো-অপারেশন প্রোগ্রামের অর্থায়নে উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ও উন্নয়ন সংঘের বাস্তবায়নে জেসমিন প্রকল্প। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে পরিবেশবান্ধব বালাইনাশক নিয়ে কাজ করা কৃষি উপকরণ বাজারজাতকারী বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ওয়ার্ল্ড ভিশন জেসমিন প্রজেক্টের প্রকল্প ব্যবস্থাপক স্টিফেন অসীম চ্যাটার্জী বলেন, আমাদের জেসমিন প্রকল্প কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে কাজ করছে। জামালপুর জেলার চারটি উপজেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। ধাপে ধাপে ২৫ হাজার কৃষকের মধ্যে এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। জামালপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জাকিয়া সুলতানা বলেন, মালচিং এমন একটি পদ্ধতি যা মাটির ওপরে জৈব বা অজৈব ব্যবহার করে একটি স্তর তৈরি করা হয়।

চকরিয়ায় জাল টাকার নোট তৈরীর কারখানার সন্ধান : আটক দুই

কক্সবাজার প্রতিনিধি : কক্সবাজারের চকরিয়ায় টাকার জাল নোট তৈরীর কারখানার সন্ধান পেয়েছে র‌্যাব; এসময় ঘটনাস্থল বেশ কিছু সরঞ্জামাদিসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান র‌্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের সহকারি পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) ও সহকারি পুলিশ সুপার আ. ম. ফারুক। আটককৃতরা হলেন, চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের গর্জনতলী এলাকার আব্দুর রহমানের ছেলে মো. সুলতান (৫৪) এবং ঈদগাঁও উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের সবুজ ছায়া এলাকার মৃত মীর আহমেদের ছেলে জাফর আলম (৩৩)। আ. ম. ফারুক বলেন, সম্প্রতি কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় কারখানা স্থাপন করে সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্যরা জাল টাকার তৈরীর খবর পায় র?্যাব। গত মঙ্গলবার বিকালে চকরিয়ার খুটাখালী ইউনিয়নের গর্জনতলী এলাকায় গোপন কারখানা স্থাপন করে চক্রটির কতিপয় লোকজন জাল টাকার নোট তৈরীর খবরে র?্যাবের একটি দল অভিযান চালায়। এতে সন্দেহজনক কারখানাটি ঘিরে ফেললে র?্যাব সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে ৩/৪ জন লোক দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা চালায়। এসময় ধাওয়া দিয়ে দুইজনকে আটকরা সম্ভব হলেও অন্যরা পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশী চালিয়ে পাওয়া যায় জাল নোট তৈরীর ১০০০ হাজার টাকা মানের ২৭ টি বান্ডিল ও ৫০০ টাকা মানের ৩৩ টি বান্ডিল, জাল নোট তৈরীর ১ টি যন্ত্র এবং ৫০ টি লেমেন্টিং পেপার। র?্যাব-১৫ এর গণমাধ্যম কর্মকর্তা আরও বলেন, আটকরা চিহ্নিত অপরাধী চক্রের সদস্য। আটকদের মধ্যে মো. সুলতানের বিরুদ্ধে জাল নোট তৈরীর অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা রয়েছে। আটকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে চকরিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দিঘলিয়ার সেনহাটিতে চিহ্নিত দুর্বৃত্তদের কোপে দুই ভাই গুরুতর আহত

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নের সেনহাটি খৃষ্টান পাড়া মোড়ে জামাই আল আমিন ও তার স্ত্রী মায়া বেগম (২০) একই এলাকার মৃত কৃষ্ণপদ দাসের দুই পুত্র তপন দাস(৩০) ও বিষ্ণুপদ দাস (২৬) কে ধারালো দেশী অস্ত্রের কোপে আহত করেছে। এ ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সেনহাটি শিব বাড়ি মন্দীর এলাকার তপন ও বিষ্ণুর বাসা থেকে জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে জামাই আল আমিন মোবাইল ও নগদ ২ ৩ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে তারা আল আমিনের বিরুদ্ধে দিঘলিয়া থানা ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী দিঘলিয়া কন্টিনজেন্ট কমান্ডার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে।

চিকিৎসক সংকটে সেবা বঞ্চিত দৌলতখানবাসী

দৌলতখান, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলার দৌলতখান হাসপাতালে চিকিৎসক সংকটে সেবা বঞ্চিত দৌলতখানবাসী। ডাক্তার না থাকায় রোগীদের দুর্ভোগ চরমে। হাসপাতালে ডাক্তার না থাকা রোগীদের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিষয়টি নিয়ে মাথা ব্যথা নেই সমাজের কর্তাব্যক্তি সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের। উপজেলার প্রত্যন্তাঞ্চলের বিভিন্ন রোগবালাইয়ে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা সেবা পাওয়ার জন্য হাসপাতালে এসে ডাক্তার না পেয়ে হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। এতে উপজেলার দুই লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান দৌলতখান বাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিনদিন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নদী উপকূলীয় ও মেঘনার ভাঙনে নিঃস্ব হত দরিদ্র অসহায় মানুষের একমাত্র চিকিৎসা সেবার ভরসা এ হাসপাতালটি। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলার এ হাসপাতালে ডাক্তার না থাকায় এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। চিকিৎসা সেবা বেহাল অবস্থা থাকায় উদ্বেগ ও উৎকন্ঠায় মাসের পর মাস পার করছে হত দরিদ্র দুস্থ পরিবারের রোগাক্রান্ত পরিবার গুলো। সরজমিন গতকাল বৃহস্পতিবার গিয়ে দেখা যায়, হাসপাতালে রোগীদের উপচে পড়া ভীর। ডাঃ নয়ন চন্দ্র ঘোষ নামে মাত্র একজন মেডিকেল অফিসার ইমারজেন্সি বিভাগে বসে রোগী দেখছেন। উপজেলার চরশুভী গ্রামের পাঁচ নং ওয়ার্ডের পঁচাত্তর বছর বয়সী মানিক হাওলাদার জানান, সকাল নয়টায় হাসপাতালে এসেছিলেন হাটু কোমড়ের ব্যথা নিয়ে। ডাক্তার না পেয়ে দুই ঘন্টা অপেক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ব্যথা যন্ত্রণা নিয়ে। চরখলিফা গ্রামের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের বিবি মরিয়ম জানিয়েছেন, এসেছিলেন চিকিৎসা নিতে। ডাক্তার না পেয়ে তাকেও হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। শুধু মানিক হাওলাদার ও বিবি মরিয়মই নয় হাসপাতালে এসে ডাক্তার না পেয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত হেলিপোর্ট এলাকার নাজমা বেগম, আজিমউদ্দিন পাটওয়ারি বাড়ি এলাকার মিনারা বেগম, সরকারি দিঘির পাড় এলাকার রুমা বেগম, নাজিম উদ্দীন, রফিকুল ইসলাম সহ অনেক রোগী। হাসপাতালের পরিসংখ্যানবিদ মোহাম্মদ বশির জানান, মেডিকেল অফিসার ৮ জন ডাক্তারের মধ্যে বর্তমানে হাসপাতালে কর্মরত আছে মাত্র ১ জন।

সড়কে ঘুরে ঘুরে খেলনা বাদ্যযন্ত্র বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। কলেজ সড়ক, রংপুর

চাটমোহর পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : অকারিগরি ক্রাফটের অবৈধ রায়ের প্রতিবাদে ও কারিগারি ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ৬ দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে পাবনার চাটমোহরে। চাটমোহর পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। সকালে চাটমোহর পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে পৌর সদরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে। 'মামা থেকে মাস্টার, মামা বাড়ির আবদার' ক্রাফট হটাও পলিটেকনিক বাঁচাও' এসি রুমে বৈঠক, আর হবে না আর হবে না' সহ নানা শ্লোগানে মুখরিত মিছিলটি পৌর সদর প্রদক্ষিণ শেষে থানা বাজার আমতলা মেড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। এ সময় বক্তব্য দেন, চাটমোহর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী লালন হোসেন, তাওহীদ হোসেন, সবুজ মল্লিক, রাকিবুল হোসেন, হৃদয় হোসেন, আকাশ, মাহিউল ইসলাম, আশিক হোসেন প্রমুখ।

চলনবিলাঞ্চলে তীব্র তাপদাহে জনজীবনে হাসফাঁস

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরসহ চলনবিল অঞ্চলে তীব্র তাপদাহে জনজীবনে হাসফাঁস শুরু হয়েছে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে যেন আগুন ঝরছে। সূর্যের তাপে সবকিছু যেন পুড়ছে। পিচঢালা পথ যেন জ্বলন্ত উনন! তাপমাত্রার কাঁটা বাড়ছেই। এ অঞ্চলে তাপমাত্রা ৩৭ থেকে ৩৯ ডিগ্রীর মধ্যে ওঠানামা করেছে। তাপমাত্রায় তেতে উঠেছে প্রাণিকুলও। বাতাসেও আগুনের ছটা। অতি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হচ্ছেন না। দুপুরের আগেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট। প্রচন্ড এই গরমে শ্রমজীবী মানুষ পড়েছেন বিপাকে। তাদের ঘরে বসে থাকার সুযোগ নেই। চরম বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। পেটের টানে বাইরে বের হতেই হচ্ছে। কাজের তাগিদে বাইরে বেরিয়ে তীব্র গরমে অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে তাদের। অনেকেই হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন। হাসপাতালে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগির সংখ্যা বেড়েছে। বৃষ্টির দেখা নেই। এদিকে তীব্র এই গরমে শিশু ও বৃদ্ধরা বেশি রোগাক্রান্ত হচ্ছে।

দাকোপে রুপান্তরের আয়োজনে গণশুনানী অনুষ্ঠিত

দাকোপ, খুলনা প্রতিনিধি : দাকোপে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা রুপান্তরের আয়োজনে পরিবেশ রক্ষায় প্লাষ্টিক পলিথিন দূষণ প্রতিরোধে করনীয় নির্ধারনে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে অনুষ্ঠিত গণশুনানীতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমত হোসেন। রুপান্তরের সুন্দরবন প্রকল্পের উদ্যোগে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের সাতক্ষিরা জেলা প্রজেক্ট অফিসার মোঃ গোলাম কিবরিয়া। সভায় প্রধান অতিথি প্লাষ্টিক ও পলিথিন ব্যবহারে গনসচেতনতা সৃষ্টিতে বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। সভায় আলোচনা করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আমজাদ হোসেন, দাকোপ থানার ওসি তদন্ত দেবাশিষ দাস, উপজেলা মেরিন ফিশারিজ অফিসার বিপুল কুমার দাস, এনজিও সিএনআরএস'র উপজেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী দেবাশিষ ঘোষ, দাকোপ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজগর হোসেন ছাব্বির, প্রেসক্লাবের কোষাধক্ষ্য বিধান চন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক মামুনুর রশিদ, রুপান্তরের ইয়ুথ ক্লাবের সদস্য অমিত রায় প্রমুখ। সভায় অংশ গ্রহনকারীদের মধ্যে তাপসী সানা, তন্ময় সাহা, রেবা বৈরাগী, জীবন মন্ডল, অনিমেষ বিশ্বাস এবং মাসুম রেজা পরিবেশ রক্ষায় বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সভায় আগামী মঙ্গলবার খাল নালার বর্জ্য অপসারন, খাল ও বাজারের পলিথিন ও প্লাষ্টিক বর্জ্য অপসারন, বাজারে ময়লার ডাস্টবিন ও বাস্কেট ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, বাসা বাড়ীতে ব্যবহৃত পলিথিন প্লাষ্টিকের বর্জ্য জমিয়ে রেখে নির্দিষ্ট স্থানে অপসারন এবং বিয়েসহ সামাজিক অনুষ্ঠানে প্লাষ্টিকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা এবং অনুষ্ঠানের বর্জ্য দ্বারা যাতে পরিবেশ নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে মাদক ও দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পরিচালিত যৌথ অভিযানে মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন রকমের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সন্দ্বীপ উপজেলাস্থ আজিমপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নৌবাহিনী ও পুলিশ। অভিযানকালে উক্ত এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী মামুনের বাড়িতে তল্লাশি করে মাদক এবং তার বাড়ির পিছনের খাল হতে পিস্তল, চাইনিজ কুড়াল, চাপাতিসহ ১৬টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। সন্ত্রাসী মামুনের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক অন্যের জমি দখল, মারামারি, অবৈধ অস্ত্র, মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়। বর্তমানে সন্ত্রাসী মামুন আত্মগোপনে আছে বলে জানা যায়। অভিযানে জব্দকৃত অস্ত্রসমূহ পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সন্দ্বীপ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে সন্দ্বীপসহ নৌবাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে নিয়মিত অভিযান চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালকের পক্ষে উপপরিচালক মোহাম্মদ রেজা-উল-করিম শাম্মী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

চাটমোহরে আরএফএল এক্সক্লুসিভ শো-রুম উদ্বোধন

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে আরএফএল এক্সক্লুসিভ শো-রুম উদ্বোধন করা হয়েছে। চাটমোহর পৌর সদরের পুরাতন কৃষি ব্যাংক ভবনে শো-রুম উদ্বোধন করা হয়। শো-রুমের উদ্বোধন করে প্রাণ-আরএফএল'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত ছিলেন আরএফএল'র ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (ডিপিএল) তৌকিরুল ইসলাম, জিএম (ডিপিএল-সেলস) মুস্তাহিদুল ইসলাম, চিএম (ডিপিএল-সেলস) সাইফুল ইসলাম, এজিএম (ডিপিএল-এক্সক্লুসিভ) রুহুল ইমতিয়াজ, বিএনপি নেতা অধ্যক্ষ আঃ রহিম কালু, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল করিম খান আরজ, চাটমোহর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোখলেসুর রহমান বিদ্যুৎ, সাধারণ সম্পাদক শেখ মোঃ জিয়ারুল হক সিন্টু শো=রুমের স্বত্বাধিকারী গোলাম জিলানী খান আদর, ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদক মোঃ এনামুল হক, কেএম মনোয়ারুল ইসলাম শাফি, মিশুক ক্রীড়া চক্রের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ কুন্ডু, সাবেক পৌর কাউন্সিলর নুর ই হাসান খান ময়না, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অপূর্ব কুন্ডু, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এস এম মাসুদ রানা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনন্দ সাহা, ভূপতি সাহা, রনি রায়, কাওসার হোসেন, শাহিনুর রহমান প্রমুখ।

গাছের ডালে বসে আছে একটি বানর। মিটিঙাছড়ি পাহাড়, রাঙামাটি।

বিআরটিএর বিশেষ অভিযান, ১৩টি মামলায় ১৫০০০ টাকা জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর চেয়ারম্যানের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জি.) সার্বিক তত্ত্বাবধানে গতকাল বৃহস্পতিবার বিআরটিএ চাঁদপুর সার্কেল, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ এর সহযোগিতায় বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। উক্ত অভিযানে মোটরযানের অতিরিক্ত গতি, হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালনা, হাইড্রোলিক হর্ন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করণে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানে মোট ১৩টি মামলায় ১৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। চাঁদপুর সার্কিড হাউস প্রাঙ্গনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে বিআরটিএ, চাঁদপুর সার্কেলের সহকারী পরিচালক কামরুজ্জামানসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রামের ভুয়া সাংবাদিক পরিচয়কারী মাদক পাচারের সময় আটক

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলায় এক ভুয়া সাংবাদিক পরিচয়কারীকে ইয়াবা পাচারের সময় মোটরসাইকেলসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। উপজেলার পাম্পের মোড় এলাকা থেকে সাংবাদিকতার নাম ব্যবহার করা ওই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত ওই ব্যক্তি হলেন উপজেলার সবুজ পাড়া গ্রামের মনির উদ্দিন সরকারের পুত্র নুর আলম। এসময় তার কাছে ১০ পিস ইয়াবাসহ বিক্রিত নগদ অর্থ পাওয়া যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করে কুড়িগ্রাম সেনা ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন সাফায়েত হোসেন। তিনি জানান, নিয়মিত টহলের অংশ হিসেবে আমরা ইয়াবাসহ নুর আলমকে আটক করে চিলমারী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। জানা গেছে, ঢাকা পোস্ট অনলাইন পত্রিকার লোগো এবং প্রেস সম্বলিত লেখা ব্যবহার করে মাদক পাচারের সময় সেনাবাহিনীর নিয়মিত টহল পরিচালনা চলাকালীন সময় আটকৃ ব্যক্তির নিকট হতে ১০ পিস ইয়াবাসহ একটি মোটরসাইকেলের জব্দ করে সেনাবাহিনী।

সুজানগরে অবস্থান নেওয়া মানসিক রোগী নাসিমা ফিরতে চান পরিবারে কাছে

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছর। সে একজন মানসিক রোগী। কথা-বার্তা এবং পোশাক পরিচ্ছদে মনে হয় সে কম-বেশি লেখা-পড়া জানা একজন বিবাহিত মহিলা। এমনকি তার একজন ছেলে সন্তানও রয়েছে। গত ১৫-২০দিন আগে মানসিক ভারসাম্যহীন এই মহিলা কোন এক জায়গা থেকে এসে পাবনার সুজানগর উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি উপজেলার সাতবাড়ীয়া ইউনিয়নের মমরাজপুর গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলী টুকুর বাড়ীর বারান্দায় অবস্থান নেয়। মোহাম্মদ আলী টুকুসহ আশপাশের লোকজন তাকে প্রতিদিন খাবার ব্যবস্থা করছেন। তবে সে রাতযাপন করছে মোহাম্মদ আলী টুকুর বসত ঘরের বারান্দায়। এলাকাবাসী তার পরিচয় জানতে চাইলে সে তার নাম নাসিমা খাতুন বলে জানায়। শুধু তাই নয়, সে পার্শ্ববর্তী একটি ভবনের দেয়ালে তার নাম নাসিমা খাতুন বলে লিখে রেখেছে। কিন্তু এর বাইরে সে তার বাবা-মা বা স্বামী সন্তানের নাম কিংবা ঠিকানা কিছুই বলতে পারেনা। তবে তার মনের আকুতি সে তার পরিবার ও আপনজনদের কাছে ফিরে যেতে চায়। যুবদলের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আলী টুকু উক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন নাসিমাকে যদি কেউ চিনে থাকেন তাহলে সন্ধান দিতে নিম্নের মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

মহাদেবপুরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৮৪টি বৃক্ষ হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একসাথে ৮৪টি বৃক্ষ হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয় পরিবেশবিদরা। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান ফটকে আয়োজিত মানববন্ধনে বিশিষ্ট পাখি গবেষক কুঞ্জবন বিচিত্র পাখি উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মুনসুর সরকার সভাপতিত্ব করেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, এটিএন বাংলার নির্বাচিত সাদা মনের মানুষ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গেছো মামা শামসুদ্দিন মন্ডল, পরিবেশ সাংবাদিক কিউ, এম, সাঈদ টিটো, কাজী সামসুজ্জোহা মিলন, কাজী রওশন জাহান, সোহেল রানা, অসিত দাস, বাসস্ট্যান্ড বণিক সমিতির সভাপতি মনিরুল হক মনি, সমাজসেবক আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ আফান প্রমুখ। এরপর একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষোভকারীরা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ খুরশিদুল ইসলামের প্রত্যাহার দাবি করেন। বক্তারা বলেন, একটি ক্যাম্পাসের একসাথে ৮৪টি বৃক্ষ হত্যা করা হলে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটবে। জলবায়ু সংকটাপন্ন এলাকা নওগাঁর ঠাঁ ঠাঁ বরেন্দ্র অঞ্চলে এখন এমনিতেই পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ পানিয় জলের সংকটে ভূগছেন। এরকম সময়ে এই তরতাজা বৃক্ষ নিধন মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ে পরিণত হবে। এসব গাছে অসংখ্য পাখির বাসা রয়েছে। বাসাগুলোতে রয়েছে বাচ্চা। এসব প্রাণ সংহার থেকে বিরত থাকার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনেরও হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। উল্লেখ্য, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অত্যন্ত তরিঘরি করে কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে লুকোচুরি করে মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে ৫শ' টাকা করে সিডিউল বিক্রি, ৪০ হাজার টাকা করে বিডি জমা নিয়ে গোপন বাক্সে টেন্ডার আহ্বান করেন। সে টেন্ডার খোলা হয়। স্থানীয় খাজুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান খাইরুল ইসলাম চার লক্ষ ৩০ হাজার টাকার দরপত্রে গাছগুলো পান।

চৌগাছায় মানবপাচার প্রতিরোধে রেফারেল পাথওয়ে নেটওয়ার্ক সক্রিয়করন সভা

চৌগাছা, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের চৌগাছায় উন্নয়ন সংস্থা রূপান্তরের আয়োজনে মানবপাচার প্রতিরোধে উপজেলা পর্যায়ে রেফারেল পাথওয়ে নেটওয়ার্ক সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রূপান্তরের আশ্বাস প্রকল্পের আওতায় চৌগাছা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা গোলাম মোরশেদ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুসাব্বির হুসাইন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সুভাষ চন্দ্র, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আঞ্জুমান আরা মাহমুদা, উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী প্রধান শিক্ষক কামাল আহমেদ বিশ্বাস, মাওলানা গিয়াস উদ্দিন, ধুলিয়ানী ইউপি চেয়ারম্যান এসএম মোমিনুর রহমান, সুখপুকুরিয়া ইউপি চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা হবিবর রহমান হবি, প্রেসক্লাব চৌগাছার সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান, এডাব যশোরের সহসভাপতি নাজমুল ইসলাম, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক রাসেল আশরাফ, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক কামরুজ্জামান, সাংবাদিক টিপু সুলতান, সৌদীআরব ফেরৎ মানবপাচারের সার্বাইভার মিনা খাতুন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিআরডিবি'র সহকারী কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদ শাহী জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ শাহজাহান, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক তমজিদ হোসেন, এনজিও কর্মী রাফেজা খানম, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উপজেলা ইউনিয়ন ও জেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জনপ্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ সারভাইভার ও সিটিপ সদস্যবৃন্দ। সভায় নিরাপদে বিদেশ গমনের প্রক্রিয়া, মানব পাচার প্রতিরোধে করনীয়সহ মানব পাচারের শিকার সারভাইভারদের সেবার মান উন্নয়নে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। রূপান্তরের প্রোগ্রাম অফিসার উজ্জল কুমার পালের সঞ্চালনায় ও প্রশিক্ষক দ্বিপঙ্কর মন্ডলের সহযোগিতায় সারভাইভারদের চিহ্নিতকরন এবং তাদের সেবা নিশ্চিতে করনীয়সহ রূপান্তর ও আশ্বাস প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী রবিউল ইসলাম।

বেলগাছের পাতা ঝরে গেছে। পাতাহীন গাছের ডালে ঝুলছে বেল। স্টেশন সড়ক, রংপুর।

এল ক্লাসিকোর আগে ইনজুরির ধাক্কা রিয়াল শিবিরে

স্পোর্টর্স ডেস্ক : সর্বশেষ তিনটি এল ক্লাসিকোতেই হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এখন জয়ের জন্য মরিয়া কার্লো আনচেলত্তির দল। আগামী কাল শনিবার স্প্যানিশ কোপা দেল রে-র ফাইনালে ফের বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে লস ব্লাঙ্কসরা। এবার জিতলে এল ক্লাসিকোয় ৮ মাসেরও বেশি সময়ের অপেক্ষার প্রহর শেষ হবে রিয়ালের। আগামীকাল শনিবারের এল ক্লাসিকোর আগে রিয়ালের সঙ্গী হয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। লা লিগায় গত বুধবার গেটাফের বিপক্ষে খেলতে নেমে ডিফেন্ডার ডেভিড আলাবা ও মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা পড়েছেন ইনজুরিতে। যে কারণে বার্সার বিপক্ষে উত্তেজনাকর ম্যাচে এই দুই তারকাকে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই রিয়ালের। অর্থাৎ গেটাফেকে ১-০ গোলে হারালেও রিয়াল শিবিরে বিরাজ করছে অস্বস্তি। সেটি শুধু এল ক্লাসিকোর কথা ভেবে। তবে গত বুধবারের কষ্টার্জিত জয়ে লা লিগা শিরোপার আশা বাঁচিয়ে রাখতে পেরে কিছুটা হলেও স্বস্তি অনুভব করছে রিয়াল। ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি বলেন, 'আগামীকাল মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেই বলা যাবে। তবে (আলাবা ও কামাভিঙ্গা) দুজনেরই পায়ের পেশির চোট রয়েছে এবং শনিবারের ফাইনালে তাদের খেলার সম্ভাবনা খুবই কম।' মেন্ডি, আলাবা ও কামাভিঙ্গা যদি খেলতে না পারলে লেফট-ব্যাক পজিশনে ফ্রান গার্সিয়ার ওপর নির্ভর করতে হতে আনচেলত্তিকে। সেক্ষেত্রে বার্সেলোনার ১৭ বছর বয়সী প্রতিভা লামিন ইয়ামালকে থামানোর দায়িত্ব পালন করতে হবে গার্সিয়ার। লা লিগায় ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে বার্সা।

রিয়ালের চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে কাতালানরা। লিগে এখন বাকি মাত্র ৫ ম্যাচ। আগামী দুএক ম্যাচের মধ্যেই শিরোপা নির্ধারণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। চলতি মৌসুমে রিয়ালের বিপক্ষে দুটি বড় জয় পেয়েছে বার্সা। গেল বছরের অক্টোবরে লা লিগায় সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৪-০ এবং চলতি বছরের জানুয়ারিতে সৌদি আরবে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে ৫-২ গোলে রিয়ালকে হারিয়েছে হানসি ফ্লিকের দল। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই এবারের এল ক্লাসিকোর আগেও ফেবারিট বার্সা। এ বিষয়ে আনচেলত্তি বলেন, 'ফেভারিট থাকতে পারে, কিন্তু ফাইনাল মানেই অনিশ্চয়তা। যেকোনো কিছু হতে পারে। আমাদের ভালোভাবে রক্ষণের কাজ করতে হবে, তবে সামনে আমাদের সুযোগ আসবে। আজকের জয় (গেটাফের বিপক্ষে) একটা বড় অনুপ্রেরণা। প্রথমার্ধটা ভালো ছিল, শেষটা কিছুটা কঠিন, তবে আমরা জিতেছি।'

এনামুলের উপর আস্থা রাখছেন গাজী আশরাফ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : রানের ফোয়ারা ছুটিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে সব আলো নিজের ওপর কেড়ে নিয়েছেন এনামুল হক বিজয়। দেশের ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরির ফিফটি করার অনন?্য নজিরও গড়েছেন। ফর্ম যখন তুঙ্গে তখন মুখে চওড়া হাসি ডানহাতি ব?্যাটসম?্যানের। সেই হাসির উপলক্ষ?্য দ্বিগুণ করে দিয়েছেন নির্বাচকরা। ফর্মে থাকা এনামুলকে জাতীয় দলে ফিরিয়েছেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে এনামুল ফিরেছেন জাকির হাসানের জায়গায়। সিলেটে দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম ও মাহমুদুল হাসান জয় ব?্যর্থ হয়েছেন। এনামুল সেরা একাদশে সুযোগ পাবেন কি পাবেন না সেটা পরের বিষয়। গাজী আশরাফের আনন্দ, ''ফর্মে থাকা একজন যিনি প্রতি ম?্যাচেই রান করছেন তাকে আমরা পেয়েছি।'' এনামুলের রেকর্ডই তার হয়ে কথা বলছে। চলমান ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে রান ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছেন এনামুল। শেষ ম্যাচে করেছেন সেঞ্চুরি, আবাহনীর বিপক্ষে। ১৪ ইনিংসে ৮৭৪ রান করেছেন ৪টি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটিতে। যেখানে তার গড় রান ৭৯.৪৫। রান সংগ্রাহকের তালিকায় সবার শীর্ষে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তার পরে ১৭৭ রান পিছিয়ে থেকে দুইয়ে অবস্থান করছেন পারভেজন হোসেন ইমন। ঢাকা লিগ দেশের একমাত্র লিস্ট 'এ' প্রতিযোগিতা। পঞ্চাশ ওভারের ফরম?্যাট। সাদা বলের ক্রিকেটের পারফরম?্যান্স লাল বলে ক্রিকেটে কতটা প্রভাব রাখবে সেই প্রশ্নও উঠতে পারে। জানিয়ে রাখা ভালো, সবশেষ জাতীয় ক্রিকেট লিগে এনামুলের লাল বলের পারফরম?্যান্সও ছিল দারুণ। আসরে ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। খুলনা বিভাগের হয়ে ৫৩.৮৪ গড়ে ১ সেঞ্চুরি ও ৬ ফিফটিতে ৭০০ রান করেছিলেন ডানহাতি ব?্যাটসম?্যান। বিশ্লেষকরা বলেন রান করা অভ?্যাসের বিষয়। যেকোনো প্রতিযোগিতায়, যেকোনো পর্যায়েই রান পেলে ব?্যাটসম?্যানদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। এনামুলের থেকে সেই আত্মবিশ্বাসী পারফরম?্যান্সটাই চান গাজী আশরাফ হোসেন, ''ওর যেই ধারাবাহিকতা, যে একাগ্রতা দিয়ে জাতীয় লিগ বা ঢাকা লিগ খেলেছে সেটা প্রশংসনীয়। আমাদের কাছে মনে হয়েছে ও এসব প্রতিযোগিতায় খুব ফ্রি হয়ে নিজে খেলতে পারে। আমার ব?্যক্তিগত প্রত?্যাশা সেই মনোভাবটাই যেন জাতীয় দলে দেখাতে পারে। এটা এমন না যে ওর থেকে সেঞ্চুরি, ডাবল সেঞ্চুরি করুক। যে কাজটা এতোদিন ঘরোয়া ক্রিকেটে করেছে সেটাই করুক।'' ২০২২ সালের পর টেস্ট দলে ফিরলেন এনামুল। ৫ টেস্টে ১০০ রান করা এনামুল ঘরের মাঠে ২০১৩ সালের পর টেস্ট খেলবেন। বয়স ৩২ পেরিয়েছে। জাতীয় দলে এক সময়ে থিতু হয়েছিলেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে আবারও সিরিজে না ভারতের

স্পোর্টর্স ডেস্ক : গেল ১৫ বছর ধরে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেনি পাকিস্তান ও ভারত। তবে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার আগের পরিস্থিতি দেখে কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন, হয়তো একটা সময় পর আবারও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সিরিজ দেখতে পারবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু না, নিকট ভবিষ্যতে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ আয়োজনের সম্ভাবনা শূন্যে নেমে গেছে গত মঙ্গলবারের প্রাণঘাতী হামলার পর। হয়তো আগামী কয়েক বছরের জন্য এই আলোচনাও কেউ সামনে আনবেন না। ওই হামলার পর নতুন করে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ না খেলার ঘোষণা দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (বিসিসিআই) সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা। স্পোর্টস টাককে তিনি বলেন, 'আমরা হামলার ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আছি এবং এই ঘটনার নিন্দা জানাই। আমাদের সরকার যা বলবে, আমরা তাই করবো। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলি না কারণ এটা সরকারের অবস্থান। ভবিষ্যতেও দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলবো না। তবে আইসিসি ইভেন্টে আমরা খেলি কারণ এটা আইসিসির সঙ্গে সম্পৃক্ততা অনুযায়ী হয়। আইসিসিও জানে কী ঘটছে, তারাও বিষয়টি দেখছে।' ২০১২-১৩ সালে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে ভারতে এসেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট দল। সেটাই ছিল দুই দেশের শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। আর ভারত সর্বশেষ পাকিস্তান সফর করেছিল ২০০৮ সালে। বর্তমানে দুই দলের মুখোমুখি লড়াই শুধু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মঞ্চেই হয়। যেমন ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে এসেছিল পাকিস্তান। যদিও ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানে যায়নি ভারত। গত মঙ্গলবার কাশ্মীরের পাহাড়ঘেরা উপত্যকা পহেলগামে মর্মান্তিক হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হন। অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা পর্যটকদের ওপর গুলি চালায় বলে জানা যায়। ২০১৯ সালের পর কাশ্মীরে সবচেয়ে প্রাণঘাতী সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা এটি। এই হামলার দায় স্বীকার করে 'রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' নামে একটি গোষ্ঠী। তারা দাবি করেছে, অঞ্চলটিতে ৮৫ হাজার বহিরাগত বসতির প্রতিবাদে এই হামলা চালানো হয়েছে।

এ বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে না সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : চলতি বছরের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ১৫তম আসর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টুনামেন্টের ফরম্যাট পুনর্বিবেচনা ও লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জের কারণে ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই আসর স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে দক্ষিণ এশীয় ফুটবল ফেডারেশন (সাফ)। বিজ্ঞপ্তিতে সাফ বলেছে, 'সাফ চলতি বছর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে অনুযায়ী প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। তবে সাফ, আমাদের সদস্য সংস্থাগুলো এবং স্পোর্টফাইভ মনে করেছে যে প্রতিযোগিতাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আরও কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে, যাতে আমাদের সব স্টেকহোল্ডার ও সদস্য সংস্থাগুলো প্রতিযোগিতাটি আরও জাঁকজমকভাবে আয়োজনের জন্য যথাযথ সময় পায়।' ২০২৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। তাই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য একটি উপযুক্ত সময়সূচি ও ভেন্যু নির্ধারণে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতাও চেয়েছে সাফ।

কষ্টার্জিত জয়ে শিরোপা আশা বাঁচিয়ে রাখলো রিয়াল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : লা লিগার শিরোপা দৌড়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখলো রিয়াল মাদ্রিদ। গত বুধবার রাতে গেটাফের মাঠে কঠিন এক লড়াইয়ে ১-০ গোলের জয় তুলে নেয় কার্লো আনচেলত্তির দল। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন তরুণ তুর্কি মিডফিল্ডার আর্দা গুলার, যার ২০তম মিনিটের

দুর্দান্ত শটই শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে। বার্সেলোনা একদিন আগেই মায়োর্কার বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জয় পাওয়ায় আনচেলত্তির দলের ওপর চাপ ছিল জয় পাওয়ার। শিরোপা লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচে জয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আনচেলত্তি কোপা দেল রে ফাইনালের কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে বিশ্রামে রাখেন। তবুও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল মাদ্রিদের কাছেই। বেশ কিছু সুযোগ পেলেও ব্যবধান বাড়াতে ব্যর্থ হন ভিনি-সিয়ুস ও এন্ড্রিক। এন্ড্রিকের একটি প্রচেষ্টা তো একদম গোললাইনের কাছ থেকে সেভ করে রক্ষা পায় গেটাফে। ম্যাচের শেষদিকে চাপ বাড়তে থাকে। ৯১তম মিনিটে পিটার ফেদেরিকো ও হুয়ানমি দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত গোলরক্ষক থিবো কর্তোয়া সাহসী সেভে দলকে নিরাপদ রাখেন, স্বস্তির জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল। এই জয়ের ফলে রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনার চার পয়েন্ট পেছনে থেকে শিরোপা লড়াইয়ে এখনও টিকে রয়েছে। পাঁচটি ম্যাচ বাকি আছে।

লাইফস্টাইল

শুধু পানি ভালোলাগে না? যেভাবে খেলে বেশি উপকার পাবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক: আমরা সবাই জানি যে পানি আমাদের শরীরের জন্য অপরিহার্য, কিন্তু শুধু পানি পান করা অনেক সময় একঘেয়ে মনে হতে পারে। তবে আপনি চাইলে কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যোগ করে পানিকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন। যা কেবল স্বাদই বাড়ায় না বরং বিপাক বৃদ্ধি করে, ওজন কমাতে সাহায্য করে এবং সারাদিন ধরে সতেজ ও উজ্জীবিত রাখে। যদি কেবল সাধারণপানি পান করে বিরক্ত হন, তাহলে আপনার গ্লাসে কিছু দুর্দান্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত করুন- ১. লেবু, লেবুর পানি ওজন কমানোর জন্য একটি সুপারস্টার। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লেবু বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়, হজমশক্তি বাড়ায় এবং বিপাককে ত্বরান্বিত করে। লেবুতে ফ্ল্যাভোনয়েডও রয়েছে, যা ফ্রি র?্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। উষ্ণ বা ঠান্ডা পানিতে অর্ধেক লেবু ছেঁকে নিন। অতিরিক্ত সুবিধার জন্য এক চিমটি ব্ল্যাক সল্ট বা মধু যোগ করুন। সকালে খালি পেটে অথবা সারা দিন ধরে পান করুন। ২. আদা, কেবল ঠান্ডা এবং ফ্লুর জন্য নয়! এতে জিঞ্জেরল নামে একটি শক্তিশালী যৌগ রয়েছে, যা হজমশক্তি বাড়ায়, পেট ফাঁপা কমায় এবং চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও স্থিতিশীল করে, যার ফলে ক্ষুধা কম হয়। তাজা আদা কুচি করে গরম পানিতে মেশান। কয়েক মিনিট ভিজিয়ে পান করুন। স্বাদ বাড়ানোর জন্য এক ফোঁটা লেবু মেশাতে পারেন। ৩. দারুচিনি, দারুচিনি একটি আশ্চর্যজনক মসলা যা রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করে, ক্ষুধা দমন করে এবং চর্বি জমাতে বাধা দেয়। এটি পলিফেনল, শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পূর্ণ যা ইনসুলিন সংবেদনশীলতা এবং বিপাক উন্নত করে। একটি ছোট দারুচিনির কাঠি বা আধা চা চামচ দারুচিনির গুঁড়া গরম পানিতে ১০ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন এবং পান করুন। স্বাদ বাড়ানোর জন্য মধু বা আপেল সাইডার ভিনেগার যোগ করতে পারেন। ৪. পুদিনা, পুদিনা রোজম্যারিনিক অ্যাসিডের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা প্রদাহ কমাতে এবং হজম উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি চর্বি ভাঙতেও সাহায্য করে, যা ওজন কমানোর রুটিনে একটি দুর্দান্ত সংযোজন হতে পারে। এক গ্লাস পানিতে এক মুঠো তাজা পুদিনা পাতা যোগ করুন। এটি কয়েক ঘণ্টা বা পুরো রাত ডিটক্স পানীয়তে ভিজিয়ে রাখুন। অতিরিক্ত বিপাক বৃদ্ধির জন্য লেবুর রস মিশিয়ে নিন। ৫. হলুদ, হলুদে কারকিউমিন থাকে। এটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা প্রদাহ কমাতে, হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে। এটি লিভারের ডিটক্সিফিকেশনেও সাহায্য করে, যা স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হালকা গরম পানিতে 1/4 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এক চিমটি গোলমরিচের গুঁড়া যোগ করুন (এটি কারকিউমিন শোষণ বাড়ায়)। সকালে বা ঘুমানোর আগে এটি পান করুন।

৬. আপেল সাইডার ভিনেগার,আপেল সাইডার ভিনেগার (অঙ্গঁঠ) অ্যাসিটিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ। যা ক্ষুধা দমন করে, রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হজমশক্তি বাড়ায়। এটি স্বাস্থ্যকর অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া বজায় রাখতেও সাহায্য করে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এক গ্লাস পানির সাথে ১ টেবিল চামচ অঙ্গঁঠ মিশিয়ে নিন। হজমশক্তি বাড়াতে এবং ক্ষুধা দমন করতে খাবারের আগে এটি পান করুন। আরও ভালো স্বাদের জন্য মধু যোগ করুন। ৭. গ্রিন টি, গ্রিন টি ক্যাটেচিনে পরিপূর্ণ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ফ্যাট জারণ এবং বিপাক বৃদ্ধি করে। এতে অল্প পরিমাণে ক্যাফেইন রয়েছে, যা আপনাকে শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ক্যালোরি পোড়াতে উৎসাহিত করে। গ্রিন টি তৈরি করুন এবং ঠান্ডা হতে দিন। একটি সতেজ ডিটক্স পানীয়ের জন্য এটি ঠান্ডা পানি এবং লেবুর সঙ্গে মিশিয়ে নিন। সেরা ফলাফলের জন্য দিনে দুইবার পান করুন। এইচএন

চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে যে ক্ষতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ব্যস্ত জীবনে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা আমাদের নিত্যসঙ্গী। তাই তো অনেকে মাথা হালকা রাখতে একটু পর পর চা পান করেন। সেই সঙ্গে সিগারেটে টান দেওয়ার অভ্যাসও আছে অনেকের। এতেই মস্তিষ্কের বোঝা নেমে যায় বলে মনে করেন তারা। তবে সাধারণ মানুষের একাংশের এমন কর্মকাণ্ড দেখে চমকে যান বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার ওপর যদি আবার চা খেতে খেতে ধূমপান করেন, তা হলে শরীরের আরো ক্ষতি ডেকে আনবেন। দেহে বাসা বাধবে একাধিক জটিল অসুখ। আজকের প্রতিবেদনে জানবেন চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক। **হার্টের ক্ষতি,** বিশেষজ্ঞদের মতে, একটা সিগারেটে মোটামুটি ৬ থেকে ১২ গ্রাম নিকোটিন থাকে। আর এই উপাদান হার্টের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিকোটিনের কারসাজিতে হার্টের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে পড়তে পারে। যার জন্য স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এমনকী বিপদে ফেলতে পারে হার্ট অ্যাটাক। অপরদিকে আবার দিনে ৭-৮ কাপ চা খেলে হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে। উর্ধ্বমুখী হতে পারে প্রেশার। সেই কারণেও হার্টের ক্ষতি হয়। তাই সাবধান হন। **ক্যানসার** গবেষণায় দেখা গেছে, চা খাওয়ার সময় ধূমপান করলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়।

অ্যালোভেরা কি সত্যিই ব্রণ দূর করে?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ব্রণ সবচেয়ে পরিচিত ত্বকের সমস্যা। যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, অতিরিক্ত তেল উৎপাদন, ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মতো কারণে ঘটে। যদিও এর জন্য অসংখ্য চিকিৎসা পাওয়া যায়, তবে অ্যালোভেরা জেলের মতো প্রাকৃতিক প্রতিকার প্রশান্তিদায়ক এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু অ্যালোভেরা কি সত্যিই ব্রণ দূর করতে সাহায্য করে? চলুন জেনে নেওয়া যাক- ব্রণ কমাতে অ্যালোভেরার উপকারিতা, অ্যালোভেরা তার ত্বক-নিরাময়কারী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। গবেষণায় দেখা গেছে যে এটি ব্রণ-প্রবণ ত্বকের জন্য উপকারী হতে পারে। এতে পলিস্যাকারাইড, জিবেরেলিন এবং স্যালিসিলিক অ্যাসিড রয়েছে, যা প্রদাহ কমাতে, ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে এবং ত্বকের নিরাময়ে সাহায্য করে। ১. প্রদাহ-বিরোধী প্রভাব, অ্যালোভেরায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। এতে ভিটামিন এ, সি এবং ইও রয়েছে যা ব্রণের কারণে সৃষ্ট ত্বকের জ্বালা প্রশমিত করতে সাহায্য করে। জার্নাল অফ ডার্মাটোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, অ্যালোভেরা জেল ব্রণের ক্ষতে প্রদাহ এবং লালচেভাব হ্রাস করে। ২. অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং নিরাময়কারী বৈশিষ্ট্য, অ্যালোভেরা তার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং নিরাময়কারী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অ্যালোভেরা ব্রণর জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া প্রোপিওনিব্যাকটেরিয়াম অ্যাকনেসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রভাব ফেলে। অ্যালোভেরায় অ্যালোসিনের উপস্থিতি ব্রণ-পরবর্তী দাগ এবং দাগ হালকা করতেও সাহায্য করে। ৩. প্রচলিত চিকিৎসার সঙ্গে সম্মিলিত উপকারিতা, গবেষণায় দেখা গেছে যে, অ্যালোভেরা এবং ট্রেটিনোইন (একটি সাধারণ ব্রণ চিকিৎসা) এর সংমিশ্রণ শুধুমাত্র ট্রেটিনোইনের তুলনায় ব্রণের কমানোর প্রক্রিয়া আরও কার্যকরভাবে উন্নত করে। এটি প্রমাণ করে যে, অ্যালোভেরা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসার কার্যকারিতা বাড়াতে পারে।

যত্নে থাকুক মা-বাবা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : পৃথিবীতে সুস্থভাবে সন্তানকে নিয়ে আসতে, জন্মের আগেই তার জন্য ভালোবাসা নিয়ে অপেক্ষা করেন বাবা-মা। ধীরেধীরে শিশু বড় হলে তার প্রতিটি চাওয়া-পাওয়া পূরণে বাবা-মা তাদের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেন। প্রয়োজনের দিনগুলোতে সবচেয়ে বড় নির্ভরতা যেই বাবা-মা, বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সেই সন্তানের কাছে বাবা-মায়ের জন্য একই রকম ভালোবাসা থাকে তো! প্রতিটি সন্তানের উচিত তার বাবা-মায়ের প্রতি বেশি সচেতন থাকা। বয়স্ক মা-বাবার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব শুধু কাজের লোকের ওপরে ছেড়ে না দিয়ে নিজেই দেখভাল করুন। * ছোট বয়সে তারা আমাদের ভালো রাখতে কত কিই না করেছেন। তাদের এই শেষ বয়সে অনেক দামি উপহারের চেয়ে আমাদের একটু কাছে পেলেই অনেক খুশি হন তারা। * বাইরে গেলে ঘরে ফিরে প্রথমে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করুন। * সুযোগ থাকলে তাদের পছন্দের কিছু নিয়ে আসুন * বৃদ্ধ বয়সে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তাদের প্রতি অবহেলা করা যাবে না, নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নিন। বাবা-মায়ের ওষুধ আছে কি না দেখে এনে রাখুন। প্রয়োজনে স্মার্টফোনে রিমাইন্ডার দিয়ে রাখুন যেন ভুলে না যান। * অসুস্থ হলে হাসপাতালে যেতে হলে চেষ্টা করুন নিজে নিয়ে যেতে। বাবা-মায়ের পছন্দের খাবারগুলো তো আমরা জানি, খেয়াল রাখুন বাড়িতে যেন নিয়মিত তাদের পছন্দের কিছু খাবার তৈরি করা হয়। * নিয়মিত হাঁটা-চলা করতে উৎসাহ দিন তাদের। * তাদের ঘর ও পোশাক পরিষ্কার রাখুন। এতে বাবা-মা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। যা তাদের শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করবে। * ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখুন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম কোন তাপমাত্রাই বয়স্ক বাবা-মায়ের শরীরের জন্যে ভালো নয়।

প্রাকৃতিক উপাদানে মেকআপ রিমুভার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মেকআপ রিমুভার হিসেবে আমরা অনেকেই বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর ভরসা করি। যা নানা রাসায়নিক উপাদানে তৈরি। এসব রিমুভারের প্রধান সমস্যা হলো- ত্বক শুকিয়ে ফেলে, অন্যথায় তেলতেলে দেখায়। কসমোলজিস্টদের ভাষ্য, বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নেওয়া উচিত। বিকল্প হিসেবে বেছে নিন প্রাকৃতিক উপাদান। : দেখা যাক, সেগুলো কী কী-নারিকেল তেল : শুধু চুলচর্চায় নয়, রূপচর্চায়ও নারিকেল তেল দারুণ উপকারী। তবে নারিকেল তেল কিনুন একদম প্রাকৃতিক এবং খাঁটি। মেকআপ তোলার জন্য নারিকেল তেল হাতের তালুতে নিয়ে মুখে হালকা বুলিয়ে নিলেই হলো। আমন্ড অয়েল : যারা নারিকেল তেলে অভ্যস্ত নন, তারা বেছে নিন আমন্ড অয়েল।

তুরস্কের জনপ্রিয় শরবত আয়রানের রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকার পর একটু প্রশান্তি পেতে কে না চায়। তাইতো ইফতারের শুরুতেই শরবতের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে ছোট-বড় সবাই। ইফতারে থাকে বাহারি সব শরবত। বেশিরভাগ সময়ই লেবু বা বিভিন্ন ফলের শরবত থাকে ইফতারে। তবে আজকাল স্বাদে ভিন্নতা আনার জন্য অনেকেই ইন্টারনেট দেখে বানিয়ে নেন বাহারি সব শরবত। আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো তুরস্কের জনপ্রিয় শরবত আয়রানের রেসিপি। অল্প কিছু উপকরণে ঘরেই বানিয়ে নিতে পারবেন মজাদার এই শরবত। উপকরণ- দুই কাপ টক দই, দুই কাপ ঠান্ডা পানি, আধা চা-চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, সামান্য ভাজা জিরার গুঁড়া, আধা চা-চামচ বিট লবণ, ১ টেবিল চাম চিনি,৫-৬টি লেবুর ছোট টুকরো, ৪-৫টি, পুদিনাপাতা ও স্বাদমতো লবণ ঘরে বসেই উপভোগ করুন মরক্কোর স্যুপ হারিরা, ঘরেই বানিয়ে নিন লেবাননের রঙ্গিলা ফাতেহ, ঘরেই তৈরি করুন দোকানের মতো মিষ্টি দই, পদ্ধতি, লেবু ও পুদিনাপাতা ছাড়া সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। এবার টুকরো করে রাখা লেবুগুলো থেঁতো করে নিন। তারপর শরবতের মিশ্রণটি ঢেলে পুদিনাপাতা দিয়ে পরিবেশন করুণ আপনার পছন্দের গ্লাসে।